ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৯ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 31 July, 2023 ■ আগরতলা ৩১ জুলাই ২০২৩ ইং ■ ১৪ শ্রাবণ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

চাকরির দাবীতে সিটি সেন্টারের সামনে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশ্যে অনুরোধ জেআরবিটি উত্তীর্ণ বেকারদের। ছবি নিজস্ব।

পুলিশের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ মধুপুর থানা ঘেরাও

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। নেশা কারবারীদের বিরুদ্ধে কোন ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ না করে বৈধ উপায়ে ব্যবসাকারী ব্যবসায়ীদের উপর পুলিশী নির্যাতনের ঘটনায় মধুপুর বাজার এলাকায় তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ব্যবসায়ী ও অপর এক সাধারণ ব্যক্তিকে থানায় তুলে নিয়ে হয়রানীর প্রতিবাদে এলাকার জনগণ দীর্ঘক্ষন থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। শনিবার রাত আনুমানিক দশটা নাগাদ মধুপুর থানার সাব-ইন্সপেক্টর অনিমেষ পাল কয়েকজন কনস্টেবল নিয়ে মধুপুর পশ্চিম পাড়া এলাকায় বিভিন্ন দোকানে হানা দেন।

থানার নাকের ডগায় মধুপুর বাজারের প্রায় দোকানের মধ্যেই অনবরত মদ বিক্রি করছে এবং মদ পান করছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন পুলিশ অফিসার তাদেরকে গ্রেফতার করেনি। গ্রামের ভেতরে পশ্চিমপাড়ায় রাকেশ দাসের একটি দোকান রয়েছে যার মধ্যে হরেক রকমের জিনিস বিক্রি হয়। তেল মসলা থেকে আরম্ভ করে সবকিছু। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুরে অশান্তির পিছনে চিনের হাত

চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব প্রাক্তন সেনা প্রধানের

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি.স.)।। মণিপুরে হিংসার নেপথ্যে যে বিদেশি শক্তির ইন্ধন রয়েছে, সে আশঙ্কা আগেই করা হচ্ছিল। এবার সেই তত্ত্বেই কার্যত শিলমোহর দিলেন প্রাক্তন চিফ অব আর্মি স্টাফ এমএম নারাভানে মণিপুরের অশান্তির পিছনে হাত থাকতে পারে চিনের! এমনই ইঙ্গিত দিলেন নারাভানে। বিভিন্ন বিদ্রোহীদের চিনের তরফে সাহায্য করা হচ্ছে বলেও দাবি করেছেন তিনি।

প্রায় তিন মাস হতে চলল অশান্ত মণিপুর। ইতিমধ্যেই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে এসেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে কড়া পদক্ষেপ করা সত্ত্বেও অস্থিরতা কমেনি। মণিপুর ইস্যুতে কেন্দ্রে শাসক-বিরোধী সংঘাতও বেড়েই চলেছে। এরই মধ্যে সামনে এলে চাঞ্চল্যকর তত্ত্ব। মণিপুরের অশান্তির পিছনে হাত থাকতে পারে চিনের! এমনই ইঙ্গিত দিলেন প্রাক্তন চিফ অব আর্মি স্টাফ এমএম নারাভানে। সম্প্রতি দিল্লিতে জাতীয় সুরক্ষা সংক্রান্ত একটি আলোচনা চলাকালীন নারাভানে চিনের নাম না করে বলেন, "আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিবেশী দেশে শুধু নয়, সীমান্তবর্তী রাজ্যে যদি অস্থিরতা থাকে, তাহলে সেটা জাতীয় সুরক্ষার জন্য মোটেই ভাল নয়।" একই সঙ্গে তিনি উল্লেখ করেছেন, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে যথাযথ পদক্ষেপ করছে কেন্দ্রীয় সরকার।

চিন যে দিনের পর দিন বিক্ষুব্ধ গোষ্ঠীগুলিকে মদত দিচ্ছে, সে কথা উল্লেখ করে প্রাক্তন সেনাকর্তা বলেন, চিন বহু বছর ধরে এই কাজ করে আসছে, আগামিদিনেও করবে। তাঁর কথায়, একটা রাজ্যের অশান্ত পরিস্থিতি পুরো দেশের নিরাপত্তার ওপর প্রভাব ফেলে। তাই চিনের ভূমিকা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না বলে মনে করেন তিনি।

প্রাক্তন সিওএএস জেনারেল নারাভানে আরও বলেন, এর পিছনে এমন কেউ থাকতে পারে, যে বা যারা চায় না শান্তি ফিরুক। এতে তাদের কোনও লাভ হচ্ছে বলেও অনুমান তাঁর। নারাভানে বলেন, সে কারণেই হয়ত রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সবরকম চেষ্টা সত্ত্বেও এখনও অশান্তি জারি রয়েছে।

মা ও ছেলেকে হত্যার লক্ষ্যে বসতঘরে আগুন ধরিয়ে দিল প্রতিবেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ধান ক্ষেতের চারা গাছ নষ্ট করাকে কেন্দ্র করে স্বামী হারা মহিলা ও তার বারো বছরের পুত্র সন্তানকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা। বসত ঘরে আগুন লাগানোর অভিযোগ প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৪ জুলাই। আগুন লাগিয়ে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা ২৭ জুলাই বৃহস্পতিবার রাত বারোটা নাগাদ। পাঁচজনের বিরুদ্ধে থানায় মামলা হলেও ঘটনার তিনদিন কেটে গেলেও নিরব দর্শকের ভূমিকায় পুলিশ।এই চাঞ্চল্যকর ঘটনাটি সংঘটিত হয়েছে ধর্মনগর থানাধীন ভাগ্যপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাঁচ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা শিউলি বেগমের বাড়িতে।অভিযোগ, প্রতিবেশী রফিক মিয়া, পিতামৃত মোবারক আলী, সোহেল মিয়া, (সাদ্দাম) পিতা রফিক মিয়া, রাজ্জাক মিয়া, ওরফে (গব্বর) পিতা খোলাই মিয়া, শফিক মিয়া পিতা মোবারক আলী ও শহীদ উদ্দিন নামের পাঁচ অভিযুক্তরা শিউলি বেগমের ভাইয়ের ধান ক্ষেতে গরু দিয়ে ধানের চারা নষ্ট করে।

সেই মুহূর্তে নাবালক ছেলেটি বিষয়টি প্রত্যক্ষ করলে গরু তাড়াতে গেলে তাকে ঐ পাঁচ অভিযুক্ত মারধর করে বলে অভিযোগ। পরবর্তী সময়ে তাকে এবং তার মাকে দেখে নেওয়ার হুমকি দেয় অভিযুক্তরা। পরবর্তীতে বৃহস্পতিবার রাতে শিউলি বেগমের ঘরে অভিযুক্তরা আগুন দিয়ে পুড়ে মারার চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সরকারি আধিকারীকের নেম প্লেট লাগিয়ে গাড়িতে নেশা সামগ্রী পাচার চক্রের দুই পান্ডা গ্রেপ্তার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে মরা চৌমুহনী এলাকা থেকে গাড়িসহ ২ ড্রাগ পাচারকারী এবং টাকারজলা থেকে এক বাইক চোরকে আটক করতে সক্ষম হয়েছে। তাদের কাছ থেকে প্রচুর পরিমাণ সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে। দুটি ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে পুলিশ। গত বিশ বেশ কিছুদিন ধরেই ড্রাগ পাচারকারীরা অভিনব কৌশল অবলম্বন করে তাদের ড্রাগ প্রচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে।

বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকদের নামের নাম নেমপ্লেট ব্যবহার করে গাড়িতে ড্রাগস পাচার করার অভিনব কৌশল গ্রহণ করেছে প্রচারকারীরা। তাতে রীতিমতো বিপাকে পড়ে পুলিশ। কেননা সরকারের দপ্তরের আধিকারিকদের গাড়িগুলো সাধারণত চেক করে না পুলিশ। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই সরকারি দপ্তরের আধিকারিকদের পদবীর নাইম নেমপ্লেট গাড়িতে লাগিয়ে ড্রাগস পাচার বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ মরা চৌমুহনী এলাকায় একটি গাড়ি আটক করে দুই ড্রাগ পাচারকারীকে জালে তুলতে সক্ষম হয়েছে।

অপরদিকে এক বাইক চোরকে সুনির্দিষ্ট খবরের ভিত্তিতে টাকারজলা থেকে বাইকসহ আটক করতে সক্ষম হয়েছে পূর্ব থানার পুলিশ। সরকারি অফিসের নেমপ্লেট ব্যবহার করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মণিপুর ইস্যুতে মোমবাতি মিছিল মহিলা কমিশনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। মনিপুরী মহিলাদের উপর জঘন্যতম ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য মহিলা কমিশন মোমবাতি মিছিল করে।

রবিবার আগরতলার পুরনো রাজভবন সংলগ্ন এলাকা থেকে এই মিছিল সার্কিট হাউস গান্ধী মূর্তির সামনে এসে শেষ হয়। মাস তিনে ধরে চলা মণিপুরে হিংসা অবিলম্বে বন্ধ হোক, মহিলাদের উপর নির্যাতনকারীদের কঠোর শাস্তি দাবি জানানো হয় এই মিছিল থেকে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চাকরির দাবিতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি জেআরবিটি উত্তীর্ণ বেকারদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। জাতির পিতা মহাত্মা গান্ধীর রঘুপতি রাঘব রাজা রাম গান গেয়ে নতুন পদ্ধতিতে আন্দোলন করলেন জেআরবিটি উত্তীর্ণ বেকার যুবক-যুবতীরা।

রবিবার আগরতলা সিটি সেন্টারের সামনে বেকার যুবক-যুবতীরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নিকট চাকরির জন্য ভিক্ষে চাইছেন। তাদের দাবি গত দু"বছর ধরে পরীক্ষা হওয়ার পর থেকে সরকার তাল বাহানা করে যাচ্ছে।তাই সরকার যাতে আর তালবাহানা না করে সেই অনুরোধে রাখলেন আজকের এই আন্দোলন থেকে।

গ্রুপ সি এবং গ্রুপ ডি পদে রেজাল্ট প্রকাশিত হলেও গ্রুপ সির ইন্টারভিউ হলেও এখনো ফল প্রকাশ করছে না দপ্তর। তাই এই আন্দোলন বলে জানালেন বেকার যুবক-যুবতীরা। চাকুরী প্রত্যাশী বেকার যুবক যুবতীদের অবিলম্বে নিয়োগের ব্যবস্থা করতে তারা মুখ্যমন্ত্রী এবং দায়িত্বপ্রাপ্ত দপ্তরের কর্মকর্তাদের কাছে জোরালো দাবি জানিয়েছেন। অবিলম্বে বেকারদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জমি সংক্রান্ত বিবাদের জেরে মহিলার মাথায় দায়ের কোপ, মামলা নিচ্ছে না বিশালগড় থানা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। বিশালগড় থানার পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ না করার গুরুত্ব অভিযোগ উঠেছে। সম্পত্তি সংক্রান্ত বিরোধের জেরে দেবরের হাতে আক্রান্ত হয়ে বৌদি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন।
অভিযুক্তের বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও পুলিশ মামলা গ্রহণ করছে না। সন্ত্রাস, চুরি এবং রাহাজানি ক্রমাগত বৃদ্ধিতে পুলিশ প্রশাসন মুখ ঢাকতে ইতিমধ্যে বদলি করা হয়েছে বিশালগড় থানার ওসি বাদল সাহাকে। নতুন ওসি হিসেবে যোগদান পড়লেও মানুষ সুবিচার থেকে বঞ্চিত। টাকা পয়সা না থাকলে গরিবের বিচার নেই বিশালগড় থানায়।

জানা যায় বিশালগড় থানার অন্তর্গত কদমতলী এলাকার ৫নং ওয়ার্ডের হতদরিদ্র দিনমজুর জাকির হোসেনের স্ত্রীকে তার দেবর লিটন মিয়া ধারালো অস্ত্র দিয়ে মাথায় আঘাত করে খুনের চেষ্টা করে। তার কারণ লিটন মিয়ার কথামতো তাদের পিতৃ সম্পত্তি ভাগ করতে হবে এ নিয়ে নিজের বৌদিকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে খুন করার চেষ্টা করে অভিযুক্ত লিটন মিয়া। ঘটনা গত শুক্রবার সন্ধ্যায়। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড়ে বাইক দূর্ঘটনায় গুরুতর আহত যুবক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। বিশালগড়ের সৎসঙ্গ আশ্রম সংলগ্ন এলাকায় বাইক ও পণ্যবাহী গাড়ির সংঘর্ষে গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন বাইক আরোহী সঞ্জয় দেবনাথ। ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা তাকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়।

সেখান থেকে রেফার করা হয় জিবিপিতে। পুলিশ গাড়ি বাইক দুটিকেই থানায় নিয়ে আসে। দ্রুতগামীতার কারণেই এই ভয়াবহ দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে জানা গেছে। পুলিশ এ ব্যাপারে মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে। উল্লেখ্য বিশালগড় এলাকায় পথ দুর্ঘটনা প্রতিনিয়তই ঘটে চলেছে। দুর্ঘটনার লাগাম টানা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চেলিখলায় নাকা চেকিংয়ে পুলিশের উৎকোচ দাবি দুই যুবককে মারধর, প্রতিবাদে সড়ক অবরোধ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। পাচার বন্ধ নেই, উল্টো অন্যদের উপর দমন পীড়ণ। ঘটনা বিশালগড়ের চেলিখলা এলাকায়। নাকা পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকায় রক্তাক্ত হয়েছে দুই যুবক। দূর্ঘটনাকে অন্যরূপ দিয়ে মধ্য রাত পর্যন্ত সড়ক অবরোধ সহ ব্যপক উত্তেজনা নাকা সংলগ্ন এলাকায়। অভিযোগ পাচার বানিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় একাংশ পাচারকারীরা নাকা পয়েন্ট তুলে দেওয়ার জন্য অন্য পন্থা অবলম্বন করেছে। ঘটনা বিশালগড় থানাধীন চেলিখলা নাকা পয়েন্টে। আন্তর্জাতিক অবৈধ পাচার চক্রের মৃগয়া ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে সিপাহীজলা।

বহিঃ রাজ্য থেকে রাজ্য হয়ে যত নেশা সামগ্রী বাংলাদেশে পাচার হয় তার সিংহ ভাগ সিপাহীজলা জেলার বিশালগড় হয়ে বক্সনগর এবং সোনামুড়া থানার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে সীমান্ত অতিক্রম করে বলে অভিযোগ। পুলিশ এই অভিযোগের উপর সিল-মোহর দিয়ে জেলার দুটি স্থান যথাক্রমে মেলাঘর এবং বিশালগড়ের চেলিখলা এলাকায় ২৪ ঘন্টার জন্য নাকা চেকিং পয়েন্ট বসিয়েছে। অভিযোগ যাদের গোপন রফা রয়েছে দিন রাত এই নাকা পয়েন্ট দিয়ে অবৈধ চিনি, বাজি সহ নেশা সামগ্রী বোঝাই গাড়ি নিয়ে দিব্বি চলাচল করতে তাদের কোনও অসুবিধা নেই। শনিবার রাতে বিশালগড় থানাধীন চড়িলাম কড়ইমুড়া এলাকার প্রদীপ নমঃ ও তার ভাই রাকেশ নমঃ বাইকে চেপে মাণিক্যনগর থেকে বাড়ির উদ্দেশে রওনা হয়। তাদের মাথায় হেলমেট ছিলো না।

নাকা পয়েন্টে তাদের সিআরপিএফ জওয়ানরা আটকানোর চেষ্টা করলে তারা দ্রুতগতিতে সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে চেলিখলা বাজারের একটি শাসক দলের পার্টি অফিসের সামনে দাঁড়ালে স্থানীয়রা দেখতে পায় তাদের নাক মুখ দিয়ে প্রচন্ড রক্তক্ষরণ হচ্ছে। পরে স্থানীয়দের খবরে বিশালগড় অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের কর্মীরা আহতদের ঘটনাস্থল থেকে উদ্ধার করে বিশালগড় মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। আক্রান্তদের দাবি নাকার দায়িত্বে থাকা পুলিশ এবং সিআরপিএফ জওয়ানরা তাদের মাথায় হেলমেট না থাকায় তাদের কাছে ৫০০ টাকা দাবি করেছে।

তারা এই টাকা দিতে অসম্মতি জানানোয় পুলিশ এবং জওয়ানরা তাদের মারধর করেছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে মুহূর্তেই এলাকার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠে। স্থানীয় কিছু যুবক প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ করে। তারা অভিযোগ করে, নাকায় কামাইরাজ চলছে। পাচারের মৃগয়াক্ষেত্রে পৌঁছতে এটাকে করিডোর হিসেবে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হাসপাতালে ভর্তি আরও ৩০ জন, আক্রান্তের সংখ্যা বেড়ে ৯২

শ্রীমন্তপুর চেকপোস্টে শুরু ডেঙ্গু পরীক্ষা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। রবিবার থেকে সোনামুড়ার শ্রীমন্তপুর আন্তর্জাতিক চেকপোস্টে শুরু হয়েছে ডেঙ্গুর স্ক্রিনিং। এই স্থলবন্দরটি দিয়ে বাংলাদেশ থেকে যারাই আসছেন তাদের কোন উপসর্গ রয়েছে কি না তা প্রথমে জানার চেষ্টা করছেন স্ক্রিনিংয়ের দায়িত্বে থাকা স্বাথ্যকর্মীরা। উপসর্গ থাকলেই করা হচ্ছে রক্ত পরীক্ষা।

অন্যদিকে ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ইনচার্জ ডাক্তার সীমন্তিকা দাস জানিয়েছেন গতকাল রাতে রক্তে প্লেটিলেটের পরিমান কমে যাওয়ায় ধনপুরের এই হাসপাতালটি থেকে আগরতলার এ.জি.এম.সিতে স্থানান্তর করা হয়েছে ১৬ জন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীকে। এছাড়াও ১২ জন জ্বর নিয়ে হাসপাতালটিতে ভর্তি ছিলেন। তিনি বলেন রবিবার জ্বর নিয়ে নুতন করে ভর্তি হয়েছেন আরো প্রায় ৩০ জন। দুপুর পর্যন্ত ভর্তি থাকা রোগীদের মধ্যে এন্টিজেন টেস্টে করানো হলে ৫জনের দেহে ডেঙ্গুর জীবাণু সনাক্ত হয়। এদিকে স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রে জানা গেছে ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা প্রায় ৯০ এ দাঁড়িয়েছে। ধনপুর প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের ইনচার্জ জানিয়েছেন ডেঙ্গু আক্রান্ত রোগীর চাপ বাড়তে থাকায় ১০ শয্যা আসন থেকে বাড়িয়ে করা হয়েছে ২৭। স্থানীয় চিকিৎসদের পাশাপাশি আগরতলার একটি বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক দল প্রতিদিন ধনপুর প্রাথমিক চিকিৎসাকেন্দ্রে এসে ভর্তি থাকা রোগী চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছেন। যদিও তারা আবার রাতেই আগরতলায় ফিরে যাচ্ছেন। ধনপুর ও তার আশপাশের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সংগঠনকেশাক্তিশালী করতে ব্লক সফর পিসিসি সভাপতির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। কংগ্রেস দলকে উজ্জীবিত করতে ময়দানে নেমে পড়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। গত কয়েকদিন ধরেই তিনি রাজ্যসফার শুরু করেছেন।

রাজ্য সফরের অঙ্গ হিসেবে রবিবার তিনি পাবিয়াছড়ায় দলীয় নেতাকর্মীদের সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজ্যের সবকটি ব্লক এলাকায় প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বৈঠক করবেন বলে জানিয়েছেন। লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যে কংগ্রেসের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করার লক্ষ্যেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির এই সফর বলে জানানো হয়।

দীর্ঘদিন ধরে যেসব নেতা কর্মী সমর্থক অভিমান করে ঘরে বসে রয়েছেন তাদেরকে উজ্জীবিত করে দলকে আগামী দিনে সঠিক বার্তায় নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যেই কাজ করে চলেছেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৬৯ ▫ সংখ্যা ২৮৮ ▫ ৩১ জুন ২০২৩ ইং ▫ ১৪ আষাঢ় ▫ সোমবার ▫ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ

ভারতের রকেট পাড়ি দিল মহাকাশে

চন্দ্রযান-৩-এর সফল উৎক্ষেপণের পর সাতটি বিদেশি স্যাটেলাইট নিয়া ভারতের রকেট পাড়ি দিল মহাকাশে। ভারতের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা ইসরো-র তত্ত্বাবধানে রবিবার ভোরে সিঙ্গাপুরের সাতটি কৃত্রিম উপগ্রহ ইসরোর পিএসএলভি-সি৫৬ রকেটের মাধ্যমে মহাকাশে পাড়ি দিয়াছে। ওই কৃত্রিম উপগ্রহগুলিকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করিয়াছে ইসরোর মহাকাশযান। পিএসএলভি-সি৫৬/ ডিএস-এসএআর এই মিশনের মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের সাতটি স্যাটেলাইট মহাকাশে পৃথিবীর নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা হইয়াছে বলিয়া খবর ।ইসরোর তরফে টুইটে জানানো হইয়াছে, "ভারত এবং সিঙ্গাপুরের যৌথ উদ্যোগে মহাকাশকেন্দ্রিক আরও এক সাফল্য এল। ইসরোর মাধ্যমে সিঙ্গাপুরের সাতটি কৃত্রিম উপগ্রহের উৎক্ষেপণ সফল হইয়াছে ।রবিবার ভোর সাড়ে ৬টা নাগাদ অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধওয়ান স্পেস সেন্টারের 'লঞ্চিং প্যাড' থেকে পিএসএলভি-সি৫৬ রকেটটির উৎক্ষেপণ করা হইয়াছে ।সিঙ্গাপুরের যে সাতটি কৃত্রিম উপগ্রহ ইসরোর রকেটে চড়িয়া মহাকাশে পাড়ি দিয়াছে, তাহার মধ্যে প্রাইমারি উপগ্রহটির নাম ডিএস-এসএআর এবং ছ'টি সহকারী উপগ্রহ রহিয়াছে তাহার সঙ্গে। মহাকাশে নির্দিষ্ট কক্ষপথ থেকে এই উপগ্রহগুলি পৃথিবীকে পর্যবেক্ষণ করিবে এবং ছবি তুলিয়া পাঠাইবে। ডিএস-এসএআর স্যাটেলাইটটির ওজন ৩৬০ কিলোগ্রাম। ৫৩৫ কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর নিরক্ষীয় কক্ষপথের কাছে উৎক্ষেপণ করা হইয়াছে ।ডিএস-এসএআর উৎক্ষেপণের সঙ্গে সঙ্গে ছয়টি সহকারী স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হইয়াছে। ভেলোক্স এম, আর্কেড , স্কুব-২, নুস্পেস-এর দ্বারা নির্মিত একটি উন্নত ন্যানো স্যাটেলাইট , গ্যালাসিয়া, ওআরবি-১২ স্ট্রিডার ।প্রসঙ্গত, এই স্যাটেলাইট মিশনটি সিঙ্গাপুর সরকারের চতুর্থ পিএসএলভি মিশন। এই নিয়ে এখনও পর্যন্ত মোট ৪৩১টি বিদেশি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করিল ইসরো। চন্দ্রযান-৩-এর সফল উৎক্ষেপণ এবং পর্যালোচনা নিয়া এমনিতেই ইদানীং চর্চার কেন্দ্রে রহিয়াছে ইসরো। গত ১৪ জুলাই তারা চন্দ্রযান-৩ মহাকাশে পাঠাইয়াছে, যাহার গন্তব্য চাঁদ।

বারুইপুরে প্ল্যাস্টিক তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী আগুন

বারুইপুর, ৩০ জুলাই (হি . স.) : বারুইপুরের মল্লিকপুরে একটি প্লাস্টিক তৈরির কারখানায় বিধ্বংসী আগুন। শনিবার রাত ৯টা নাগাদ আগুন লেগে যায়। ঘটনার পর থেকে প্রায় ১২ ঘণ্টা কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত সেই আগুন নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এখনও অন্তত পাঁচটি পকেটে আগুন জ্বলছে। শনিবার রাতে দমকলের পাঁচটি ইঞ্জিন প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগায়। কিন্তু আগুনের ভয়াবহতা এততাই বেশি ছিল যে আগুন কিছুতেই নিয়ন্ত্রন করা যাচ্ছিল না। দফায় দফায় আরও ১০ টি সর্বমোট ১৫ ইঞ্জিনের প্রচেষ্টাতেও এই আগুন নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয়নি রবিবার সকাল পর্যন্ত।

শনিবার রাত ৯ টা নাগাদ আচমকাই আগুন লেগে যায় স্থানীয় প্লাস্টিক তৈরির একটি কারখানায়। আগুন লাগার সাথে সাথেই দ্রুততার সাথে সেটি ছড়িয়ে পড়ে। দাউদাউ করে জ্বলতে থাকে প্লাস্টিকের কারখানাটি। স্থানীয়রা প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান কিন্তু আগুনের তীব্রতা এততাই বেশি ছিল যে সেটা সম্ভব হয়নি। এরপর দমকল এসে আগুন নিয়ন্ত্রনের চেষ্টা চালায়। কিন্তু দমকলের ১৫ টি ইঞ্জিনের দীর্ঘক্ষণের প্রচেষ্টাতেও সেই আগুন নিয়ন্ত্রন করা সম্ভব হয়নি রবিবার সকাল পর্যন্ত। তবে আগুন আশপাশের এলাকাগুলিতে ছড়িয়ে পড়তে দেননি দমকলের কর্মীরা। প্রাথমিক অনুমান শট সার্কিট থেকে আগুন লেগেছে। এই আগুনের জেরে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। আগুনের ঘটনায় এলাকার সাধারণ মানুষ যথেষ্ট আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। রাতেই এই আগুনের খবর পেয়ে আই সি বারুইপুর, আই সি সোনারপুর, এসডিপিও বারুইপুর, এমনকি পুলিশ সুপারও আসেন ঘটনাস্থলে।

ভেন্টিলেটরে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি. স.) : নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে ভেন্টিলেটরে রাখা হয়েছে। শনিবার বিকেলে তাকে আলিপুরের উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। আট চিকিৎসকের একটি দল সারা রাত তাঁকে পর্যবেক্ষণে রাখেন।

চিকিৎসক কৌশিক চক্রবর্তী জানিয়েছেন, চিকিৎসায় সাড়ে দিলেও এখনও বেশ সঙ্কটজনক অবস্থাতেই রয়েছেন বুদ্ধদেব।। তাঁর শরীরে পাওয়া গিয়েছে মাল্টি ড্রাগ রেজিস্ট্যান্স এক ব্যাক্টেরিয়ার খোঁজ। ক্লেবশিয়েলা নামে এই মারণ ব্যাক্টেরিয়ার খোঁজ পেয়েছেন চিকিৎসকেরা। ফুসফুসের দু'দিকেই আক্রমণ করেছে নিউমোনিয়া। সে কারণেই বদলে ফেলা হয়েছে অ্যান্টিবায়োটিক। এখন আগামী ৪৮ ঘণ্টার পর্যবেক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

কৌশিকবাবু বলছেন, "কার্বন-ডাই-অক্সাইডের লেভেল বেড়ে যাওয়ার কারণেই আমরা ওনাকে ভেন্টিলেশনে রাখতে বাধ্য হয়েছি। ওনাকে অনেক কষ্ট করে শ্বাস নিতে হচ্ছিল, প্রেসারেরও অদ্ভুত ওঠানামা দেখা যাচ্ছে। সে কারণেই আমরা ভেন্টিলেশনে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এখন ওনাকে যে অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয়েছে তাতে কাজ হবে বলে আমরা আশা করছি। তবে কতটা শারীরিক উন্নতি হবে সেটা আগামী কয়েকদিনে বোঝা যাবে। ওনার শরীর অ্যান্টিবায়োটিক কতটা গ্রহণ করতে পারছে, কতটা কাজে লাগছে, নিউমোনিয়া কমছে কিনা সেটা এখনই বোঝা সম্ভব নয়।"

যদিও হাসপাতাল সূত্রে খবর, রাতে ভেন্টিলেশনে দেওয়ার পর অনেকটাই ভাল আছেন বুদ্ধবাবু। এখন তাঁর শরীরে সিআরপি ৩১৮। যা স্বাভাবিকের থেকে অনেক বেশি। ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে দেওয়ার পর দেহে অক্সিজেনের মাত্রা ১০০ শতাংশ। তবে এখনও আচ্ছন্ন অবস্থাতেই রয়েছেন তিনি।

দীর্ঘদিন ধরে বার্ধক্যজনিত রোগে ভুগছেন বুদ্ধেদেব ভট্টাচার্য। বাড়িতেই তাঁর চিকিৎসা চলছিল। বুধবার থেকে জ্বর আসে বুদ্ধবাবুর। শুক্রবার থেকে শুরু হয় মারাত্মক শ্বাসকষ্ট। শনিবার আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তিনি। বাড়িতেই হয় রক্তপরীক্ষা। কিন্তু, তারপরেও কিছুতেই নাকি তিনি হাসপাতালে ভর্তি হতে চাননি। শনিবার সকালে বালিগঞ্জের পাম অ্যাভিনিউয়ের বাড়িতে তাঁর স্বাস্থ্যের অবনতি হয়। বিকেলে চিকিতকদের পরামর্শে গ্রিন করিডর তৈরি করে তাঁকে আলিপুরের উডল্যান্ডস হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

'মহীশূরের বাঘ' টিপুর তরবারি

আহসান হাবিব

টিপু সুলতান। ভারতবর্ষের ইতিহাসের একটি অধ্যায়। এই স্বাধীনচেতা শাসকের নাম ইতিহাসের পাতায় এখনও উজ্বল হয়ে আছে। তার জীবনীভিত্তিক বই এস গিদওয়ানির লেখা 'দ্য সোর্ড অব টিপু সুলতান'। ইংরেজদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনচেতা মনোভাবের শাসক ছিলেন তিনি। যুদ্ধে পারঙ্গম শের এ মহীশূর টিপু সুলতানের তরবারি ঝলক যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুর কাঁপন তুলে দিত। সম্প্রতি নিলামে রেকর্ড দামে বিক্রি হয়েছে সেই ঐতিহাসিক তরবারিটি। এ নিয়ে এবারের আয়োজন- পাঁচমিশালি ডেস্ক আমরা যতই আধুনিকতার স্রোতে ভেসে যাই না কেন, ইতিহাসের প্রাচীন গন্ধ এখনও রহস্য নিয়ে আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। কখনও কখনও বহু পুরনো কোনো গল্প বাঁক নেয় নতুন মোড়ে, ধরা দেয় কোনো নতুন মোড়কে। শের-ই-মহীশূর তথা টিপু সুলতানের একটি তরবারিও সেভাবেই পুরনো গল্পের অলি-গলি পেরিয়ে সম্প্রতি একটি নিলামের বদৌলতে নতুন মোড়কে উপস্থাপিত হয়েছে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তখনো সূর্য অস্ত যায়নি। তখনো ভারত- বিহার- উড়িষ্যা- বাংলার মাটি কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে ইংরেজদের বুটের আওয়াজ। তখন হাতেগোনা কয়েকজন সময়ে সময়ে ইংরেজ দখলদারিত্ব থেকে উপনিবেশকে রক্ষার পণ করেন। তাদের মধ্যে মহীশূরের এই শাসনকর্তা অন্যতম। ইতিহাসের পাতায় এখনও জ্বলজ্বল করে টিপু সুলতান ও তার তরবারি দ্য সোর্ড অব টিপু সুলতান। ধরে নেয়া হয় ইংরেজদের বিপরীতে দাঁড়িয়ে থাকা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনচেতা মনোভাবের শেষ হাতিয়ার ছিল এটি।

আর তাই এত বছর পরও নিলামে উঠে মঞ্চ কাঁপিয়ে দেয়ার শক্তি এর মধ্যে আছে। আজ পর্যন্ত নিলামে ওঠা ভারতীয় বস্তুর তালিকার সব রেকর্ড ভেঙে দিয়েছে এটি। যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একদিন রুখে দাঁড়িয়েছিল, সেই ব্রিটিশ মুদ্রাতেই এখন এর মূল্য ছাড়িয়ে যায় ১৪ মিলিয়নেরও বেশি, ভারতীয় রুপিতে যা ১৪৩ কোটির কাছাকাছি। এই নিলাম হয় লন্ডনে, ইসলামিক অ্যান্ড ইন্ডিয়ান আর্ট সেল সপ্তাহে। বোনহ্যামস নামক নিলাম ঘরে এই ইতিহাস পরবর্তী ইতিহাস রচিত হয়। কিন্তু, বোনহ্যামস কীভাবে এই তরবারির খোঁজ পেল, সে কথা তারা খোলাসা করেনি। এমনকি এমন তত্ত্বেলরও উদয় হচ্ছে যে, বেয়ার্ড পরিবার আদতে টিপু সুলতানের দুখানা তরবারি বাগিয়ে নিতে পেরেছিল। তবে এমনটা ঘটে থাকলেও সেই দ্বিতীয় তরবারির কথা জানা যায় না, সেটির শান-শওকত এটির মতো উজ্জ্বল নয় বলেই হয়তো।

টিপু সুলতানের নাম নিলেই যে নামটি সবার আগে মাথায় আসে, তা কোনো ব্যক্তির নয়- একটি প্রাণহীন, প্রাণকাড়া তলোয়ারের। যে নামে লেখা হয়েছে বই, মঞ্চে প্রদর্শিত হয়েছে নাটক। নব্বই দশকে ভারতের দূরদর্শন চ্যানেলে সম্প্রচারিত 'সোর্ড অব টিপু সুলতান' ধারাবাহিক ইতিহাসকে এবং বিশেষত টিপু সুলতান ও তার তরবারিটি এ অঞ্চলের মানুষের কাছে আরও বেশি জনপ্রিয় করে তোলে।

> আমরা যতই আধুনিকতার স্রোতে ভেসে যাই না কেন, ইতিহাসের প্রাচীন গন্ধ এখনও রহস্য নিয়ে আমাদের আশেপাশে ঘুরে বেড়ায়। কখনও কখনও বহু পুরনো কোনো গল্প বাঁক নেয় নতুন মোড়ে, ধরা দেয় কোনো নতুন মোড়কে।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন, ব্যবহারকারীর সঙ্গে ব্যক্তিগত সংযোগ আছে, ইতিহাসে থাকা এমন অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে এই তরবারিটি অন্যতম গুরুত্ব বহন করে। ১৭৯৯ সালের ৪ মে টিপু সুলতানের মৃত্যুর দিন বহু হাতিয়ারই পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তার মধ্যে এই তরবারিটির স্থান ছিল সবচাইতে বিশেষ। আর এত বিশেষ বলেই নিলামে হাঁকা মূল্য সবার চক্ষু চড়কগাছ করে দিতে সক্ষম হয়।

বলা হয়ে থাকে, টিপু সুলতানের সঙ্গে সংযোগের হিসাব ছাড়াও এই হাতিয়ারটি নিজেই অনেক গুরুত্বের। এতে থাকা ইস্পাত শক্তিশালী শাসকেরই প্রতীক। কোফতগাড়ি শিল্পে খচিত এই তলোয়ারটিকে ডাকা হয় সুখেলা, এক কর্তৃত্বের প্রতীক হিসেবে। কোফতগাড়ি শিল্পের সূচনা এই দক্ষিণ এশিয়াতেই। মূলত ইস্পাতের ওপর স্বর্ণের কারুকাজ অস্ত্রকে আরও বেশি মূল্যবান করে তোলে। সেই ষোড়শ শতাব্দীতে জার্মানদের অনুকরণে মোঘল তলোয়ার নির্মাতারা এটি তৈরি করেন। স্বর্ণের কারুকাজে এতে ক্যালিগ্রাফি করা আছে বিভিন্ন প্রার্থনাবাক্য ও স্রষ্টার নাম। কর্তৃত্ববাদের সঙ্গে এতে প্রার্থনার শক্তি মিলে, যেন মুক্তির দাবিকে আরও বেশি আবেগী, আরও বেশি স্মরণীয় করে তোলে। এত বছর পরে বসেও পুরনো তরবারির ঝিকিমিকিতে ঝলসে ওঠে ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাধীনতার দীর্ঘ ইতিহাস। আর তাই এর মূল্য আকাশচুম্বী হবে, তাতে সন্দেহ কী! মৃত্যুর পর টিপু সুলতানের ব্যক্তিগত কক্ষে এই তরবারিটি পাওয়া গিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে পরিচিত টিপু সাহেব যখন মারা গেলেন, তখন সাহসিকতার উপহার হিসেবে এটি গিয়ে পৌঁছলো ব্রিটিশ মেজর জেনারেল ডেভিড বেয়ারডের কাছে। প্রথমদিকে, অর্থাৎ প্রথম ২০৪ বছর এই তরবারি ছিল বেয়ারড পরিবারের কাছে। ২০০৩ সালে প্রথম এটি নিলাম ঘরে তোলা হয়। সে বছরই ভারতীয় ব্যবসায়ী বিজয় মাল্য সেটি কিনে নেন। ২০ বছর পর, তিনি সেটি ১৪৩ কোটি ভারতীয় রুপিতে বিক্রি করেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক ক্রেতার কাছে। ইতিহাসের এত বিশেষ একটি নিদর্শন ঠিক কার সংগ্রহে থাকবে, কার ড্রয়িংরুমে অতিথিদের সঙ্গে সান্ধ্যকালীন চায়ের আড্ডার খোরাক হবে- সেটিও এখন ইতিহাসের মতোই রহস্যময়।

'ওপেনহাইমার' এবং পঁচিশ বছর আগের এক খর দুপুর

দু'পাশে মাইলের পর মাইল মরুভূমি। ইতিউতি কিছু বাবলা গাছের ঝোপঝাড়। আদিগন্তবিস্তৃত সেই বালির পাহাড় মাঝ বরাবর চিরে ফেলে অজগরের পিঠের মতো কালো পিচ রাস্তা চলে গিয়েছে তেপান্তরের দিকে। বালিয়াড়ি বরাবর দু'পাশে কাঁটাতারের বেড়া। তার ও পার থেকে আগুনের হল্কা বয়ে-আনা বাতাস ঝাপট মারছে চোখেমুখে।

পিছনের সিট থেকে মুখটা উইন্ডস্ক্রিনের দিকে একটু বাড়ালেই স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, রাস্তার উপর জলের মতো টলটল করছে মরীচিকা।

সকালে যোধপুর থেকে বেরোনোর সময় হোটেলের তাপমান যন্ত্রে দেখে এসেছি, বাইরে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস! এই পোখরানে নিশ্চয়ই সেটা আরও ডিগ্রি দুয়েক বেশিই হবে। মে মাসের খর গ্রীষ্মের দুপুরে কোথাও একটা কাকপক্ষীও নেই। মানুষ তো অনেক দূরের কথা! থর মরুভূমির মধ্য দিয়ে কে জানে কোথায় যেতে যেতে দিন পাঁচেক আগের এক বিকেলের কথা মনে হচ্ছিল। আনন্দবাজারের দিল্লি দফতরে প্রেস ইনফর্মেশন ব্যুরো থেকে খবর এল, প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী তাঁর বাসভবনে জরুরি সাংবাদিক বৈঠক ডেকেছেন। প্রধানমন্ত্রীর সাংবাদিক বৈঠক? জরুরি? উরেব্বাস! দে দৌড়! দে দৌড়!

১১ মে, ১৯৯৮। অটলবিহারী বাজপেয়ীর সেই সাংবাদিক বৈঠক। ছবি: আনন্দবাজার আর্কাইভ।

৭ নম্বর রেসকোর্স রোডে ঢোকার বিবিধ ঔপচারিকতা মেনে ভিতরে গিয়ে দেখি, ঘটনাটা ঘটবে প্রধানমন্ত্রী আবাসের লনে। রেসকোর্স রোডের ওই বিশেষ বাড়িটায় এক ধরনের পুঁচকে পুঁচকে সিঙাড়া পাওয়া যেত (এখনও যায় কি না জানি না)। যেটা খেলে জাতও যেত, পেটও ভরত না। টেবিলে প্লেটভর্তি করে রাখা থাকত। যে যাঁর মতো তুলে তুলে নিতে পারতেন। সে দিন সে সব দেখা গেল না। চেয়ার-টেয়ারের বিলাসিতাও নেই। পেশাগত সহকর্মীরা দাঁড়িয়ে আছেন হাতে নোটবই-কলম এবং মুখে একটা কী হয়-কী হয় ভাব নিয়ে। বোঝা গেল, সরকারের বিবিধ বিষয়ে আগে থেকে খবর-টবর রাখা মহীরুহেরাও দ'য়ে পড়েছেন। কেউ কিচ্ছু জানেন না। মুচকি হাসি মুখে নিয়ে এবং রবীন্দ্রনাথের মতো পিছনে হাত দুটো জোড় করে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন প্রমোদ মহাজন। কিন্তু সাংবাদিক কুলের পরিবৃত্তের একটু উসখুস করছিলেন বটে। কিন্তু বাজপেয়ী মন্ত্রিসভার অন্য সদস্য তো বটেই সঙ্গে নজরই মেলাচ্ছেন না! সংবাদজনতার উগ্র কৌতূহল আর বাজুল, যখন পোডিয়ামের পাশে একটা স্তম্ভে জাতীয় পতাকা এনে লাগানো হল। যুদ্ধ-টুদ্ধ ঘোষণা হবে নাকি! চারদিক টানটান।

দেখা গেল, ঠিক আনুষ্ঠানিক যুদ্ধ না হলেও অঘোষিত যুদ্ধই ঘোষিত হল বটে। ধীর পদক্ষেপে পোডিয়ামের সামনে এসে দাঁড়ালেন প্রধানমন্ত্রী। তার পর থেমে থেমে, বাজপেয়ীসুলভ ভঙ্গিতে ঠিক ছ'টি বাক্য পড়লেন। যার মর্মার্থ সেই দিন, ১১ মে, ১৯৯৮, বেলা ৩টে ৪৫ মিনিটে ভারত রাজস্থানের পোখরানে পরীক্ষামূলক ভাবে তিনটি পরমাণু বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। এটা ইনট্রো। এবং ভূমিকাতেই "কপি" শেষ। তার পরে আরও গোটা পাঁচেক লাইন। মনে করে দেখছি, ছ"টি বাক্যের মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ছিল, আবহাওয়ায় কোনও "রেডিয়ো অ্যাক্টিভিটি" ছড়ায়নি। বিস্ফোরণের ন'দিন পর পোখরানের সেই এলাকা। মরুভূমির অতলে ফেটেছিল পরমাণু বোমা। ছবি: আনন্দবাজার আর্কাইভ। তখনও সে ভাবে মোবাইল যুগ আসেনি। ২৪ ঘণ্টার খবরের চ্যানেলও নেই। অফিসে খবর দিতে হবে। প্রশ্ন-টশ্ন গোল্লায় যাক! তিন লম্ফে বাইরে। অবশ্য প্রধানমন্ত্রীও কাউকে কিছু জিজ্ঞাসা করার অবকাশ দেননি। ঘোষণাটা করেই হাফ টার্নে ঘুরে পোডিয়াম ছেড়ে ঢুকে গিয়েছিলেন ভিতরে। কারণ, ওটা আসলে সাংবাদিক বৈঠক ছিল না। স্রেফ একটা ঘোষণা ছিল। আসলে ঘোষণাও নয়। নির্ঘোষ! জাতীয় পতাকা পাশে নিয়ে পাশের বাড়ির প্রতি বজ্রনির্ঘোষে যে, ভারত এখন পরমাণু শক্তিধর দেশ। বেশি ট্যাঁ-ফুঁ কোরো না বাপু।

অতঃপর যা যা হওয়ার হল। গোটা দুনিয়ায় তোলপাড়। চাঘাইয়ে পাকিস্তানের পাল্টা পরমাণু আস্ফালন। সারা দুনিয়ার বিভিন্ন দেশের ভারতের উপর নিষেধাজ্ঞা চাপানো ইত্যাদি, ইত্যাদি এবং ইত্যাদি। সেই আবহেই আমাকে অ্যাসাইনমেন্টে পাঠানো হল পোখরান। দিল্লি থেকে সারা রাত বাসযাত্রা করে জয়পুর। সেখান থেকে টিনের বাস ঠেঙিয়ে যোধপুর। যোধপুর থেকে একটা লজঝড়ে অ্যাম্বাসেডরে পোখরানের মরুভূমি।

১৯৭৪ সালে যখন ভারত প্রথম পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটিয়েছিল, সেটাও ছিল এই পোখরানে। এই মে মাসেই। কেন পোখরান? কেনই বা মে মাস? কারণ, কোথাও কোনও টিলা বা পাহাড়ের আড়াল নেই, অত মস্ত একটা কাণ্ড ঢেকে রাখা যাবে। তাই বিকল্প ব্যবস্থা। মে মাসে রাজস্থানের মরুভূমিতে অহরহ বালির ঝড় ওঠে। যা আমেরিকার গুপ্তচর উপগ্রহের দৃষ্টি ঝাপসা করে দেবে। দ্বিতীয়ত, মে মাসে ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস বা তার বেশি। ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াসে আকাশচারী উপগ্রহের ইনফ্রা রেড সেন্সর কাজ করে না। বালির ঝড়ে আমেরিকার গুপ্তচর উপগ্রহের নজর ঝাপসা করার জন্যই বাছা হয়েছিল মে মাসের পোখরানকে। ফাইল চিত্র। গরমে চোখে ফুলঝুরি দেখছি। গাড়িটা দাঁড় করিয়ে নামলাম। কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যেই একটা ফাঁকা মতো জায়গা দেখে সুড়ুতকরে গলে ভিতরে ঢুকেছি কি ঢুকিনি, পিঠে কী একটা ঠেকল। মুখ তুলে দেখলাম, একটা কালান্তক আগ্নেয়াস্ত্রের নল। উল্টো দিকে ভাবলেশহীন ফৌজি। কালাশনিকভের ট্রিগারে আঙুল। ঠহরিয়ে! থামুন!

কোলকুঁজো অবস্থা থেকে কোনও মতে মাথাটা তুলে বললাম, "পত্রকার।" ওয়ালেট থেকে ভারত সরকারের দেওয়া সাংবাদিকের পরিচয়পত্র বার করে হাতে দিলাম। ক্যামোফ্লেজ উর্দি পরিহিত ফৌজির মুখের একটা রেখাও কাঁপল না। দু'আঙুলের ফাঁকে ল্যামিনেট-করা কার্ডটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "চলে যাইয়ে!" মুখ দেখে বুঝলাম, এখানে ডাল গলবে না। থর মরুভূমিতে পরমাণু বিস্ফোরণের অতিকায় গহ্বর একডালিয়ার পুজো নয় যে, নাচতে নাচতে চলে এলেই স্বেচ্ছাসেবকেরা আদর করে নিয়ে গিয়ে দেখিয়ে দেবেন।

তখনও জানতাম না, ১৯৯৫ সাল থেকে এই মরুভূমিতে পরমাণু বিস্ফোরণের প্রস্তুতি চলেছে। তিন বছর ধরে ভারতীয় সেনার ৫৮ নম্বর ইঞ্জিনিয়ার রেজিমেন্টের উপর ভার ছিল আমেরিকার উপগ্রহচক্ষুর নজর বাঁচিয়ে পরমাণু পরীক্ষার এলাকাটা তৈরি করা। বেশির ভাগ কাজ হত রাতের অন্ধকারে। যন্ত্রপাতি বয়ে এনে। ভোরের আলো ফোটার আগে সেগুলো আবার রেখে আসা হত তাদের নির্দিষ্ট জায়গায়। যেন কোথাও কোনও নড়াচড়া হয়নি। পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার সঙ্গে জড়িত সমস্ত বিজ্ঞানীকে (যাঁদের মধ্যে ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টা তথা ডিআরডিও-র প্রধান এপিজে আব্দুল কালাম। যিনি পরে ভারতের রাষ্ট্রপতি হবেন) ফৌজি উর্দি পরতে হত। যাতে তাঁদের "সিভিলিয়ান" বলে বোঝা না যায়। বিজ্ঞানীরা কেউ সরাসরি পোখরান যেতেন না। দল বেঁধেও নয়। প্রথমে যেতেন অন্যত্র কোথাও। তা-ও ছদ্মনামে। দু'তিন জন করে করে। সেখান থেকে তাঁদের বিশেষ গাড়িতে পোখরানে নিয়ে যেত সেনাবাহিনী।

বোমা পরীক্ষার কয়েক দিন পর পোখরানের সেই বিস্ফোরণস্থলে (বাঁ দিক থেকে) অটলবিহারী বাজপেয়ী, জর্জ ফার্নান্ডেজ এবং এপিজে আব্দুল কালাম। বিস্ফোরণের ক'দিন আগে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টার থেকে সেনাবাহিনীর ট্রাকে করে মুম্বইয়ের আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল সেই দুনিয়াকাঁপানো মারণাস্ত্র। ১০ মে রাত ৩টের সময় বায়ুসেনার এএন ৩২ বিমানে সেগুলি নিয়ে যাওয়া হয়েছিল জয়সলমির। সেখান থেকে চারটি ফৌজি ট্রাকের কনভয়ে পোখরান।

যে তিনটি পরমাণু বোমা (তাদের থার্মোনিউক্লিয়ার ডিভাইস এবং ওই ধরনের আরও খটোমটো বৈজ্ঞানিক পরিচয় রয়েছে। কিন্তু সে সব বিজ্ঞানীরা ভাল বোঝেন। আমাদের মতো অর্ধশিক্ষিতেরা হরেদরে "বোমা"ই বুঝবে) বিস্ফোরণ হয়েছিল প্রথম (১৩ মে আরও দু'ট বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। দু'দিনে মোট পাঁচটি), তার একটি ছিল থর মরুভূমির ৬৬০ ফুট গভীর গর্তে (সাঙ্কেতিক নাম: হোয়াইট হাউস)। দ্বিতীয়টি ছিল ৪৯০ ফুট গভীর গর্তে (সাঙ্কেতিক নাম: তাজমহল)। তৃতীয়টির সাঙ্কেতিক নাম "কুম্ভকর্ণ"।

কিছু দিন পরে মরুভূমির মধ্যে সেই অতিকায় মহাগহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে টিভি ক্যামেরার সামনে বিজয়ীর ভঙ্গিতে হাত নাড়বেন প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জর্জ ফার্নান্ডেজ এবং কালাম।

ক্রিস্টোফার এডওয়ার্ড নোলানের "ওপেনহাইমার" দেখতে দেখতে ঝপ করে সময়টা মনে পড়ে গেল। কাকতালীয় ভাবে, এই ২০২৩ সাল ভারতের সেই পরমাণু অস্ত্র পরীক্ষার "রজতজয়ন্তী"। আর জুলিয়াস রবার্ট ওপেনহাইমার এবং তাঁর সহকর্মী পদার্থবিজ্ঞানীরা নিউ মেক্সিকোর জনমানবহীন প্রান্তরে "ট্রিনিটি"র যে পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ করিয়েছিলেন, তার বয়স এখন আটাত্তর! কিন্তু পর্দায় নিউ মেক্সিকোর ধূ-ধূ প্রান্তর দেখামাত্র সময়টা এক ঝটকায় পঁচিশ বছর পিছিয়ে গেল। ফৌজি লেফটেনান্ট জেনারেল লেসলি গ্রোভসকে (বাঁ দিকে, অভিনয়ে ম্যাট ডেমন) দেখে মনে হল, ইনিই ২৫ বছর আগের কর্নেল উমঙ্গ কপূর। যাঁর তত্ত্বাবধানে পোখরান-২ পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল। (ডান দিকে) ওপেনহাইমারের চরিত্রে কিলিয়ান মার্ফি। নোলানের ছবির একটি দৃশ্যে। কী আশ্চর্য সব সাদৃশ্য! না কি সমাপতন! লস অ্যালামস রসায়নাগারে পরীক্ষানিরীক্ষা করতে যাওয়ার সময় আমেরিকান ফৌজের পোশাক পরে চলেছেন চূড়ান্ত গোপনীয় ম্যানহাটান প্রোজেক্টের "ডিরেক্টর" ওপেনহাইমার। আর আমার মনে পড়ছে পোখরানে কর্মরত ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কথা। তাঁদেরও তো সেনাবাহিনীর পোশাক পরতে হত! তফাত একটা ছিল যদিও। ওপেনহাইমার সেনার পোশাক পরেছিলেন দেশের প্রতি ভক্তিতে (সম্ভবত ভিতরে খানিকটা বাড়তি অ্যাড্রিনালিন ক্ষরণের জন্যও। যদিও পরে এক সহকর্মীর কটাক্ষ শুনে সেটা ছেড়ে ফেলেন)। আর কালামদের পরতে হত ওপেনহাইমারের দেশের উপগ্রহের চোখে ধুলো দিতে। অন্তত আপাতদৃষ্টিতে।

ঘাড়ে-গর্দানে মাথার চুল থেকে পায়ের জুতো পর্যন্ত ফৌজি লেফটেনান্ট জেনারেল লেসলি গ্রোভসকে (অসামান্য অভিনয় করেছেন ম্যাট ডেমন) দেখে মনে হল, আরে! ইনিই তো ২৫ বছর আগের কর্নেল উমঙ্গ কপূর। যাঁর তত্ত্বাবধানে পোখরান-২ পরমাণু বিস্ফোরণ ঘটানো হয়েছিল।

জীবনীচিত্র বা সিনেম্যাটিক কাজ হিসেবে "ওপেনহাইমার" কোন জাতের, নোলান কত বড় পরিচালক, তা বিচার করার এলেম আমার নেই। সবিনয়ে এবং সভয়ে বলি, "ইন্টারস্টেলার" দেখতে দেখতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। "ইনসেপশন"-এ না ঘুমোলেও ঝিমিয়েছিলাম তো নিশ্চিত। কিন্তু সেই আমিই ১৮২ মিনিটের "ওপেনহাইমার" দেখলাম বিস্ফারিত নয়নে। শিরদাঁড়া টান করে।

চিত্রনাট্য, অভিনয়, সম্পাদনা, পরিচালনা এ বলে আমায় দেখ, তো ও বলে আমায়! বিলেতের "দ্য গার্ডিয়ান" যেমন লিখেছে, "ওপেনহাইমার ছবিটা দেখা চোখের সামনে এটা দেখতে পাওয়া যে, ইতিহাস নিজেই নিজেকে পরতে পরতে মেলে ধরছে"। অনেকে বলতে শুরু করেছেন যে, "ওপেনহাইমার" এই শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছবি। কিন্তু সে সব তো ফিল্মবোদ্ধাদের বিচার্য। আমি দৃশ্যের পর দৃশ্যে বার বার ফিরে যাচ্ছিলাম ১৯৯৮ সালে। সিনেমার ওপেনহাইমার। পরমাণু পরীক্ষা সফল হওয়ার পর স্বগতোক্তির মতো বলছেন, "আমরা জানতাম, (এর পরে) পৃথিবীটা আর আগের মতো থাকবে না!" নোলানের ছবির একটি দৃশ্যে। লস অ্যালামসের আকাশে পাকিয়ে উঠছে আগুনের পিণ্ড। চারদিক আলোয় আলো। মনে হচ্ছে হাজার সূর্য একসঙ্গে উঠেছে আকাশ জুড়ে। চারদিক নিবাত। নিষ্কম্প। কিছু পরে মনে হল, পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে। দূর থেকে মেঘগর্জনের ধ্বনি শোনা যাচ্ছে। যা হাজার হাজার ডেসিবেল হয়ে ফেটে পড়বে চরাচরে। ওপেনহাইমার ইংরেজি অনুবাদে আওড়াচ্ছেন গীতার অমোঘ লাইন "নাউ আই অ্যাম বিকাম দ্য ডেথ, দ্য ডেস্ট্রয়ার অফ দ্য ওয়ার্লর্স"! আর আমার মনে পড়ছে পোখরান বিস্ফোরণের পর পাকিস্তানের ভারতকে টেক্কা দেওয়ার পরমাণু বিস্ফোরণ। মনে পড়ছে, তখন মনে হয়েছিল, উপমহাদেশে এই শুরু হয়ে গেল পারমাণবিক অস্ত্রের দৌড়!

হিরোসিমা, নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলার পর প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের আমন্ত্রণে হোয়াইট হাউসে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছেন ওপেনহাইমার। বাইরে অপেক্ষা করতে করতে দেখছেন সেন্টার টেবিলে পড়ে আছে "টাইম" ম্যাগাজিন। সেই সংখ্যার "কভার স্টোরি" তিনি। প্রচ্ছদে তাঁর ছবি। সঙ্গে হেডিং: "ফাদার অফ নিউক্লিয়ার বম্ব"। ওভাল অফিসে পৃথিবীর এক নম্বর শক্তিধর রাষ্ট্রের প্রধান "পরমাণু বোমার জনক"-এর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাঁকে অভিনন্দন জানাতে। হাত মিলিয়ে সোফায় বসেছেন ওপেনহাইমার। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে বিশ্রম্ভালাপ করতে করতে তাঁর বিস্ফারিত দু'চোখ ঠেলে বেরিয়ে আসছে। পৃথিবীখ্যাত পদার্থবিদ দমচাপা গলায় বলছেন, "মিস্টার প্রেসিডেন্ট, আই সি ব্লাড ইন মাই হ্যান্ডস!" চোখ কুঁচকে তাঁকে জরিপ করে ট্রুম্যান আকাশনীল রঙের স্যুটের বুকপকেট থেকে সাদা রুমাল বার করে এগিয়ে দিচ্ছেন। হাবেভাবে বলছেন, হাতের রক্তটা মুছে নিন বরং। ওভাল অফিসের কপোতশুভ্র দেওয়ালে ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে তাঁর কণ্ঠস্বর, "বোমা কে বানিয়েছে, সে কথা কেউ মনে রাখে না। মনে রাখে, কে বোমাটা ফেলেছে। দ্যাটস মি! সে আমি।"

হিরোসিমা, নাগাসাকিতে পরমাণু বোমা ফেলার পর বিশ্রস্ত ওপেনহাইমার। নোলানের ছবির একটি দৃশ্যে। ধ্বস্ত, বিশ্রস্ত ওপেনহাইমারকে যখন বাইরে যাওয়ার দরজার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, পিছন থেকে ভেসে আসছে আমেরিকান প্রেসিডেন্টের বিরক্ত কণ্ঠস্বর, "এই ছিঁচকাঁদুনেকে যেন আমি আর কখনও আমার আশপাশে না দেখি!"

দৃশ্যটা দেখতে দেখতে পোখরানের মরুভূমি থেকে ফৌজির কালাশনিকভের তাড়া-খেয়ে খানিক দূরের গ্রামে ঢুকে-পড়া সাংবাদিকের সামনে সার দিয়ে দাঁড়িয়ে-থাকা মুখগুলোর কথা মনে পড়ছিল। একের পর এক বাড়িতে চওড়া চওড়া ফাটল। মাটির তলায় পরমাণু বিস্ফোরণের অভিঘাতজনিত প্রচণ্ড কম্পনে আড়াআড়ি ফেটে গিয়েছে সমস্ত বসতবাড়ির পাথরের দেওয়াল। অনুসন্ধিতু আগন্তুকের হাঁকাহাঁকিতে সেই সব বাড়ির বাসিন্দারা বাইরে এসে দাঁড়াচ্ছিলেন। প্রশ্ন করায় একসুরে বলছিলেন, বাড়ি পুরোপুরি ধসে পড়ে গেলেও কোনও দুঃখ নেই। দেশ তো অমিত শক্তিধর হয়েছে। গ্রামের পর গ্রাম মাথা খুঁড়েও একটি মুখ থেকেও কোনও বিপন্নতাসূচক শব্দ বার করে আনতে পারিনি। বুক ফাটলেও মুখ ফুটছিল না কারও। কারণ, তাঁরা জানতেন, মুখ ফুটলেই "দেশদ্রোহী" তকমা এঁটে যাবে গায়ে! পরমাণু পরীক্ষা সফল হওয়ার পর তুমুল হর্ষধ্বনি এবং পদধ্বনির মধ্যে পোডিয়ামের সামনে গিয়ে দাঁড়াচ্ছেন ওপেনহাইমার। হাত তুলে সকলকে শান্ত হতে বলে প্রায় স্বগতোক্তির মতো বলছেন, "উই ন্যু দ্য ওয়ার্ল্ড উড নট বি দ্য সেম। আমরা জানতাম, (এর পরে) পৃথিবীটা আর আগের মতো থাকবে না!" অনেক পরে তিনি বলবেন, "সে দিন কথাটা শুনে আমার সহকর্মীদের কেউ কেউ হেসেছিলেন। কেউ কেউ কেঁদেছিলেন। কিন্তু বেশির ভাগই থম মেরে গিয়েছিলেন।" শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, দেশ যত শক্তিশালী হতে থাকে, দেশভক্তির পরীক্ষাও তত কঠিন, তত সূচ্যগ্র হতে থাকে। ছুঁচের মুখের মতো সেই বিন্দুতে মিলিয়ে দেয় বিশ্ববিশ্রুত পদার্থবিদ এবং পঁচিশ বছর আগে পোখরানের বালিয়াড়িতে দেখা কিছু নাচার চেহারাকে। মুখে হাসি, বুকে বিষ!

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

সফল উৎক্ষেপণ শ্রীহরিকোটা থেকে মহাকাশে পাঠানো ইসরোর পিএসএলভি-সি৫৬ রকেট

শ্রীহরিকোটা, ৩০ জুলাই (হি. স.) : রবিবার সকাল ৬টা ৩৪ মিনিটে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা তথা ইসরো সফল ভাবে পিএসএলভি-সি৫৬ রকেট উৎক্ষেপণ করেছে। অন্ধপ্রদেশের শ্রীহরিকোটার সতীশ ধাওয়ান স্পেস সেন্টারের প্রথম লঞ্চ প্যাড থেকে সিঙ্গাপুরের ডিএস-সার সাটেলাইট ও আরও ছয়টি স্যাটেলাইট উৎক্ষেপণ করা হয়।

এই মিশনটি নিউস্পেস ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং সিঙ্গাপুরের এসটি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের জন্য বাণিজ্যিক একটি মিশন। ডিএস-সার একটি রাডার ইমেজিং আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট। এটিই মিশনের মূল স্যাটেলাইট। ডিএস-এসএআর স্যাটেলাইটের ওজন ৩৬০ কেজি। পাশাপাশি রয়েছে সিঙ্গাপুরের আরও ছয়টি স্যাটেলাইট।

অনান্য স্যাটেলাইটগুলির মধ্যে কয়েকটি হল ভেলোক্স-এএম - এটি একটি মাইক্রোস্যাটেলাইট। এটি তৈরি করেছে সিঙ্গাপুরের নানয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি। আর্কেড হল একটি ২৭ ইউ মাইক্রোস্যাটেলাইট। এটির নকশা প্রস্তুত করছে সিঙ্গাপুরের নানয়াং টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি। ইনস্পায়ার (ইন্টারন্যাশনাল স্যাটেলাইট প্রোগ্রাম ইন রিসার্চ অ্যান্ড টেকনোলজি)-এর সঙ্গে যৌথ সহযোগিতায় বানানো হয়েছে এই স্যাটেলাইটটি। আর্কেডে রয়েছে আয়োডিন-ভিত্তিক সলিড প্রোপেলান্ট প্রপালশন মডিউল। ডিএস-সার যে কোনও আবহাওয়ায় উচ্চ-মানের ছবি তুলতে সক্ষম। আবহাওয়ার দিন এবং রাতের সমস্ত বিষয় তুলে ধরবে এই স্যাটেলাইটটি। এটি পিএসএলভি রকেটের ৫৮ তম এবং কোর অ্যালোন কনফিগারেশনে ১৭তম উৎক্ষেপণ। সব স্যাটেলাইটটিকে ইনজেকশনের পর রকেটের উপরের স্টেজটিকে একটি নিম্ন কক্ষপথে স্থাপন করা হয়।

পিএসএলভি-সি৫৬/ডিএস-সার -এর সফল উৎক্ষেপণের পর ইসরোর চেয়ারমান এস সোমনাথ সিঙ্গাপুর সরকার কর্তৃক স্পনসর করা গ্রাহকদের অভিনন্দন জানিয়েছেন।

পিএসএলভি-এর প্রথম পর্যায়ে সাটেলাইটগুলিকে ভূপৃষ্ঠ থেকে ৫৩৫ কিলোমিটার উচ্চতায় পৃথিবীর নিরক্ষীয় কক্ষপথের ৫ ডিগ্রি অবস্থানে স্থাপন করা হয়েছে।ইসরোর তরফে জানানো হয়েছে, লিফ-অফের প্রায় ২৩ মিনিট পর প্রাথমিক উপগ্রহ তথা ডিএস-এসএআর উপগ্রহটি পৃথক হয়ে যায়। এরপর এই স্যাটেলাইটটির পিছু পিছু পৃথক হয় অন ছয় স্যাটেলাইট। প্রত্যেকটি স্যাটেলাইটকে নির্দিষ্ট কক্ষপথে স্থাপন করা হয়েছে।

আহমেদাবাদের রাজস্থান হাসপাতালে আগুন

আহমেদাবাদ, ৩০ জুলাই (হি. স.) : আহমেদাবাদের শাহিবাগে রাজস্থান হাসপাতালের বেসমেন্টে আগুন লাগে।রবিবার ভোররাতে আগুন লাগে। দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ২০-২৫টি ইঞ্জিন। হাসপাতেল ভর্তি হওয়া ১০০ জনেরও বেশি রোগীকে তাৎক্ষণিকভাবে সরিয়ে অন্য হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। আগুন চারিদিকে দ্রুত ছড়িয়ে পড়েছে। বেসমেন্টে অনেক গাড়ি পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। হাসপাতালের কাছাকাছি ৫০টি অ্যাম্বুলেন্স রাখা হয়েছে। ঘটনায় কোনও প্রাণহানি হয়নি বলে নিশ্চিত করেছে প্রশাসন।

দমকলের অফিসার জয়েশ খাদিয়া জানিয়েছেন, ”রাজস্থান হাসপাতালের দ্বিতীয় বেসমেন্টে আগুন লেগেছে। ভোর সাড়ে চারটে নাগাদ আমরা খবর পাই। কেন আগুন লাগল তা এখনও জানা যায়নি। ঘটনায় কোনও হতাহতের খবর নেই। রোগীদের দ্রুত নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছে দমকলের ২০-২৫টি ইঞ্জিন।”

পুলিশ আধিকারিক এম ডি চম্পাবত জানিয়েছেন, ”গলগল করে ধোঁয়া বেরতে দেখা গিয়েছিল বেসমেন্ট থেকে। দমকলকর্মীরা এখনও আগুন নেভানোর জন্য লড়াই করে চলেছেন।” একটি দাতব্য প্রতিষ্ঠান ওই হাসপাতালটি চালায় বলে জানা গিয়েছে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত আগুন সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে পার্শবর্তী অঞ্চলে উত্তেজনা ছড়িয়েছে।

এই হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন প্রায় শতাধিক রোগী। দ্বিতীয় তলায় ভর্তি দুই রোগীর অবস্থা আশঙ্কাজনক। তাকদের আইসিইউ থেকে সরানো সম্ভব হয়নি। বাকি রোগীদের আনন্দ, ওসওয়াল এবং বিএপিএস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। হাসপাতালের আশপাশের রাস্তায় যান চলাচল বন্ধ রয়েছে। জোন ৪ ডিসিপি, ট্রাফিক ডিসিপি, এসিপি, পাঁচজন পিআই সহ বিপুল সংখ্যক পুলিশ সদস্য ঘটনাস্থলে রয়েছেন।

দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা, স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টি উত্তরবঙ্গেও

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি. স.) : রবিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গেও স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটের দেওয়া তথ্যে এমনটাই জানা গেছে।

এদিন কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা থাকতে পারে ৩১ ডিগ্রি এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা থাকতে পারে ২৮ ডিগ্রি সেলিসিয়াস। শনিবার শহরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩০.৮ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি কম এবং এদিন শহরের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৮.৫ ডিগ্রি, যা স্বাভাবিকের থেকে দুই ডিগ্রি বেশি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ সর্বাধিক ৯৪ শতাংশ এবং সর্বনিম্ন ৮৫ শতাংশ। এদিন কলকাতার আকাশ থাকবে মেঘলা। বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ভারী বৃষ্টিপাত হবে না কলকাতায়। হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা আছে তিলোত্তমায়।

রবিবার অর্থাৎ সপ্তাহের শেষ দিনে দক্ষিণবঙ্গের ছয় জেলায় রয়েছে ভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা। এই জেলাগুলি হল- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া, ঝাড়গ্রাম, পশ্চিম মেদিনীপুর এবং বাঁকুড়া। সেখানে সাত থেকে ১১ সেমি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় একই রকম থাকবে পরিস্থিতি। দক্ষিণবঙ্গের জেলাগুলিতে তাপমাত্রা বদলের বিশেষ সম্ভাবনা নেই। উল্লেখ্য, বঙ্গোপসাগরের উপর তৈরি হওয়া নিম্নচাপ ঘূর্ণাবর্তে পরিণত হতে পারে। এর ফলেই বাড়বে বৃষ্টি।

পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে কিন্তু স্বাভাবিকের থেকে বেশি বৃষ্টিপাত হয়েছে। রবিবার অন্যান্য জেলাগুলিতে হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকলেও উত্তরবঙ্গের দুই জেলাতে হতে পারে ভারী বৃষ্টি। এই জেলাগুলি হল উত্তর এবং দক্ষিণ দিনাজপুর। দুই বঙ্গেই আবহাওয়ার বিশেষ বদলের কোনও সম্ভাবনা নেই। তবে আপেক্ষিক আর্দতার জন্য বাড়বে অস্বস্তি। উল্লেখ্য, মুম্বইয়ে গত কয়েকদিন ধরেই টানা বৃষ্টিপাত চলছে। এদিনও সেখানে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে।

যমুনানগর: সম্রাট মিহির ভোজের মূর্তিতে গুজ্জর লেখার বিরুদ্ধে রাজপুত সম্প্রদায়ের বিক্ষোভ, মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ

যমুনানগর, ৩০ জুলাই (হি. স.) : রাজপুত সম্প্রদায় তার নামের সামনে সম্রাট মিহির ভোজের মূর্তির উপর গুজ্জর শব্দ লেখার বিরুদ্ধে এবং খন্ড রাদৌরের উনমদি গ্রামের কাইথালে রাজপুতদের উপর লাঠিচার্জের প্রতিবাদে বিক্ষোভ করেছে। বিক্ষোভকারী রাজপুতরাও মুখ্যমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর কুশপুত্তলিকা দাহ করে এবং সরকার বিরোধী স্লোগান দেয়।

বিক্ষোভরত উনমাদি গ্রামের রবি রানা, জগদীশ রানা, সানি রানা, বিনোদ রানা, জিতেন্দ্র রানা, প্রবীণ রানা প্রমুখ জানান, যতদিন পর্যন্ত কাইথালের রাজপুত সম্প্রদায়ের গায়ে এবং সম্রাট মিহিরের মূর্তির গায়ে গুজ্জর শব্দটি লেখা থাকবে। ভোজ, এ নিয়ে প্রতিবাদ চলবে। তিনি বলেন, সরকার যেভাবে আমাদের কথা শুনছে না। এর ফল আগামী নির্বাচনে সরকার দেখতে পাবে। এর আগে রাজপুত সম্প্রদায়ের লোকেরা মুখ্যমন্ত্রী মনোহর লাল এবং শিক্ষা বনমন্ত্রী গুর্জারের কুশপুত্তলিকা তৈরি করে এবং গ্রাম প্রদক্ষিণ করে এবং সরকারবিরোধী স্লোগান দেয়। রাজপুতরা বলেন, সম্রাট মিহির ভোজের মূর্তির গায়ে গুজ্জর সম্রাট মিহির ভোজ লেখা ছিল, যা সম্পূর্ণ ভুল। রাজপুত সমাজ-এর বিরোধিতা করে।

রাজপুত সম্প্রদায়ের লোকজন জানান, সম্রাট মিহির ভোজের মূর্তি থেকে গুজ্জর শব্দটি অপসারণ করা না হলে এই প্রতিবাদ দিন দিন বাড়বে। জোর করে রাস্তা অবরোধ করতে হবে। এর সার্বিক দায়ভার বর্তমান সরকারের। তিনি বলেন, আমরা রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাই, তাঁকে রাজপুত সম্রাট হিসেবে না লিখে হিন্দু সম্রাট মীর ভোজ হিসেবে লেখা হোক।

সমতা ফেরাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ

বারবাডোজ, ৩০ জুলাইঈহি.স.): ঘরের মাঠে গত পাঁচটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজ হেরেছে ওয়েস্ট ইন্ডিজ। শনিবার রাতে ভারতের কাছে সুযোগ ছিল ওয়েস্ট ইন্ডিজকে টানা ছ-টি ম্যচে হারনোর। বিরাট-রোহিতহীন ভারতীয় দল সেটা পারল না। ওয়ান ডে সিরিজে সমতা ফেরাল ওয়েস্ট ইন্ডিজ। অধিনায়ক শেই হোপ আরও একটা ভালো ইনিংস খেললেন। তবে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ব্যাটিংয়ে নজর কাড়লেন তরুণ ব্যাটার কেসি কার্টি।

টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অধিনায়ক হার্দিক পান্ডিয়া। বিরাট-রোহিতের অনুপস্থিতি কাজে লাগাতে ব্যর্থ তরুণ ভারতীয় ব্যাটাররা। ঈশান কিষাণ প্রথম ম্যাচের মতোই হাফসেঞ্চুরি করে নজর কাড়লেন। মিডল ও লোয়ার অর্ডারে বিপর্যয়ে ভারত শেষ ১৮১ রানে। জয়ের জন্য দরকার ১৮২ রান।এই অবস্থায় অবিচ্ছিন্ন জুটিতে ৯১ রান যোগ করেন শেই হোপ ও কেসি কার্টি।২৪ তম ওডিআই হাফসেঞ্চুরি শেই হোপের। তবে নজর কাড়লেন তরুণ কার্টি। তিনি করলেন ৪৮ রান। ২ রানের জন্য হাফসেঞ্চুরির হল না। ৩৬.৪ ওভারে ৪ উইকেট হারিয়ে জয়ের লক্ষ্যে ওয়েস্ট ইন্ডিজ পৌঁছে গেল। শেই হোপ ৬৩ এবং কেসি কার্টি ৪৮ রানে অপরাজিত থাকলেন। সিরিজ ফিরল সমতায়।

বার্সেলোনার কাছে বড় হার রিয়ালের

যুক্তরাষ্ট্র, ৩০ জুলাই (হি.স.) : গত মরশুমের মতো এবারও যুক্তরাষ্ট্রের মাটিতে প্রাক-মরশুমের ম্যাচে মুখোমুখি হয়েছিল রিয়াল মাদ্রিদ-বার্সেলোনা। এই এল ক্লাসিকোয় লা লিগা চ্যাম্পিয়ন বার্সেলোনার কাছে বড় হারের মুখ দেখল রিয়াল মাদ্রিদ। শনিবার (২৯ জুলাই) রাতে যুক্তরাষ্ট্রের আরলিংটনের এটি অ্যান্ড টি স্টেডিয়ামে রিয়াল মাদ্রিদকে ৩-০ গোলে হারাল বার্সেলোনা। প্রথমার্ধে ওসমান দেম্বেলের গোলে এগিয়ে যাওয়ার পর দ্বিতীয়ার্ধে ফেরমিন লোপেজ মার্টিন ও ফেরান তোরেস বাকি দুই গোল করেন।

৯ আগস্ট থেকে ‘মেরি মাটি মেরা দেশ’ কর্মসূচির সূচনা হবে দেশজুড়ে, ‘মন কি বাত’—এ ঘোষণা মোদীর

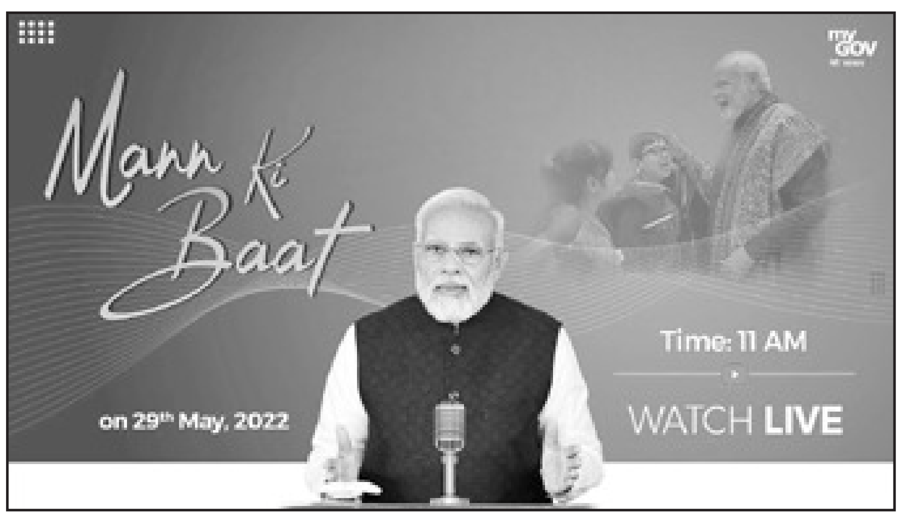

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.) : দেশের সিংহহৃদয় বীর শহিদদের সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র শুরু করছে ‘মেরি মাটি মেরা দেশ’ প্রচার অভিযান। ৯ আগস্ট থেকে ওই কর্মসূচির সূচনা হবে দেশজুড়ে। রবিবার ১০৩তম ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে এই কথাই শোনা গেল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর মুখে।

এদিন প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, ”এই আলোকিত ব্যক্তিদের স্মরণে দেশের লক্ষাধিক গ্রাম পঞ্চায়েতে বিশেষ শিলালিপিও স্থাপন করা হবে।”, এমনটাই জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী।

সেই সঙ্গেই মাসিক এই রেডিও অনুষ্ঠানের এবারের পর্বে মোদী উল্লেখ করেছেন অমৃত কলস যাত্রার কথাও। জানিয়েছেন, এই দেশের নানা প্রান্তের মাটি সাড়ে ৭ হাজার পাত্রে জড়ো করা হবে। এরপর সেই মাটি মিশিয়ে রোপণ করা হবে গাছের চারা। ওয়ার মেমেরিয়ালের কাছে এ ভাবেই অমৃত বাটিকা গড়ে তোলার পরিকল্পনার কথা জানিয়েছেন মোদী। তাঁর মুখে উঠে এসেছে বৃক্ষরোপণের প্রয়োজনীয়তার কথা। একই ভাবে জল সংরক্ষণ নিয়েও মধ্যপ্রদেশ ও উত্তরপ্রদেশে যে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে তার প্রশংসা করেন প্রধানমন্ত্রী। উত্তর প্রদেশে এক দিনে ৩০ কোটি গাছের চারা লাগানোর যা রেকর্ড তৈরি হয়েছে তা নিয়েও উচ্ছ্বসিত প্রধানমন্ত্রী। এই উদ্যোগের ভূয়সী প্রশংসাও করেছেন তিনি।

”মন কি বাত” অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী দেশের বেশ কিছু প্রান্তে অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের জেরে বন্যার পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আবারও একবার আমরা সকল দেশবাসী সম্মিলিত প্রচেষ্টার শক্তিকে সামনে এনেছে। এই পরিস্থিতিতে ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্য করছে বিপর্যয় মোকাবিলাকারী দল। এই কাজের জন্য এনডিআরএফ এবং ত্রাণের সঙ্গে জড়িতদের কাজের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী।

এদিন প্রধানমন্ত্রীর কথায় উঠে এল হজ যাত্রার প্রসঙ্গও। তিনি জানিয়েছেন, এই বছর ৪ হাজার মুসলিম মহিলা পুরুষ সঙ্গী ছাড়াই সৌদি আরবে গিয়েছেন হজে। তাঁদের দিকে সবরকমের সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে মোদী সরকার। নিজের নির্বাচনী ক্ষেত্রে পর্যটনের কথাও বলেছেন মোদী। জানিয়েছেন, প্রতি বছর ১০ কোটি পর্যটক বারাণসীতে আসেন। এই প্রসঙ্গে আমেরিকান পর্যটকদের অমরনাথ যাত্রায় অংশ নেওয়ার বিষয়টিও উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, প্রতি মাসের শেষ রবিবার ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে ভাষণ দেন মোদী। ২০১৪ সালে প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হওয়ার পর থেকেই চলছে এই অনুষ্ঠান। আজও ‘মন কি বাত’ অনুষ্ঠানে ভাষণ দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্রে মোদী। ৩০ জুলাই মন কি বাত অনুষ্ঠানের ১০৩ তম পর্ব। এই রেডিও অনুষ্ঠানে মোদীর মুখে উঠে এসেছে দেশের বিভিন্ন প্রসঙ্গ। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মোদীর অনুগামী, বিজেপি নেতা, সাধারণ মানুষ সরাসরি শুনেছেন প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য।

মেজর লিগ ক্রিকেটের ফাইনালে সিয়াটেল ও এমআই

যুক্তরাষ্ট্র, ৩০ জুলাই(হি.স.) : দেখতে দেখতে শেষের পথে এ বারের এমএলসি। অপেক্ষার ফাইনাল ম্যাচ। ৩১ জুলাই এই টুর্নামেন্টের ফাইনাল। আর এই ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি সিয়াটেল অরকাস ও এমআই নিউ ইয়র্ক।

গ্রুপ পর্বে ৫টি ম্যাচে খেলে ৪টিতে জয় ও ১টিতে হারের পর শীর্ষে সিয়াটেল অরকাস। এমআই নিউ ইয়র্কের এফাইনালে ওঠার পথে গ্রুপ পর্বের ৫ ম্যাচে ২টি জয় ৩টি হার ছিল। পয়েন্ট ছিল চার।

জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় এসআইএ অভিযান

পুঞ্চ, ৩০ জুলাই (হি.স.) : রাজ্য তদন্ত সংস্থা (এসআইএ) রবিবার মাদক চোরাচালানের অভিযোগে জম্মু ও কাশ্মীরের পুঞ্চ জেলার বেশ কয়েকটি জায়গায় অভিযান চালিয়েছে।

একজন কর্মকর্তা জানান, চার মাস আগে মাদক পাচারের মামলায় রফিক লালাকে গ্রেফতার করা হয়। তার সাথে সংশ্লিষ্ট স্থানে এই অভিযান চালানো হচ্ছে। এই ঘটনায় এনডিপিএস আইনের বিভিন্ন ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে।

”মন কি বাত” অনুষ্ঠানে ত্রাণের সঙ্গে জড়িতদের কাজের প্রশংসা করলেন প্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই (হি. স.) : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী রবিবার ”মন কি বাত” অনুষ্ঠানে বৃষ্টির ফলে সৃষ্টি প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, আবারও একবার আমরা সকল দেশবাসী সম্মিলিত প্রচেষ্টার শক্তিকে সামনে এনেছি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে গত কয়েকদিন উদ্বেগ ও যন্ত্রণার মধ্যে দিয়ে কাটছে। স্থানীয় জনগণ, এনডিআরএফ কর্মীরা এবং স্থানীয় প্রশাসনের দিনরাত কঠোর পরিশ্রমের ফলে আমরা এই দুর্যোগ মোকাবিলা করতে সক্ষম হয়েছি।

ডক্টর খুবচাঁদ বাঘেলের জন্মবার্ষিকীতে যোগ দেবেন ভূপেশ বাঘেল

রায়পুর, ৩০ জুলাই (হি. স.) : মুখ্যমন্ত্রী ভূপেশ বাঘেল রবিবার ছত্তিশগড়ের দুর্গ জেলার পাটান গ্রামে দুর্বার মোখালিতে আয়োজিত ডাঃ খুবচাঁদ বাঘেলের জন্মবার্ষিকী উদযাপন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এদিন বাঘেল রায়পুর থেকে সকাল ১১.৩০ মিনিটে হেলিকপ্টারে উঠবেন। ১১.৫০ মিনিটে পাটান পৌঁছাবেন। দরবার মুখালি গ্রামের ক্রিকেট মাঠে মূর্তি উন্মোচন অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর তিনি রেস্ট হাউসের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে যাবেন এবং ছত্তিশগড় মানওয়া কুর্মি ক্ষত্রিয় সমাজ আয়োজিত ডাঃ খুবচাঁদ বাঘেলের জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। এরপর মুখ্যমন্ত্রী হেলিকপ্টারে পাটান থেকে রওনা দেবেন এবং দুপুর ১টা ৫০ মিনিটে রায়পুর পুলিশ গ্রাউন্ডের হেলিপ্যাডে পৌঁছাবেন।

কোচবিহারের টিএমসিপি কার্যালয়ে আগুন

কোচবিহার, ৩০ জুলাই (হি. স.) : কোচবিহারে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শহর ব্লকের কার্যালয়ে আগুন। দলীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ হঠাৎই ঘর থেকে ধোঁয়া বের হতে দেখা যায়। মুহূর্তের মধ্যেই তা ভয়াবহ আকার নেয়। খবর পেয়ে দমকল বিভাগের কর্মীরা এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

বিষয়টি নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতা সায়নদীপ গোস্বামী বলেন, ‘আগুনের লেগে কার্যালয়ের একটি কম্পিউটার সহ গুরুত্বপূর্ণ বেশকিছু নথিপত্র পুড়ে গিয়েছে। প্রাথমিকভাবে ধারণা, শর্ট সার্কিট থেকেই এটা হয়েছে। যদিও ষড়যন্ত্রের আশঙ্কাও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। গোটা বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।’ শর্ট সার্কিট থেকে এই আগুন লেগেছে বলে প্রাথমিক অনুমান দমকল বিভাগের।

সুজন ও বিমানের পাশাপাশি হাসপাতালে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য দেখতে গেলেন নৌসাদ সিদ্দিকীও

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.) : শারীরিক অবস্থার অবনতি নিয়ে আগামীকাল কলকাতারই একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। রবিবার তাঁকে দেখতে হাসপাতালে হাজির হন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী, বিমান বসু-সহ আইএসএফ নেতা নৌসাদ সিদ্দিকীও। হাসপাতালে গিয়ে তাঁরা বুদ্ধবাবুর পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বার্তা বলেন। তারপর হাসপাতাল থেকে বেরিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন আইএসএফ নেতা নৌসাদ।

উল্লেখ্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের চিকিৎসার জন্য মেডিক্যাল বোর্ড গঠন করা হয়েছে। সেই মেডিক্যাল বোর্ডের তত্ত্বাবধানেই চিকিৎসা চলছে বুদ্ধদেববাবুর। রবিবার সকালেও ভেন্টিলেশনেই রয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তাঁর স্বাস্থ্যের অবস্থা এখনও সঙ্কটজনক। তবে আগের তুলনায় খানিকটা স্থিতিশীল। প্রথমে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে ‘নন-ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন’-এ রাখা হয়। তাঁর অবস্থা দেখে রাতে ‘ইনভেসিভ ভেন্টিলেশন’-এ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেনে চিকিৎসকেরা। হাসপাতাল সূত্রে খবর, আগামী তিনদিন ভেন্টিলেশন পর্যবেক্ষণে থাকবেন তিনি।

শনিবার সারা রাত কড়া পর্যবেক্ষণে ছিলেন বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। হাসপাতাল সূত্রে খবর, রাতে বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের রক্তচাপ ও অক্সিজেনের মাত্রা মোটামুটি ঠিক ছিল। মূত্রত্যাগের পরিমাণও সঠিক ছিল।

হরেকরকম

হরেকরকম

হরেকরকম

ওজন ঝরাতে স্বাস্থ্যকর স্যালাড বানাতে পারেন ডিম দিয়ে

নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। শারীরিক তেমন কোনও সমস্যা নেই। এই সব ক্ষেত্রে পুষ্টিবিদেরা খাবারের তালিকায় রোজ একটি করে ডিম রাখতে বলেন। শরীরে প্রোটিনের ঘাটতি মেটাতে, অনেক ক্ষণ পর্যন্ত পেট ভর্তি রাখতে জিমের প্রশিক্ষকেরাও একই পরামর্শ দেন। তবে ডিম ভাজা বা পোচ নয়, এ ক্ষেত্রে ডিম সেদ্ধ খাওয়াই শ্রেয়। কিন্তু রোজ সেদ্ধ ডিম খেতে অনেকেই পছন্দ করেন না। এ দিকে, সকালের জলখাবারে খুব বেশি সময় দিয়ে রান্না করাও সম্ভব হয় না অনেকের পক্ষে। অথচ শরীরে প্রোটিনের, ক্যালশিয়ামের জোগান ঠিক রাখতে পারে ডিম। এ ছাড়াও ডিমে রয়েছে কোলিন, ভিটামিন বি১২, ভিটামিন এ এবং ডি। তাই প্রতি দিন অন্তত একটি করে ডিম খাওয়া আবশ্যক। রন্ধনশিল্পীরা বলেন, সেদ্ধ ছাড়াও

ডিম খাওয়ার স্বাস্থ্যকর উপায় হল স্যালাড। কাজে বেরোনোর আগে কম সময়ে চটজলদি কী ভাবে তৈরি করবেন ডিমের স্যালাড? তার প্রণালী রইল এখানে।

উপকরণ ডিম: ২টি পেঁয়াজপাতা: সামান্য গোলমরিচ: আধ চা চামচ চিলি ফ্লেক্স: আধ চা চামচ লেবুর রস: ১ টেবিল চামচ লেটুস পাতা: ২-৩টি প্রণালী ১) প্রথমে ডিম সেদ্ধ করে নিন। খেয়াল রাখবেন ডিম যেন ভাল ভাবে সেদ্ধ হয়। ২) এ বার সেদ্ধ ডিমের খোসা ছাড়িয়ে ছোট ছোট টুকরো করে নিন। ৩) একটি পাত্রের মধ্যে টুকরো করা ডিম, পেঁয়াজ পাতা এবং লেটুস কুচি করে দিয়ে দিন। ৪) স্বাদ অনুযায়ী নুন, গোলমরিচ এবং চিলি ফ্লেক্স যোগ করুন। ঝাল খেতে অসুবিধা হলে চিলি ফ্লেক্সের বদলে অরিগ্যানো বা অন্য কোনও মশলা দিতে পারেন। ৫) সব শেষে উপর থেকে লেবুর রস ছড়িয়ে সব উপকরণ ভাল ভাবে মিশিয়ে নিন।

বাতের ব্যথায় মাটিতে পা ফেলা দায়?

বাতের ব্যথা এখন ঘরে-ঘরে। বয়সের আগেই এই সমস্যার শিকার অনেকেই। অনিয়মিত, অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন, বংশগত কারণ, রোগের প্রভাব, ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে আর্থারাইটিসের সমস্যা দেখা দিতে পারে। চিকিতাতো আছেই, কিন্তু জানেন কি এমন কিছু ফল রয়েছে যা কমায় আর্থারাইটিসের ঝুঁকি?

জেনে নিন এই সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ডায়েটে যোগ করবেন কী-কী খাবার

আপেল: কথাতেই আছে, "আন অ্যাপেল অ্যা ডে, কিপস দ ডক্টর অ্যাওয়ে।" অর্থাতশরীরের জন্য আপেল ভীষণ উপকারি একটি ফল। আর্থারাইটিসের জন্যও এই ফলের জুড়ি নেই। এতে প্রদাহরোধী বৈশিষ্ট রয়েছে। যা ব্যথা কমায়। এছাড়া এতে উপস্থিত কোয়ারসেটিন দ্রুত ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

চেরি: টার্চ চেরি বাতের জন্য অতন্ত কার্যকর। এতে অ্যান্থোসায়ানিন রয়েছে। যা চটজলদি বাতের বথা কমাতে সাহায্য করে।

আনারস: আনারসে রয়েছে ব্রোমেলিন। যা যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। জয়েন্টের ব্যথা থেকে দ্রুত মুক্তি দেয় এই ফল। অবশ্যই ডায়েটে যোগ করুন এই ফল।

কমলালেবু: ভিটামিন সি ও অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের একটি ভাল উত হল কমলালেবু। এছাড়াও রয়েছে অক্সিডেটিভ, যা আর্থারাইটিসের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে কমলালেবু। তাই বেশি করে কমলালেবু খান।

ব্লুবেরি: ভরপুর পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ এই ফল শরীরের প্রদাহ কমায়। এতে রয়েছে অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্থোসায়ানিন, যা বাতের ব্যথা কমায়।

মাছ: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ। এক্ষেত্রে আপনি খেতে পারেন চিংড়ি, কাঁকড়া। বিশেষজ্ঞদের মতে, সপ্তাহে অন্তত ৩-৪ দিন এই ধরনের মাছ খাওয়ার চেষ্টা করুন। কিছু গবেষণা বলছে, টানা আট সপ্তাহ এই ধরনের মাছ খেলে যেকোনও ধরনের প্রদাহ কমে। যার সঙ্গে যোগ রয়েছে বাতের ব্যথারও।

রসুন: আদিকাল থেকে বাতের ব্যথার উপশম হিসেবে ববহার হয়ে আসছে রসুন। বাতের ব্যথায় আরাম পেতে তাই রসুন তেল মালিশ করার চল রয়েছে অনেক বাড়িতেই। তবে শুধু মালিশ করলেই হবে না। এর পাশাপাশি গোটা রসুন খেলেও উপকার পাবেন।

আদা: রসুনের মতো আদাতেও প্রদাহরোধী গুণ রয়েছে। যা বাতের ব্যথা থেকে আরাম দেয়। খাবারের সঙ্গে বা গোটা আদা চিবিয়ে খেয়ে দেখুন, উপকার পাবেন।

ব্রোকোলি: ব্রোকোলি শরীর থেকে ক্ষতিকারক টক্সিনকে বাইরে বের করে দিতে সাহায্য করে। ফলে শরীর সুস্থ থাকে ও বথাও কমে।

পালং শাক: হাজার গুণে ভরপুর পালং শাক বাতের ব্যথা থেকও দ্রুত আরাম দিতে সাহায্য করে।

আঙুর: বাতের ব্যথা থেকে দ্রুত সেরে উঠতে সাহায্য করে ওমেগা-থ্রি ফাটি অ্যাসিডযুক্ত মাছ।

এই প্রতিবেদনটি শুধুমাত্র তথ্যের জন্য, কোনও ওষুধ বা চিকিৎসা সংক্রান্ত নয়। বিস্তারিত তথ্যের জন্য আপনার চিকিতকের সঙ্গে পরামর্শ করুন।

সপ্তাহখানেক আগে আটা মেখে রাখলেও কালো হবে না

রাতে রুটি খান অনেকেই। প্রতি দিনই রুটি বানাতে হয় বলে খাটনি কমাতে অনেকেই একেবারে আটা মেখে রেখে দেন। তাতে সময়ও বাঁচে। পরিশ্রমও কম হয়। আটা মাখা থাকলে খুব বেশি চিন্তাও হয় না। খাওয়ার আগে গরম গরম রুটি সেঁকে নিলেই হল। কিন্তু আটা মেখে রাখলে বেশি দিন ভাল থাকছে কি না, সেটাও দেখা জরুরি। দীর্ঘ দিন কী ভাবে ভাল রাখবেন আটা মাখা?

১) আটা মাখার সময় জলের সঙ্গে অল্প তেল অথবা ঘি মিশিয়ে নিন। আটা বেশ নরমও হবে। আর এ ভাবে মেখে রেখে দিলেও অনেক দিন ভাল থাকবে।

২) আটা মেখে একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েলে মুড়ে রেখে দিতে পারেন। এতে আটা নরম থাকবে। শক্ত হয়ে যাবে না। এ ছাড়াও প্লাস্টিকের বাক্সেও ভরে রাখতে পারেন। সে ক্ষেত্রে দিনে এক বার কিছু ক্ষণের জন্য বাক্সের ঢাকনা খুলে রাখতে হবে।

৩) আটা মাখার পর মণ্ডটি বায়ুরোধী বাক্সে ভরে ফ্রিজে রেখে দিতে পারেন। দেখবেন কোনও ভাবে যাতে হাওয়া না ঢোকে। এমন ভাবে রাখলে বেশ কিছু দিন ভাল থাকবে।

৪) আটা মেখে রেখে দেওয়ার ক্ষেত্রেও ব্যবহার করতে পারেন জিপলক ব্যাগ। আটা মাখার কিছু ক্ষণ পর মণ্ডটি ব্যাগের মধ্যে রেখে দিন। আবার রুটি করার কিছু ক্ষণ আগে বার করে নিন।

৫) স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় আটা মেখে রাখবেন না। তাতে আটা কালো হয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে রান্নাঘরেরই শুকনো কোনও জায়গায় বাক্সতে ভরে রেখে দিন।

শ্বাসকষ্ট আছে বলে শরীরচর্চা করেন না?

শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে দৈনন্দিন জীবনে অনেক কিছুতেই বিধিনিষেধ চলে আসে। বিশেষ করে শরীরচর্চার সময় বাড়তি সতর্ক থাকা জরুরি। শ্বাসকষ্টের সমস্যা যাঁদের রয়েছে, একটু ভারী কাজ করলেই তাঁরা হাঁপিয়ে ওঠেন। সেখানে দীর্ঘ ক্ষণ শরীরচর্চা করলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা বেড়ে যেতে পারে। শরীরচর্চার মাঝে হঠাৎ শ্বাসকষ্ট শুরু হওয়ার সমস্যাটিকে চিকিতা পরিভাষায় বলা হয় "এক্সারসাইজ ইনডিউসড অ্যাজমা" (ইআইবি)।

শরীরচর্চার সময় শ্বাস নিতে সমস্যা হওয়া, হাঁচি, কাশি, শারীরিক অস্বস্তি হল "ইআইবি"-র উপসর্গ। তবে ঝুঁকি এড়াতে শরীরচর্চা বন্ধ করে দেওয়া বোকামি। তার চেয়ে কয়েকটি উপায় মেনে চললে শরীরচর্চা করলেও সমস্যা হবে না। ১) শরীরচর্চার আগে হালকা "ওয়ার্ম আপ" করে নিন। ব্যায়াম করার আগে স্ট্রেচিং করে নিলে উপকার পেতে পারেন। শুরুতেই যদি শরীরচর্চা শুরু করে দেন, তা হলে মুশকিলে পড়তে পারেন।

২) শ্বাসকষ্টের সমস্যা থাকলে শরীরচর্চা করতে পারবেন কি না, সেটা একমাত্র চিকিৎসকই বলতে পারবেন। তাই সবচেয়ে ভাল হয় এ বিষয়ে যদি চিকিৎসকের পরামর্শ নেন। সঙ্গে ইনহেলার রাখতে ভুলবেন না। শরীরচর্চা করতে গিয়ে যদি বুঝতে পারেন কষ্ট হচ্ছে, তাহলে তখনি ব্যায়াম করা বন্ধ করুন। জোর করে না করাই ভাল।

৩) ভারী শরীরচর্চার বদলে সাঁতার কাটতে পারেন। এতে শারীরিক পরিশ্রম হয় বটে, তবে অন্যান্য শরীরচর্চার মতো নয়। জলের উপর হালকা করে হাত-পা চালিয়ে সাঁতার কাটলে শ্বাসকষ্টের সমস্যা হওয়ার কথা নয়।

সকালে জলখাবারের সঙ্গে কলা খেলে কি বেড়ে যাবে সুগার?

ডায়াবেটিসের রোগীরা সব ধরনের খাবার খেতে পারেন না। খাওয়া-দাওয়ার বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা মেনে চলতে হয়। এমনকী সব ধরনের ফলও খেতে পারেন না ডায়াবেটিকরা। তবে, এমন অনেক ফল রয়েছে, যার গ্লাইসেমিক সূচক কম। সেগুলো ডায়াবেটিসের রোগীরা খেতে পারেন। আবার অনেক ফলের মধ্যে ফ্রুক্টোজ রয়েছে, যা এক ধরনের প্রাকৃতিক শর্করা।

সেগুলো এড়িয়ে যেতে হয়। কিন্তু এ বিষয়টি সব ধরনের ফলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। যেমন, ডায়াবেটিসের রোগীদের কলা খেতে বারণ করা হয়। কিন্তু কলা ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকারী নাকি ক্ষতিকারক, সেটা কি জানেন?

স্বাদে মিষ্টি এবং শর্করা ও কার্বসে পরিপূর্ণ থাকে কলা। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কলা ব্রেকফাস্টে খাওয়া হয়। কিন্তু কলা খেলেই কি রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যায়? নাকি ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য উপকৃত কলা? চলুন জেনে নেওয়া যাক।

মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে থাকে ৬ গ্রাম স্টার্চ এবং ১৪ গ্রাম শর্করা। কিন্তু কলা গ্লাইসেমিক সূচক অনেক কম। কলার পরিমাণে উচ্চ পরিমাণে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে। যে সব খাবারে কার্বোহাইড্রেটেড রয়েছে, সেগুলো খেলে চড়চড়িয়ে বেড়ে যায় রক্তে শর্করার মাত্রা। তা সত্ত্বেও সুগার রোগীদের জন্য উপযুক্ত কলা। তার কারণে শর্করা ও কার্বস ছাড়াও কলায় ভরপুর পরিমাণে ফাইবার রয়েছে। এই ফাইবার ডায়াবেটিসের রোগীদের নানা উপায়ে উপকৃত করে। তবে, আপনাকে সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে।

শর্করা ও কার্বসের পাশাপাশি মাঝারি সাইজের কলার মধ্যে ৩ গ্রাম ফাইবার থেকে। ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য এই ফাইবার উপযুক্ত। এই ফাইবার হজমে সাহায্য করে এবং কার্বস শোষণে সাহায্য করে। কলা খাওয়ার পর আপনার মনে হতে পারে যে, রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে গিয়েছে। কিন্তু এটা সাময়িক। বরং, কলা খেলে আপনার রক্তে শর্করার নিয়ন্ত্রণে থাকে।

তবে, সুগার রোগীদের সীমিত পরিমাণে কলা খেতে হবে। তাছাড়া কলার সাইজের উপরও নির্ভর করছে আপনার সুগার লেভেল বাড়বে কি না। পুষ্টিবিদদের মতে, মাঝারি সাইজের কলা খেলে রক্তে শর্করার মাত্রা বেড়ে যাওয়ার কোনও ভয় নেই। যত বড় সাইজের কলা খাবেন, তত বেশি শরীরে কার্বসের পরিমাণ বাড়বে, যা সুগার রোগীদের জন্য মোটেই উপযুক্ত নয়।

রক্তে শর্করার মাত্রাকে নিয়ন্ত্রণে রাখার পাশাপাশি কলার আরও গুণ রয়েছে। কলার মধ্যে ফাইবারের পাশাপাশি পটাশিয়াম, ভিটামিন বি৬ ও ভিটামিন সি এবং বেশ কিছু অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট রয়েছে। কলা খেলে রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং হার্টের স্বাস্থ্য ভাল থাকে। এছাড়া পেট পরিষ্কার করতে ও অন্ত্রের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে কলা। তাই রোজ কলা খেলেও কোনও ক্ষতি নেই।

জন্ডিসে লিভারের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে যায়

গরমে জন্ডিস, পেটের সমস্যা এসব খুবই বাড়ে। তবে জন্ডিসের মত রোগ নিয়ে হেলাফেলা নয়। এতে লিভারের উপর ভীষণ চাপ পড়ে। এমনকী লিভার নষ্টও হয়ে যেতে পারে। জন্ডিস হলে লিভার বিলিরুবিন ফিল্টার করতে পারে না। এর ফলে রক্তে বিলিরুবিনের মাত্রাও অনেকখানি বেড়ে যায়। বিলিরুবিন হল হলুদ রঙের একটি পদার্থ যা লাল রক্তকণিকা ভেঙে তৈরি হয়।

এই বিলিরুবিন রক্তে জমতে শুরু করলেই ত্বক, চোখ, মাড়ি এসব হলুদ হয়ে যায়। আর এই দেখেই কিন্তু বোঝা যায় যে জন্ডিস হয়েছে কিনা।

জন্ডিসে আক্রান্ত হলে চোখ, ত্বক শরীরের টিস্যুগুলি হলুদ হয়ে যায়। এর ফলে জন্ডিস হলে চোখ, ত্বক এসব হলুদ হতে শুরু করে। জন্ডিস হলে বিলিরুবিনের মাত্রা বাড়ে সেই সঙ্গে প্রস্রাবের রং গাঢ় হলুদ হয়ে যায়, সেই সঙ্গে মলের রঙে পরিবর্তন, পেটে ব্যথা, জয়েন্টে ব্যথা, ক্লান্তি, জ্বর এসব থাকেই। বিলিরুবিন হল বিষাক্ত পদার্থ যা লিভারের মারাত্মক ক্ষতি করে। এমনকী জন্ডিস থেকে বাড়াবাড়ি হয়ে মৃত্যুও হতে পারে। আর তাই জন্ডিসে ডায়েট মেনে তলতেই হবে। আর তাই লিভার থেকে ডিটক্সিফিকেশন হওয়া খুবই জরুরি। শরীরে যদি টক্সিন জমতে থাকে সেখান থেকে সমস্যার একশেষ। তাই চিকিতকের পরামর্শ নিন আর সেইমত খাবার খান।

ফ্রেশ সবজি আর ফল খেতেই হবে। এই সবজি-ফলের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। সেই সঙ্গে থাকে ফাইবার, যা আমাদের বিপাকে সাহায্য করে। আর অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট লিভারের ক্ষতি থেকে রক্ষা করে এবং হজমেও সাহায্য করে। আঙুর, পেঁপে, কুমড়ো, মিষ্টি আলু, কচু, টমেটো, গাজর, ব্রকোলি, ফুলকপি, ক্র্যানবেরি, ব্লুবেরি এসব খান। সেই সঙ্গে অঙ্কুরিত ছোলা-মুগ, রসুন, শাক, আদা এসবও নিয়ম করে খান।

আদা-তুলসি-লুদ এসব দিয়ে চা বানিয়ে খান। এর মধ্যে ক্যাফাইনের ভাগ বেশি থাকে। এছাড়াও ব্ল্যাক কফি ক্যানসারের হাত থেকে রক্ষা করে।

লিভারের জন্য খুব ভাল হল গোটা শস্যদানা। ওটস, বিভিন্ন বীজ, শস্যদানা এসব অবশ্যই রাখুন ডায়েটে। সেই সঙ্গে বাদাম কিন্তু রাখতে হবে। আমন্ডের মধ্যে থাকে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন ই। সেই সঙ্গে ফেনোলিক অ্যাসিড, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট থাকে। এছাড়াও আছে ফাইবার আর হেলদি ফ্যাট। রেড মিট আর বড় মাছ কোনও ভাবেই নয়। ছোট মাছ খান। চিকেন খান। আর চিকেনের মধ্যে থাকে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্ক, অ্যালকোহল, কার্বোহাইড্রেট। যা প্রোটিন বিপাকে সাহায্য করে। এছাড়াও ফাইবার বেশি করে খেতে হবে। লেবু জল, গ্রিন টি এবং ডাক্তারের পরামর্শ মত খাবার খান।

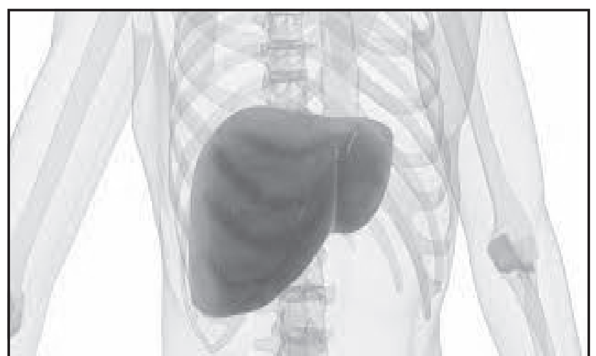

ডায়েট কোক থেকেও হতে পারে ক্যানসার

অ্যাসপারটেম নামক কৃত্রিম চিনি থেকে হতে পারে ক্যানসারের মতো মারণরোগ, সম্প্রতি ওয়াসিংটন পোস্টের একটি প্রতিবেদনে এমনটাই দাবি করা হয়েছে। এক মাস আগেই কৃত্রিম চিনির বহুল ব্যবহার নিয়ে সতর্ক করেছিল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (হু)। রয়টার্সের একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে হু-এর ক্যানসার গবেষণা সংস্থা আগামী মাসেই অ্যাসপারটেমকে কার্সিনোজেন (ক্যানসার সৃষ্টিকারী যৌগ) বলে ঘোষণা করবে। ১৯৮১ সালে আমেরিকার ফুড অ্যান্ড ড্রাগ অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফডিএ) অ্যাসপারটেম ব্যবহারের অনুমোদন দেয়। অনুমোদনের পর থেকে পাঁচ বার এর নিরাপত্তা পর্যালোচনা পর্ব চলেছে। ভারত-সহ আরও ৯০ টি দেশে এই কৃত্রিম চিনি ব্যবহার করা হয়। কোকো কোলার ডায়েট কোক, মার্স এক্সট্রা চুয়িংগামে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। অ্যাসপারটেমে ক্যালোরির মাত্রা শূন্য। এক চামচ চিনির তুলনায় এটি ২০ গুণ বেশি মিষ্টি। ৯৫ শতাংশ কার্বোনেটেড নরম পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হয়। বাজারে যে সব "ইনস্ট্যান্ট টি" বা তৈরি করা চা পাওয়া যায় তার মধ্যে ৯০ শতাংশতেই এই যৌগ থাকে। ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা (এফেসএসএআই) নির্দেশ অনুযায়ী যে খাবার কিংবা পানীয়তে অ্যাসপারটেম ব্যবহার করা হবে, তাদের বাইরের কভারে যৌগটির নাম অবশ্যই লিখতে হবে। এই খবর ছড়িয়ে পড়ার পর থেকেই নরম পানীয় প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি এর বিরোধিতা শুরু করেছে। তাদের দাবি, এই খবরের প্রভাবে সাধারণের চিনি খাওয়ার প্রবণতা আরও বাড়বে, ফলে শরীরের আরও বেশি ক্ষতি হবে। তাদের দাবি অ্যাসপারটেম নিয়ে হু-এর খাদ্য নিরাপত্তা ও নিয়ন্ত্রণ সংস্থার গবেষণা ভিত্তিহীন।

কোন কোন তেল দিয়ে রান্না করলে সুস্থ থাকবে শরীর?

রক্তে শর্করার মাত্রা বাড়লেই খাওয়াদাওয়ায় একটা বিধিনিষেধ চলে আসে। খাওয়াদাওয়ায় রাশ না টানলে ডায়াবিটিসের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা মুশকিল। বাইরের প্রক্রিয়াজাত খাবার, তেল-মশলা যত কম খাওয়া যায়, ততই ভাল। চিকিতকেরাও তেমনটাই বলে থাকেন। ডায়াবেটিকদের সব সময় বাড়ির খাবার খাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়। তবে বাড়ির খাবার হলেও কোন তেলে রাঁধছেন, সেটাও কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। কোন তেল দিয়ে রাঁধলে শর্করার মাত্রা বশে থাকবে? অলিভ অয়েল অলিভ অয়েলে রয়েছে সব ধরনের উপকারী উপাদান। এতে রয়েছে কিছু উপকারী ফ্যাটও, যা রক্তে শর্করার পরিমাণ বাড়তে দেয় না। শুধু ডায়াবেটিক নয়, যাঁরা হৃদ্রোগের সমস্যায় ভুগছেন, অলিভ অয়েল তাঁদের জন্যেও কম উপকারী নয়। অ্যাভোকাডো অয়েল ডায়াবেটিকদের হেঁশেলে এই তেল থাকা জরুরি। অ্যাভোকাডো অয়েলে রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট, যা শর্করার মাত্রা বাড়তে দেয় না। সেই সঙ্গে কোলেস্টেরল রোগীদের জন্যেও অ্যাভোকাডো অয়েল স্বাস্থ্যকর। উচ্চ রক্তচাপ থাকলেও অ্যাভোকাডো অয়েল খাওয়া যেতে পারে। উপকার পাবেন। ডায়াবেটিকেরা অলিভ অয়েলে করা রান্না খেতে পারেন। ছবি: সংগৃহীত। বাদাম তেল শরীরের যত্ন নিতে পিনাট বাটার অনেকেই খান। বাদাম তেলও কিন্তু কম স্বাস্থ্যকর নয়। ডায়াবিটিস থাকলে বাদাম তেল দিয়ে রান্না করা খাবার খাওয়ার অভ্যাস করতে পারেন। এই তেলেও রয়েছে উপকারী মনোস্যাচুরেটেড ফ্যাট। এই ফ্যাট হৃদ্রোগের ঝুঁকি কমায়। কোলেস্টেরলের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখে। তিসির তেল ওজন কমাতে নিয়ম করে তিসির বীজ খান অনেকেই। পাশাপাশি তিসির তেলও শরীরের জন্য উপকারী। ডায়াবিটিস ধরা পড়লে তিসির তেলে রান্না করা খাবার খাওয়া শুরু করতে পারেন। তিসিতে রয়েছে ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিড। এই উপাদান শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে। এ ছাড়া তিসির বীজে রয়েছে পলিআনস্যাচুরেটেড ফ্যাট, এই ফ্যাট কোলেস্টেরল থেকে উচ্চ রক্তচাপ, সবেরই মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখে।

আপনি কি জানেন, স্মার্ট ওয়াচ ঠিক কতটা আপনার স্বাস্থ্য-ঝুঁকি বাড়াচ্ছে!

প্রতিদিন নতুন নতুন প্রডাক্ট চালু হচ্ছে যা জীবনকে অনেক সহজ করে তুলছে। ভারতে গত কয়েক বছরে স্মার্টওয়াচের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। কাউন্টারপয়েন্ট রিসার্চ রিপোর্ট অনুসারে, জুন ত্রৈমাসিকে প্রথমবারের মতো, ভারত চিনকে পেছনে ফেলে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্মার্টওয়াচের বাজারে পরিণত হয়েছে।

গবেষণা সংস্থা কাউন্টারপয়েন্টের তথ্য অনুসারে, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০২২ ত্রৈমাসিকে বিশ্বব্যাপী স্মার্টওয়াচের বাজারে ভারতের অংশ ৩০ শতাংশে উন্নীত হয়েছে, যা উত্তর আমেরিকার ২৫ শতাংশ এবং চিনের ১৬ শতাংশকে ছাড়িয়ে গেছে।

স্মার্টওয়াচ হল একটি ডিজিটাল ঘড়ি যা আপনার কার্যকলাপ এবং স্বাস্থ্য ট্র্যাক করে এবং আপনি সেই ডেটা বিশ্লেষণ করতে পারেন। আজকের সময়ে, লোকেরা ফিটনেসের লক্ষ্যে পৌঁছাতে, ক্যালোরি বার্ন দেখতে, হাঁটার পদক্ষেপগুলি গণনা করতে, ব্লাড প্রেশার পরীক্ষা করতে, ঘুমের গভীরতা পরিমাপ করতে, হৃদস্পন্দন মাপা ইত্যাদির জন্য স্মার্ট ঘড়ি ব্যবহার করছে।

বেশিরভাগ স্মার্টওয়াচে অবশ্যই স্বাস্থ্য সম্পর্কিত কিছু ফিচার্স রয়েছে, যেখান প্রাপ্ত ডেটা একেবারে সঠিক তথ্য ভেবে মানুষ অন্ধভাবে বিশ্বাস করে। এটা করা অনেক সময় স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। একটি স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করা এবং এর ডেটা বিশ্বাস করা কতটা সঠিক? আমরা কি একটি চিকিৎসা যন্ত্র হিসেবে স্মার্টওয়াচ ব্যবহার করতে পারি? আমরা এই বিষয়ে ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি এবং জানতে পেরেছি যে স্মার্টওয়াচ থেকে প্রাপ্ত স্বাস্থ্য তথ্যের উপর আস্থা রাখা কতটা সঠিক।

১৯৭৪ জন ভক্তসহ জম্মু থেকে অমরনাথের উদ্দেশ্যে রওনা হল তীর্থযাত্রীদের ২৮তম ব্যাচ

জম্মু, ৩০ জুলাই (হি.স.) : জম্মুর ভগবতী নগরের বেস ক্যাম্প থেকে রবিবার সকালে কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে অমরনাথ তীর্থযাত্রীদের ২৮ তম দল পবিত্র গুহার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছে। রবিবার রওনা হওয়া এই ২৮তম এই ব্যাচে ১৯৭৪ জন ভক্ত আছেন।

১৯৭৪ জন তীর্থযাত্রীর ২৮তম ব্যাচ জম্মুর ভগবতী নগরের বেস ক্যাম্প থেকে রবিবার সকালে জম্মুর যাত্রী নিবাস ভগবতী নগর থেকে পাহলগাম এবং বালতালের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছিল। ১৪১০ জন তীর্থযাত্রীর দল, যার মধ্যে ১১০ জন পুরুষ, ২৪০ জন মহিলা, ২ শিশু, ৪৫ জন সাধু এবং ১৬ জন সাধ্বী রয়েছে, তারা পহেলগাম রুট হয়ে যাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। একইভাবে, বালতাল রুট হয়ে তীর্থযাত্রার উদ্দেশ্যে রওনা হওয়া ৫৬৪ তীর্থযাত্রীর ব্যাচে ৪৩৯ জন পুরুষ, ১২৩ জন মহিলা এবং ২ শিশু ছিল।

অমরনাথের পবিত্র গুহাটি ৩,৮৮৮ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত। ৬২ দিনের বার্ষিক তীর্থযাত্রাটি ১ জুলাই অনন্তনাগ জেলার পাহালগাম এবং গান্দেরবাল জেলার বালতাল থেকে শুরু হয়েছিল। এই যাত্রা শেষ হবে ৩১ আগস্ট।

দত্তপুকুরে শুটআউট, আহত দুই

বারাসত, ৩০ জুলাই (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগণা জেলার দত্তপুকুর থানার অন্তর্গত কদম্বগাছি মধুপুর এবং চন্ডিগাড়ি এলাকায় শুটআউটের ঘটনায় দুই যুবক আহত হয়েছে। স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় আহতদের বারাসত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় সেখানে তাদের চিকিৎসা চলছে। পুলিশ সূত্রে খবর, শনিবার রাতে বাড়ি ফিরছিলেন মধুপুরের বাসিন্দা শুভজিৎ ঘোষ। সেইসময় বাইকে করে দুই দুষ্কৃতী এসে শুভজিতের কাছ থেকে মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এ নিয়ে দুই পক্ষের মধ্যে হাতাহাতি শুরু হয়। এই সময় দুষ্কৃতীরা শুভজিৎকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। হাসপাতাল সূত্রে খবর, তার গলায় গুলি লাগে। সোনা ঘোষ নামে আরেক যুবকেরও পেটে গুলি লাগে।

স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, কয়েকদিন আগেও এই এলাকায় গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। এর ফলে এলাকায় অপরাধীদের মনোবল বাড়ছে এবং প্রতিদিনই ঘটছে শুটআউটের ঘটনা।

তবে পুলিশ বিষয়টি খতিয়ে দেখছে। অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে। এ খবর লেখা পর্যন্ত কাউকে আটকের খবর পাওয়া যায়নি।

কেরলে চোখের জলে শেষকৃত্য যৌন লালসার শিকার নাবালিকার, শেষযাত্রায় শামিল হাজারো মানুষ

আলুভা, ৩০ জুলাই (হি.স.) : কেরলে হাজারো মানুষ চোখের জলে শেষ বিদায় জানান যৌন লালসার শিকার পাঁচ বছরের নাবালিকাকে। রবিবার ছোট্ট একরত্তি মেয়েটির শেষকৃত্যে পরিবার-পরিজন, প্রতিবেশী ছাড়াও মৌন প্রতিবাদ মিছিলে শামিল কয়েকশো মানুষ।

প্রসঙ্গত, গত শুক্রবার সন্ধ্যায় আলুভা শহরের কাছ থেকে মেয়েটিকে অপহরণ করে আসফাক আসলাম নামে এক পরিযায়ী শ্রমিক। ধর্ষণের তাকে খুন করে বস্তায় পুরে আবর্জনা ফেলার জায়গায় ফেলে যায়। মেয়েটির বাবা-মাও পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁরা বিহারের বাসিন্দা। মণিপুরে যখন হিংসা ও নারী নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে দেশ তোলপাড়, তখন বামশাসিত দক্ষিণী রাজ্যে এ ধরনের ঘটনা নিয়ে শিউরে উঠেছেন সাধারণ মানুষ। অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিরোধী দল কংগ্রেস বামপন্থী সরকারের মুণ্ডুপাত শুরু করেছে। সমালোচনার মুখে পড়ে পুলিশও সমাজমাধ্যমে ক্ষমা চেয়েছে। দুটি শব্দে পুলিশ লিখেছে ‘সরি ডটার’। তবে সাধারণ মানুষের মধ্যে এই ঘটনায় যথেষ্ট রাগ, ঘৃণা ও প্রতিহিংসার বাতাবরণ সৃষ্টি হয়েছে। রবিবার শেষকৃত্য সম্পন্ন হল সেই একরত্তির। এদিন এরনাকুলাম জেলার আলুভা শহরের কাছে কিঝমাড কবরস্থানে তাকে সমাহিত করা হয়। এদিন প্রথমে তার মরদেহ নিয়ে যাওয়া স্কুলে। সেখানে সহপাঠী ও শিক্ষকরা কান্নায় ভেঙে পড়েন। উপস্থিত ছিলেন মেয়েটির তিন ভাইবোন, বাবা-মা ও অন্য অভিভাবকরাও। দোষী ব্যক্তিকে ফাঁসিতে ঝোলানোর দাবি তোলেন শেষকৃত্যে যোগ দেওয়া প্রায় সব মানুষই।

যথারীতি কেরলের রাজ্যপাল আরিফ মহম্মদ খান জানান, রাজ্য সরকারের কাছে তিনি এ ব্যাপারে রিপোর্ট তলব করবেন। রাজ্যপাল বলেন, এই ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। আমি অত্যন্ত কষ্ট পেয়েছি এবং লজ্জাবোধ করছি। সরকারের পক্ষে হয়তো সবকিছু ঠেকানো সম্ভব নয়। কিন্তু সরকারের কর্তব্য এ জাতীয় অপরাধীকে কঠোর থেকে কঠোরতম শাস্তির ব্যবস্থা করা। এমন শাস্তি যে যা একটা দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। যাতে ভবিষ্যতে কেউ এই ধরনের কাজ করার আগে ভয় পায়। হিন্দুস্থান সমাচার / কাকলি

গ্রেফতার আতিক আহমেদের আইনজীবী বিজয় মিশ্র

লখনউ, ৩০ জুলাই (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশের এসটিএফ এবং প্রয়াগরাজ পুলিশ শনিবার গভীর রাতে লখনউয়ের বিভূতিখণ্ডের হোটেল হায়াত রিজেন্সির কাছে নিহত মাফিয়া আতিক আহমেদের উকিল বিজয় মিশ্রকে গ্রেফতার করেছে। আইনজীবী বিজয় মিশ্রের বিরুদ্ধে প্রয়াগরাজের এক আসবাবপত্রের ব্যবসায়ীর কাছ থেকে ৩ কোটি টাকা চাঁদা দাবি করার অভিযোগ উঠেছে।

প্রয়াগরাজ পুলিশ ইতিমধ্যেই নিহত মাফিয়া আতিক এবং আইনজীবীর বিজয় মিশ্রের যোগসূত্রের মামলাগুলি তদন্ত করছে। এক ব্যবসায়ীর কাছে তিন কোটি টাকা চাঁদা দাবি করা হয়। এতে বিজয় মিশ্রের নাম উঠে আসে এবং তার পরেই তার নামে এফআইআর দায়ের করা হয়।

সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, লখনউয়ের একটি হোটেলে বিজয় মিশ্র খুব শীঘ্রই একটি রাজনৈতিক দলের সভাপতির সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল। তার আগেই তাকে হেফাজতে নেওয়া হয়। হেফাজতে নেওয়ার পর আইনজীবীকে প্রয়াগরাজে নিয়ে যাওয়া হয়।

বসিরহাটে বল ভেবে খেলতে গিয়ে বোমা ফেটে উড়ে গেল শিশুর হাত

বসিরহাট, ৩০ জুলাই (হি.স.) : উত্তর ২৪ পরগণার বসিরহাটের বোমা ফেটে উড়ে গিয়েছে শিশুর হাত। রবিবার সকাল এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে। আহত শিশুর নাম ইউসুফ মণ্ডল। চতুর্থ শ্রেণিতে পড়ে সে।

জানা গিয়েছে, এদিন সকালে বাড়ির পাশের একটি বাগানে খেলা করছিল ইউসুফ। সেই সময় বল ভেবে বোমা তুলে নেয় সে। তখনই সেটি ফেটে যায়। ডান হাত ও শরীরের বেশ কয়েকটি অংশ মারাত্মক জখম হয়। দ্রুত তাকে উদ্ধার করে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে আরজিকর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। আহত শিশুর পরিবারের সদস্য বলেন, “সকালে খাওয়া-দাওয়া না করেই খেলা করতে গিয়েছিল। সকাল আটটা নাগাদ চিৎকারের শব্দ শুনতে পাই। পরে জানতে পারি বোমা ফেটে গিয়েছে। ওর হাতেই ফেটে গিয়েছে।”

বিধানসভার নতুন ভবন আত্মনির্ভর অসমের সাক্ষী : ওম বিড়লা

গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : অসম বিধানসভা ভবনটি অত্যাধুনিক, ঐতিহ্য এবং কলা ও সংস্কৃতির সংমিশ্রণে তৈরি হয়েছে। গৌরবের সঙ্গে প্রায় পাঁচ দশক অতিক্রমকারী অসম বিধানসভার আজ ঠিকানা নতুন ভবন। বিধানসভার এই নতুন ভবন আত্মনির্ভর অসমের সাক্ষী হয়ে থাকবে। আজ উত্তরপূর্বীয় রাজ্যগুলির কাছে এক ঐতিহাসিক দিন। বক্তা লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

পূর্বনির্ধারিত সূচি অনুযায়ী অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ যথাক্রমে বিশ্বজিৎ দৈমারি ও ডা. নোমল মমিন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও রামেশ্বর তেলি, রাজ্যের সব মন্ত্রী ও বিধায়ক, বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া সহ বহু বিশিষ্টজনদের সঙ্গে নিয়ে আজ রবিবার (৩০ জুলাই) সকাল ১১:০৫টায় প্রায় ৩৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত অসম বিধানসভা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বেশ কয়েকজন প্রাক্তন বিধায়কও।

তিনি অসমের প্রথম মুখ্যমন্ত্রী লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈয়ের স্মৃতিচারণ করে বলেন, বস্তুত তাঁর প্রচেষ্টায় অসম আজ সুরক্ষিত স্থানে অবস্থান করছে। পরবর্তী সরকার তথা মুখ্যমন্ত্রীদের অবদানকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেছেন বিড়লা।

তিনি বলেন, ‘রাজ্য বিধানসভাকে কেবলমাত্র একটি সুদৃশ্য ও অত্যাধুনিক ভবন বলে ভাবলে হবে না। বিধানসভা হলো গণতন্ত্রের মন্দির। এই মন্দিরে বসে আমরা, সে-দেশই হোক, কিংবা রাজ্য, সর্বস্তরের জনসাধারণের কল্যাণে নীতি-নির্ধারণ করি। এজন্যই ৭৫ বছরের অমৃতকালে আমরা গণতন্ত্রের মাধ্যমে দেশকে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম হচ্ছি। অতএব সংসদ বা বিধানসভার মান-সম্মান মর্যাদা রক্ষার দায়িত্ব আমাদের সবার, বলেন লোকসভার অধ্যক্ষ।’

তিনি বলেন, ‘নবনির্মিত বিধানসভা ভবনের লক্ষ্য হবে সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের সঠিকভাবে বাস্তবায়ন, ন্যায়নীতির প্রতিষ্ঠা, ইচ্ছাশক্তিকে ক্রিয়াশক্তিতে, সংকল্পকে সিদ্ধির মাধ্যমে সংযোজন করার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ। অসমের মহান মনিষীগণ, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দিতে এই বিধানসভা ভবন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।’

লোকসভার অধ্যক্ষ আরও বলেন, ‘এই বিধানসভা ভবনে গৃহীত প্রতিটি সিদ্ধান্ত অসমের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আধার হবে। এই বিধানসভা ভবনে গৃহীত প্রতিটি আইন বিকশিত অসম গড়বে।’ তিনি বলেন, ‘আজকের এই মুহূর্ত এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত। অসমের নতুন বিধানসভা ভবন উদ্বোধন করে যারপরনাই আনন্দিত অনুভব করছি।’

অবিভক্ত অসমের রাজধানী যখন শিলঙে ছিল, তখন সেখানে কীভাবে বিধানসভা স্থাপিত হয়েছিল, সেই ইতিহাসও সংক্ষেপে তাঁর বক্তব্যে পেশ করেছেন ওম বিড়লা। তিনি ওই স্বর্ণময় ইতিহাসকে স্মরণ করে বলেন, দেশ স্বাধীনতা লাভ করার আগে ১৯৩৭ সালে অসম বিধানসভা অস্তিত্ব লাভ করেছিল এবং এর প্রথম অধিবেশন যে ভবনে অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে আজ শিলঙে মেঘালয় বিধানসভা অবস্থান করছে। স্বাধীনতার পর অসম থেকে বিভক্ত হয়ে বহু নতুন রাজ্য গঠন হয়েছে। প্রায় ৫০ বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৭২ সালে শিলং থেকে দিশপুরে (গুয়াহাটি) রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। সে সময় ১৯৭৩ সালের ১৬ মার্চ থেকে জনতা ভবন-এ অসম বিধানসভার কাজকর্ম চলছিল। শিলং থেকে গুয়াহাটির দিশপুর, দীর্ঘ ওই পরিক্রমা গণতান্ত্রিক ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

তিনি বলেন, ‘অসম বিধানসভার নতুন ভবনে বৃহত্তর অসমিয়া জাতির কলা-সংস্কৃতি সহ সব জাতি-জনগোষ্ঠীয় সংস্কৃতির রূপরেখা দেখে অভিভূত আমি। বিড়লা বলেন, নতুন ভবন অসমের বিকাশে সংকল্প সিদ্ধি তথা আত্মনির্ভর অসম গড়ার সাক্ষী হয়ে থাকবে। আজি এই নতুন ভবন উদ্বোধন হয়েছে ঠিক, কিন্তু অসম বিধানসভার পুরনো ভবন থেকে অসমের গণতান্ত্রিক যাত্রায় যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তা আমাদের বিস্মৃত হলে চলবে না। পুরনো বিধানসভা ভবনও বিভিন্ন যুগান্তকারী বিল তথা আইনের প্রণয়নের সাক্ষী। ওই ভবন থেকেই অসমের জনতার কল্যাণে বহু আইন প্রণয়ন হয়েছে। স্বাধীনতার পর ৭৫ বছরে অসমে যে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন হয়েছে, তা ওই পুরনো বিধানসভা ভবনের মাধ্যমেই হয়েছিল, বলে, লোকসভার অধ্যক্ষ।’

লোকসভার অধ্যক্ষ বলেন, নতুন বিধানসভা ভবনটি আজকের সময়ের আহ্বান। এতে বর্তমান সময়ের আবশ্যকতা, আধুনিক প্রযুক্তি ইত্যাদির সঙ্গে অত্যাধুনিক দৃশ্য-শ্রাব্য সুবিধাবলি সংযুক্ত। এর অধিকাংশ কাজ এখন থেকে হবে ডিজিটাল পদ্ধতিতে।

তিনি বলেন, ‘ভারত আজ বৈশ্বিক গণতন্ত্রের সর্বপ্রমুখ আধার হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে। গণতন্ত্র আমাদের জন্য কেবল সরকার গঠন ব্যবস্থা নয়, এটা আমাদের সংস্কার, আমাদের পরম্পরা, জীবনশৈলী। তাই আজ গোটা বিশ্ব গণতন্ত্রকেই শাসন চালানোর সর্বশ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হিসেবে মেনে নিয়েছে।’

প্রসঙ্গক্রমে তিনি বলেন, ‘সাম্প্রতিককালে দেখা যায়, আমাদের সদনে যে কোনও বিষয়ে অসহমত বা বিরোধ প্রদর্শন করতে অমর্যাদাপূর্ণ এবং অশোভনীয় পন্থা অবলম্বন করা হয়। সদনে প্ল্যাকার্ড প্রদর্শন, অশালীন ভাষা ইত্যাদি প্রয়োগ করা হয়। তখনই ভাবনা হয়, আমরা আমাদের সদনকে কোন দিকে নিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু আমাদের ভুললে চলবে না, জনতা আমাদের কী উদ্দেশ্যে নির্বাচিত করে সদনে পাঠিয়েছেন।’

অধ্যক্ষ বিড়লা অসম বিধানসভায় অলঙ্কৃতকারী লোকপ্রিয় গোপীনাথ বরদলৈ, বিষ্ণুপ্রসাদ রাভা, ড় ভূপেন হাজরিকা প্রমুখ মহান ব্যক্তিবর্গের ত্যাগকে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। তিনি বলেন, যে ভাবে ভারতের নতুন সংসদ ভবন ভারতীয় বাস্তুকলা, সংস্কৃতি, পরিশ্রম তথা আত্মনির্ভরতার প্রতীক, ঠিক সেভাবে অসম বিধানসভার নতুন ভবনও অসমের কলা-সংস্কৃতির বিবিধতা, এর সমৃদ্ধ ঐতিহ্যক উজ্জীবিত করে রাখার পাশাপাশি অত্যাধুনিক সুবিধা সংবলিত।

লোকসভার অধ্যক্ষ বিড়লার আগে আজকের অনুষ্ঠানে বক্তব্য পেশ করেছেন অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমারি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল এবং মুখ্যমন্ত্রী ড় হিমন্তবিশ্ব শর্মা।

শহর জুড়ে শিবের নৃত্য, এক হাজার আট মঙ্গল ঘটের শোভাযাত্রায় মাতোয়ারা বাঁকুড়া

বাঁকুড়া, ৩০ জুলাই (হি. স.) : শিবের জন্মমাস হিসাবে সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে শ্রাবণী উৎসব শুরু হয়েছে বাঁকুড়া শহর লাগোয়া প্রাচীন এক্তেশ্বর শিব মন্দিরে।উৎসব উপলক্ষে রবিবার সকালে এক হাজার মঙ্গল ঘট নিয়ে শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে মন্দিরে সমাপ্ত হয়।

বর্নাঢ্য শোভাযাত্রায় মহিলা ঢাকিদের ঢাক বাদ্য,মহিলা শিল্পীদের নাচ এর সাথে অন্যতম আকর্ষণ শিবের নৃত্য।বারোজন শিবের সাজে সজ্জিত হয়ে মিছিলে নৃত্য শুরু করেন।সারা রাস্তা তারা উদ্বাহু হয়ে ভোলেবাবার নামে নৃত্য করেন যা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এক্তশ্বর মন্দির উন্নয়ন কমিটি কয়েক বছর ধরে শ্রাবণী উৎসব পালন করে আসছে।অন্যতম উদ্যোক্তা রমেশ মোরারকা জানান দীর্ঘ কয়েক বছর ধরেই সারা শ্রাবণ মাস জুড়ে উৎসব পালন করা হচ্ছে।প্রতিদিন সন্ধ্যায় বাবার সৃঙ্গার, বিশেষ পূজাপাঠের আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও আয়োজন করা হয়েছে অন্নকূটের।ওইদিন প্রায় পঁচিশ হাজার ভক্ত নরনারী দুপুরে প্রসাদ গ্রহন করবেন।

কুলগামে ‘নিখোঁজ’ ভারতীয় সেনার জওয়ান

কুলগাম, ৩০ জুলাই (হি.স.) : কাশ্মীরের কুলগামে বাজারে জিনিস কিনতে গিয়ে নিখোঁজ হয়ে গেলেন ছুটিতে বাড়ি ফেরা ভারতীয় সেনার এক জওয়ান। শনিবার রাত থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না ওই জওয়ানকে। শনিবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ জাভেদ আহমেদ ওয়ানি নিজের গ্রামের কাছের একটি বাজারে গিয়েছিলেন বাড়ির কিছু জিনিস কিনতে। সেখান থেকেই নিখোঁজ হয়ে যান তিনি। সেনা সূত্রে খবর, কয়েক দিন আগেই বাড়ি ফিরেছিলেন জওয়ান জাভেদ আহমেদ ওয়ানি। তিনি লাদাখের লেহতে কর্মরত ছিলেন। তাঁর বাড়ি কাশ্মীরের কুলগামে। পরিবার জানাচ্ছে, শনিবার রাতে কিছু জিনিস কেনার জন্য গাড়ি নিয়ে চোয়ালগামে গিয়েছিলেন জাভেদ। রাতে আর ফেরেননি। উদ্বিগ্ন পরিবার পুলিশ এবং সেনা আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে। সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় তল্লাশি অভিযান।

কিন্তু এখনও পর্যন্ত জাভেদের সন্ধান মেলেনি। তাঁর গাড়ি উদ্ধার হয়েছে। জাভেদকে খোঁজাখুঁজি করার সময় পারানহাল নামে একটি গ্রামে গাড়িটি পাওয়া গিয়েছে। ওই জওয়ানের জুতোও গাড়ির কাছে পাওয়া গিয়েছে বলে খবর। পরিবারের দাবি, জাভেদের গাড়িতে রক্তের দাগ লেগে ছিল। প্রাথমিক ভাবে তারা মনে করছে, জাভেদকে অপহরণ করা হয়েছে। কাশ্মীরে ই ভাবে সেনা কর্মীদের অপহরণ নতুন ঘটনা নয়। এর আগেও একাধিকবার এই কাণ্ড ঘটিয়েছে জঙ্গিরা। এবারেও কোনও জঙ্গি গোষ্ঠী তাঁকে অপহরণ করে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। সেক্ষেত্রে জাভেদের কাছ থেকে সেনার গোপন তথ্য হাতানোর চেষ্টা করতে পারে জঙ্গিরা। সেটাই উদ্বেগের সবচেয়ে বড় কারণ।

বরাউনি-কাটিহার রেল লাইন থেকে উদ্ধার যুবকের মৃতদেহ

বেগুসরাই, ৩০ জুলাই (হি.স.) : বিহারের বরাউনি-কাটিহার সিংদহ গ্রামের কাছে রেললাইনের পাশ থেকে এক যুবকের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। নিহত আয়ান আলম কাটিহারের বাসিন্দা।

জানা গেছে, রবিবার সকালে কয়েকজন রেললাইনের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ডাউন লাইনের পাশে এক যুবকের দেহ পড়ে থাকতে দেখেন। পরে জিরো মাইল সাব-স্টেশন পুলিশকে খবর দেওয়া হয়। ঘটনার খবর পাওয়া মাত্রই পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। মৃতের কাছ থেকে মুম্বই থেকে কাটিহার যাওয়ার লোকমান্য তিলক এক্সপ্রেসের টিকিট পাওয়া

বাইপাস সার্জারির জন্য সুজয়কৃষ্ণ ভদ্রকে স্থানান্তরিত করা হল এসএসকেএম-এর কার্ডিওলজি বিভাগ থেকে

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.) : নিয়োগ দুর্নীতিকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে ‘কালীঘাটের কাকু’-কে বাইপাস সার্জারির জন্য স্থানান্তরিত করা হল এসএসকেএম-এর কার্ডিওলজি বিভাগ থেকে।

যদিও, এই অসুস্থতার মধ্যেই জামিন চেয়ে হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। পছন্দের হাসপাতালে বাইপাস সার্জারি করতে চান তিনি।

সেই কারণে অন্তবর্তী জামিন চেয়ে বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষের এজলাসে আর্জি জানান ‘কালীঘাটের কাকু’। এর আগেও একই আবেদন নিয়ে নিম্ন আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলেন সুজয়কৃষ্ণ। কিন্তু তাঁর আবেদন খারিজ করে দেয় কোর্ট। রবিবার বাইপাস সার্জারির জন্য ‘কালীঘাটের কাকু’-কে কার্ডিওলজি বিভাগ থেকে সিটিভিএসে স্থানান্তরিত করা হয়েছে। এসএসকেএম সূত্রে খবর, ‘কালীঘাটের কাকু’-র আর্টারিতে ব্লকেজ রয়েছে। করা হয়েছে করোনারি অ্যাঞ্জিওগ্রাফি। ট্রিপল ভেসেল ডিজিজে আক্রান্ত সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র।

পঞ্চায়েত দখল করতে সেই বিক্ষুব্ধ দের দলে টানলো তৃণমূল

বাঁকুড়া , ৩০ জুলাই (হি. স.) : তৃণমূলের সেকেন্ড ইন কমান্ড অভিষেক বন্দোপাধ্যায় বাঁকুড়ায় নির্বাচনী প্রচারে এসে দলের বিক্ষুব্ধদের হুশিয়ারি দিয়ে ঘোষনা করেছিলেন টিকিট না পেয়ে যারা নির্দল বা অন্যদলের টিকেটে দাঁড়াবেন, দলের দরজা তাদের জন্য চিরতরে বন্ধ হয়ে যাবে।প্রয়োজন হলে তৃণমূল পঞ্চায়েতে বিরোধী হয়ে থাকবে তবুও নির্দলদের দলে সান হবে না।এই হুঙ্কারে দলের প্রভাবশালী কর্মীরা পাত্তাই দেয় নি, শুধু তাই নয় দলের প্রার্থীদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জিতে গেছেন।এমন কি বেশ কয়েকটি পঞ্চায়েতে তারাই নির্নায়কের ভূমিকায়।কাজেই পঞ্চায়েত নির্বাচনের প্রচারে যিনি ছিলেন গদ্দার, নির্বাচনে জিতে দলে যোগ দিতেই তিনি হয়ে গেলেন উন্নয়নের সাথী। এই ঘটনার স্বাক্ষী এ রাজ্যের বহু পঞ্চায়েত। এ রকমই দুজন শাসকদলের প্রার্থীকে হারিয়ে বিজয়ী হয়ে ফেরকর যোগ দিলেন তৃণমূলে। ফলে বাঁকুড়ার আরও ২ টি ত্রিশঙ্কু গ্রাম পঞ্চায়েতের দখল নিল তৃনমূল। বাঁকুড়া ১ নং ব্লকের কেঞ্জাকুড়া ও আন্দারথোল গ্রাম পঞ্চায়েত দুটি ত্রিশঙ্কু অবস্থায় ছিল এই দুটি পঞ্চায়েত দখল করতে অবশেষে সেই বিক্ষুব্ধ দের শরন নিতে হোল। জেলার ১৯০ গ্রাম পঞ্চায়েতের মধ্যে মাত্র ১০ টি পঞ্চায়েত দখল করেছে বিজেপির এবং ১৮ টিতে হয়েছে ত্রিশঙ্কু।বাকি ১৬২ টি রয়েছে তৃণমূলের দেখলেই।বিক্ষুব্ধদের সহায়তা য় ত্রিশঙ্কু এই ২ টি পঞ্চায়েত দখলে আসায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত বোর্ড গঠনে আর কোনো বাধা রইলো না।

কিন্তু নির্বাচনী সফরে এসে দলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোষণা করেছিলেন যারা দলে টিকিট না পেয়ে নির্দল হয়ে ভোটে লড়বেন দলে তাদের দরজা চিরতরে বন্ধ তাহলে কেন সেই নির্দলদের দলে নেওয়া হচ্ছে। এনিয়ে বিরোধীরা যেমন তৃণমূলের নীতি আদর্শ নিয়ে কটাক্ষ করছেন তেমনি দলেরই ভিতরে চাপা ক্ষোভ দেখা দিয়েছে। তাদের মতে এতে দলের শৃঙ্খলা বলে কিছু থাকবে না। গোষ্ঠী কোন্দল আরও বাড়বে। ২০ আসনের কেঞ্জাকুড়া গ্রাম পঞ্চায়েতে তৃণমূল ১০ টি , বিজেপি ৭, নির্দল ৩ ও কংগ্রেস ১ টি আসনে জয়ী হয়। কংগ্রেসের প্রতীকে জেতা বিক্ষুব্ধ তৃণমূলী সন্টু চন্দ তৃনমূলে যোগ দেওয়ায় গরিষ্ঠতা পায় তৃনমূল। অপর দিকে ২০ আসনের আন্দারথোল পঞ্চায়েতেও তৃণমূল ১০ টি , বিজেপি ৬ ও সিপিআইএম ও নির্দলরা ২ টি করে আসন পায়। এখানে টিকিট না পেয়ে নির্দল হিসেবে মনোনয়ন দেয় মনসুর হবিবুল্লা খান। বাঁকুড়ার তৃণমূল ভবনে জয়ী নির্দল প্রার্থী মনসুর হবিবুল্লা খান ও কংগ্রেসের সন্টু চন্দকে দলের পতাকা ধরিয়ে দলে টেনে নিলেন তৃণমূলের বাঁকুড়া জেলা সভাপতি দিব্যেন্দু সিংহ মহাপাত্র। মনসুর সাহেব স্বীকার করেন দলের টিকিট না পেয়েই তিনি নির্দল হিসেবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন।

ফের নিজের ঘরে ফিরে ভালো লাগছে। সন্টু চন্দও টিকিট না পেয়ে কংগ্রেসের হয়ে লড়াই করে জয়ী হন। কিন্তু দিব্যেন্দু সিংহ মহাপাত্র বলেন, তৃণমূলের উন্নয়ন দেখে অন্য দল থেকে কেউ এলে তিনি স্বাগত। দুজনেই আগে আমাদের দল করতেন না।

পিকআপ ভ্যান ও জিপের মুখোমুখি সংঘর্ষে দুইজন নিহত, আহত চারজন

ভিলওয়ারা, ৩০ জুলাই (হি. স.) : রাজস্থানের করেদা এলাকায় একটি পিকআপ ভ্যান ও একটি জিপের মুখোমুখি সংঘর্ষে ঘটনাস্থলেই দুইজন নিহত এবং চারজন গুরুতর আহত হন। আহতদের ভিলওয়ারার মহাত্মা গান্ধী হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য ভর্তি করা হয়েছে। কারেদা এলাকার বেমালি ক্রসিংয়ের কাছে এ দুর্ঘটনা ঘটে। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কারেদা থানার পুলিশ। কারেদা থানার ইনচার্জ ওমপ্রকাশ গৌরা জানিয়েছেন , শনিবার গভীর রাতে বেমালি মোড়ের কাছে কারেদা এলাকার মধ্য দিয়ে যাওয়া মন্ডল-কমলিঘাট হাইওয়েতে একটি পিকআপ ভ্যান গাড়ি এবং একটি জিপের মধ্যে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মারা যান কারেদা এলাকার আমডালা গ্রামের বাসিন্দা নোরাত গুর্জার এবং ছোটু সিং। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে নিহত দুজনের দেহ কারেদা কমিউনিটি হাসপাতালের মর্গে রাখে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হয়েছেন দেবীলাল গুর্জার, শিব সিং এবং শঙ্করলাল সহ আরও একজন। যাদের অ্যাম্বুলেন্সের সাহায্যে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য কারেদা হাসপাতালে আনা হয়েছিল, যেখানে তাদের গুরুতর অবস্থা বিবেচনা করে তাদের ভিলওয়ারার মহাত্মা গান্ধী হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার হাতে দ্বারোদ্ঘাটিত নবনির্মিত অসম বিধানসভা ভবনের নতুনত্ব

গুয়াহাটি, ৩০ জুলাই (হি.স.) : অসম বিধানসভার অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষ যথাক্রমে বিশ্বজিৎ দৈমারি ও ডা. নোমল মমিন, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা, কেন্দ্রীয় দুই মন্ত্রী সর্বানন্দ সনোয়াল ও রামেশ্বর তেলি, রাজ্যের সব মন্ত্রী ও বিধায়ক, বিরোধী দলনেতা দেবব্রত শইকিয়া সহ বহু বিশিষ্টজনদের সঙ্গে নিয়ে আজ রবিবার (৩০ জুলাই) সকাল ১১:০৫টায় প্রায় ৩৫১ কোটি টাকা ব্যয়ে নবনির্মিত অত্যাধুনিক অসম বিধানসভা ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করেছেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা। নবনির্মিত ভবনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে অংশগ্রহণ করেছেন বিধানসভার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, বেশ কয়েকজন প্রাক্তন বিধায়কও। তবে লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লার হাতে দ্বারোদ্ঘাটিত নবনির্মিত দ্বিতল---বিশিষ্ট অসম বিধানসভা ভবনের নতুনত্ব কী? সবকিছু জানিয়েছেন অসম বিধানসভার উপাধ্যক্ষ ডা. নোমাল মমিন। তিনি জানান, প্রায় ১৮,৪৫৯ বর্গমিটার এলাকাজুড়ে নির্মিত এই নতুন ভবন নির্মাণে প্রায় ৩৫১ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। জানান, অত্যাধুনিক, সমস্ত সুবিধা সংবলিত, দৃশ্যনন্দন বিধানসভার নবনির্মিত ভবনের অন্দরমহল সাজিয়ে তোলা হয়েছে 'বৃন্দাবনী বস্ত্র' (মধ্যযুগে অসমিয়া হস্ততাঁত শিল্পের দৃষ্টিনন্দন বস্ত্র দিয়ে অষ্টাদশ শতকে একটি ড্রেসিং গাউন তৈরি করেছিলেন জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশ)-এর আদলে। ভবিষ্যতে অসমের সব লোকসংস্কৃতি বিধানসভায় সংযোজন করা হবে। বিধানসভার নতুন প্রকল্পে ঐতিহ্য ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সমাহার ঘটানো হয়েছে। নতুন বিধানসভা ভবনে মুখ্যমন্ত্রীর কক্ষে রয়েছে একটি বিশেষ সভাকক্ষ। ওই সভাকক্ষে ১২৬ জন বিধায়কের সঙ্গে বৈঠকের সুব্যবস্থা থাকবে। ভবিষ্যতের প্রতি লক্ষ্য রেখে ভবনে ব্যবস্থা করা হয়েছে বর্তমানের ১২৬-এর পরিবর্তে ১৮৬টি আসনের।

উপাধ্যক্ষ জানান, এছাড়া রয়েছে ই-বিধান ব্যবস্থা। সদস্য-আসনের সঙ্গে একটি করে ল্যাপটপ সংলগ্ন থাকবে। নতুন বিধানসভা ভবনে একটি রে লিফট, এখন গ্লাস লিফট এবং একটি এস্কেভেটর সংযোজন করা হয়েছে। গোটা ভবন শীততাপ নিয়ন্ত্রিত। অন্যদিকে বিধানসভা ভবনের কাছে এখন নির্মীয়মাণ অবস্থায় রয়েছে প্রায় ১৫ তল-বিশিষ্ট বিধানসভা সচিবালয়।

বিধানসভার নতুন ভবন নিমাণ করছে সিমপ্লেক্স স্ট্রাকচার নামের এক নির্মাণ সংস্থা। এর ইন্টিরিওর ডিজাইনের দায়িত্বে রয়েছে জেডি ক্রিয়েশন। ডা. নোমাল মমিন বলেন, ২০১১ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি অসম বিধানসভার এই নতন ভবন ও সচিবালয় নির্মাণের শিলান্যাস করেছিল তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্রী তরুণ গগৈ। পরবর্তীতে নানা কারণে ভবনের নির্মাণকাজ স্থবির হয়ে পড়ে। তবে রাজ্য সরকার বদল হয়। ২০২১ সাল থেকে বিধানসভার নতুন ভবনের নির্মাণকাজ জোরগতিতে চলতে থাকে। আজ এই নতুন ভবনের আনুষ্ঠানিকভাবে দ্বারোদ্ঘাটন করেন লোকসভার অধ্যক্ষ ওম বিড়লা।

ঘুষের টাকা নিতে গিয়ে দুর্নীতি দমনের হাতে ধৃত আসাম পুলিশের এসআই

যোরহাট (অসম), ৩০ জুলাই (হি.স.) : ঘুসের টাকা নিতে গিয়ে দুর্নীতি দমনের হাতে পাকড়াও হলেন যোরহাট সদর থানার এক সাব-ইনস্পেক্টর (এসআই)। ঘটনা আজ সকালে রবিবার সংঘটিত হয়েছে।ঘুসের ২০ হাজার টাকা সহ ধৃত এসআই-এর নাম প্রণব নাথ। প্রণব নাথের বিরুদ্ধে অভিয়োগ, একটি মামলার দফারফা করতে জনৈক অভিযুক্তের কাছে তিনি মোটা অঙ্কের টাকা দাবি করেছিলেন তিনি। কিন্তু অভিযোগকারী পুলিশের এসআই নাথের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ করেন ভিজিল্যান্স ও দুর্নীতি দমন সেলের কাছে। অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে পাকড়াও করতে ফাঁদ পাতেন দুর্নীতি দমনের আধিকারিকরা। ওই ফাঁদে পা দিয়ে ফেঁসে গিয়ে হাতেনাতে ধরা পড়ে যান এসআই প্রণব নাথ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

মান্দাইয়ে জনজাতি মোর্চার কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। রবিবার মান্দাই বিধানসভা কেন্দ্রের খোরাং কমিউনিটি হলে ভারতীয় জনতা জনজাতি মোর্চার উদ্যোগে এক কার্যকর্তা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রিসহ অন্যান্যরা। তিনি বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে কার্যকর্তাদের সাথে মতবিনিময় প্রকাশ করেন ন আগামী ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিজীকে কিভাবে পুনরায় জেতানো যায় তার পরিপ্রেক্ষিতে আগাম নানা পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করেন। উপস্থিত ছিলেন জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা এবং বিধায়ক রাম পদ্ম জমাতিয়া, টিআরপিসির চেয়ারম্যান পাতালকন্যা জমাতিয়া, মন্ডলের বিভিন্ন কর্মকর্তারা।

যুব মোর্চার উদ্যোগে জোলাইবাড়ী বিজেপির কার্যালয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ৩০ জুলাই।। আগামী অর্থ বছরের বাজেটকে কেন্দ্রকরে আজকের এই আলোচনা সভা অনুষ্ঠীত করলো যুব মোর্চা। যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই আলোচনা সভায় সাংগঠনিক বিভিন্নদিকগুলো নিয়েও আলোচনা করাহয়। আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি মনোনিত প্রার্থীকে কিভাবে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করাযায় তানিয়েও আলোচনাকরাহয় আজকের এই আলোচনা সভায়। যুব মোর্চার উদ্দ্যোগে আয়োজিত আজকের এই আলোচনাসভায় উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের জনপ্রীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী শুক্লাচরন নোয়াতিয়া, জোলাইবাড়ী বিধানসভা কেন্দ্রের মুক্তির কান্ডারী মন্ডল সভাপতি অজয় রিয়াং, জোলাইবাড়ীর যুবকদের আইকন যুব মোর্চার মন্ডল সভাপতি কেশব চেঁধুরী, যুব মোর্চার দক্ষিন জেলার সভাপতি বিপুল ভৌমিক সহ অন্যান্যরা।

হরিহরপাড়ায় পঞ্চায়েত ভোটে নিহত সিপিএম কর্মীর পাশে দল, বাড়িতে গেলেন সেলিম

হরিহরপাড়া, ৩০ জুলাই (হি.স.) : ভোটের দিন মারধরের ঘটনায় জখম সিপিএম কর্মী রিন্টু শেখের চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয়েছিল হাসপাতালে। সেই রিন্টুর পরিবারের পাশে দাঁড়ালো সিপিআইএম রাজ্য এবং জেলা কমিটি। রবিবার সকালে ওই গ্রামে পৌঁছলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এবং জেলা সিপিএম সম্পাদক জামির মোল্লা। নিহত পরিবারের হাতে রাজ্য কমিটি থেকে ১ লক্ষ টাকা এবং জেলা থেকে ৫০ হাজার টাকা তুলে দেওয়া হল। নিহতের দুই ছেলের পড়াশোনার দায়িত্ব নিল সিপিএম। এদিকে ওই মৃত্যুর ঘটনায় তৃণমূল জড়িত বলে দাবি সিপিএমের।

প্রসঙ্গত, ভোটের হরিহরপাড়া ব্লকের নিয়ামতপুর গ্রামে ভোটের দিন আক্রান্ত হওয়ার পর মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি করা হয়েছিল রিন্টুকে। এরপর শারীরিক অবস্থা অবনতি হওয়ার কারণে কলকাতার এন আর এস হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয় তাঁকে। চিকিৎসারত অবস্থায় গত ১৬ জুলাই মৃত্যু হয় রিন্টু শেখের। এদিন সেই রিন্টুর পরিবারের পাশে দাঁড়ালো সিপিআইএম রাজ্য এবং জেলা কমিটি। এই ঘটনায় মহম্মদ সেলিম বলেন, ভোটের দিন গুন্ডাবাহিনীরা ভোট লুট করেছিল। সে রকম ভাবেই নিয়ামতপুর গ্রামে তৃণমূলের ভোট লুট করার সময় বাধা দিতে গিয়েছিল সিপিএম কর্মী সমর্থকেরা। সেই সময় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা লোহার রড, লাঠি দিয়ে মারধর করে একাধিক সিপিএম কর্মী সমর্থককে। সেই ঘটনায় রিন্টু শেখের মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে।এরপর তার কলকাতায় মৃত্যু হয়। সেলিম বলেন, এধরনের ঘটনা চলতে পারে না। ওই খুন পরিকল্পিত, তার জন্য দায়ী রাজ্য সরকার। আমরা আদালতের মধ্যে আইনি লড়াই লড়ব। রাস্তা ঘাটেও লড়াই চলবে।

ঢাকুরিয়ায় মদের দোকানে ব্যক্তিকে পিটিয়ে খুন! ব্যাপক উত্তপ্ত এলাকা

কলকাতা, ৩০ জুলাই (হি.স.) : কলকাতার ঢাকুরিয়ায় মদের দোকানে বচসার জেরে ক্রেতাকে পিটিয়ে খুনের অভিযোগ দোকানের কর্মীদের বিরুদ্ধে। রবিবার এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। অভিযুক্তকে কঠোরতম শাস্তির দাবিতে ঢাকুরিয়া মোড় অবরোধ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এই মুহূর্তে বন্ধ যান চলাচল। ঘটনাস্থলে রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিশ। খবর পেয়ে পৌঁছেছেন স্থানীয় কাউন্সিলর বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। কী কারণে এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটল, সে বিষয়ে এখনও কিছু জানা যায়নি। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ঢাকুরিয়ার ওই মদের দোকানে মদ কিনতে যান এলাকারই এক যুবক। তাঁর সঙ্গে দোকানের কর্মীদের কোনও কারণে বচসা হয়। এরপরই ওই ক্রেতাকে চুলের মুঠি ধরে টেনে নিয়ে গিয়ে কিল, চড়, ঘুসি মারতে থাকে কর্মীরা। সিসিটিভি ফুটেজে মারধরের ছবি স্পষ্ট। এরপর ক্রেতাকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

এরপরই স্থানীয় বাসিন্দা কার্যত খেপে ওঠেন। ঢাকুরিয়া মোড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধ করেন। তাঁদের দাবি, খুনের ঘটনায় অভিযুক্তদের তাঁদের হাতে তুলে দিতে হবে। ফাঁসির দাবি তোলেন স্থানীয়রা। খবর পেয়ে রবীন্দ্র সরোবর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করে।পৌঁছে যান তৃণমূল কাউন্সিলর বৈশ্বানর চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, ”ওসি আমাকে জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার কঠোর শাস্তি হবে। তবে এ ধরনের ঘটনা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। এলাকার ছেলে মদ কিনতে গিয়েছিল ওয়াইন শপে। সেখানে এমন কী হয়েছিল যে পিটিয়ে মেরে ফেলার মতো ঘটনা ঘটল? এমনটা হলে এখানে ব্যবসা করা যাবে না। মদের দোকান তুলে দিতে হবে।”

তবে পুলিশ, স্থানীয় কাউন্সিলর কারও উপস্থিতিকেই গুরুত্ব দিতে চাইছেন না অবরোধকারীরা। তাঁরা নিজেদের দাবিতে অনড়। পুলিশকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন তাঁরা। এদিকে, ঢাকুরিয়া মোড়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ রাস্তা অবরোধের জেরে রাস্তায় বিশাল যানজট তৈরি হয়েছে।

সেপটিক ট্যাঙ্কে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু হল নয়াগ্রামের দুই শ্রমিকের

সিউড়ি, ৩০ জুলাই (হি. স.) : ওড়িশার খুরদা জেলায় সেপটিক ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করতে নেমে মৃত্যু হল বীরভূমের পাইকর থানার নয়াগ্রামের দুই শ্রমিকের। মৃতদের নাম সাফিকুল শেখ ও গোলশাহানুর শেখ।

সূত্রের খবর, ধাউলি থানার রঘুনাথগঞ্জ এলাকায় লাকায় একটি নির্মীয়মান বাড়িতে কাজ করতে নেমে ছিলেন দুই শ্রমিক। তাঁদের সহকর্মীরা জানাচ্ছেন, বাড়িটির ঠিকাদার প্রথমে সাফিকুলকে সেপটিক ট্যাঙ্কে নামতে বলেন। সেই মতো তিনি নেমেও যান। কিন্তু, তারপর বেশ কিছুক্ষণ তাঁর আর কোনও সাড়া শব্দ পাওয়া যায়নি। অজ্ঞান হয়ে গিয়েছেন ভেবে উদ্বেগ বাড়ে বাকিদের মধ্যে। তখনই তাঁর খোঁজে ভিতরে ঢোকেন গোলশাহানুর শেখ। কিন্তু, ঢোকা মাত্রই তিনিইও অজ্ঞান হয়ে যান বলে খবর। বাকি সহকর্মীরা তাঁদের উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালেও শেষ রক্ষা হয়নি। চিকিৎসকেরা তাঁদের মৃত বলে ঘোষণা করেন। ধাউলি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখেছে। দুই শ্রমিকের দেহ ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়াও শুরু হয়েছে। ঘটনায় শোকের ছায়া নয়াগ্রামে। তবে কখন দুই শ্রমিকের দেহ তাঁদের পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে সে বিষয়ে এখনও পর্যন্ত বিশদে কিছু জানা যায়নি।

গুরু বা শিক্ষকরা হচ্ছেন সমাজের পথ প্রদর্শক : কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। সিপাহীজলা জেলাভিত্তিক গুরু পূর্ণিমা উৎসব আজ সোনামুড়া মহকুমার মাছিমা কমিউনিটি হলে অনুষ্ঠিত হয়। সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্ক'তি কার্যালয়ের উদ্যোগে এই উৎসবের আয়োজন করা হয়। উৎসবের উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায়বিচার ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিপাহীজলা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি পিন্টু আইচ, মোহনভোগ ব্লকের প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শ্রীবাস ভৌমিক, কাঁঠালিয়া ব্লকের প'ায়েত সমিতির শিক্ষা বিষয়ক স্থায়ী কমিটির সভাপতি বিন্দ দেবনাথ প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন কাঁঠালিয়া ব্লকের প'ায়েত সমিতির চেয়ারম্যান পুপ ভৌমিক দেবনাথ। উৎসবের উদ্বোধন করে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী শ্রীমতি ভৌমিক বলেন, গুরু বা শিক্ষকরা হচ্ছেন সমাজের পথ প্রদর্শক। তাঁরা সমাজকে অন্ধকার থেকে আলোর পথে নিয়ে যান। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সোনামুড়া মহকুমার মহকুমা শাসক মানিকলাল দাস, বৌদ্ধ ধর্মগুরু কে ভিক্ষু, বিশিষ্ট গুরু সুকুমার দেবনাথ বৈষ্ণব প্রমুখ। স্বাগত বক্তব্য রাখেন সিপাহীজলা জেলা তথ্য ও সংস্ক'তি কার্যালয়ের উপঅধিকর্তা পা'লী দেববর্মা। জেলাভিত্তিক এই গুরু পূর্ণিমা উৎসবে সিপাহীজলা জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত ২২ জন ধর্মীয় গুরু এবং শিক্ষকদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা নৃত্য, সংগীত পরিবেশন করে।

মেলারমাঠে ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। মাসের শেষ রবিবার প্রধানমন্ত্রীর মন কি বাত অনুষ্ঠান শুনলেন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা। মেলার মাঠের ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে এই অনুষ্ঠান উনি শোনেন।মন কি বাত অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে আজকের এপিসোডে যে যে কথাগুলি প্রধানমন্ত্রী বলেন বিশেষ করে নেশা মুক্ত সমাজ গঠন নিয়ে তা মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন।রাজ্য সরকার রাজ্যকে নেশা মুক্ত করার জন্য যেভাবে অভিযান শুরু করেছে তা তিনি তুলে ধরেন। পাশাপাশি সাংবাদিকদের প্রশ্নোত্তরে টি সি এর অচল অবস্থা নিয়ে উনি জানান রাজ্য সরকার এব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না।টিসি এর ব্যাপার হচ্ছে ক্লাব গুলি নিয়ে। কাজেই রাজ্য সরকার এখানে কোন হস্তক্ষেপ করবে না। তবে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটলে অবশ্যই রাজ্য সরকার সেই দিকটা দেখবে। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী ওনার ক্লাব ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন যেখানে উনি ব্যাডমিন্টন অনুশীলন করতেন সেখানে গিয়ে ব্যাডমিন্টন খেলায় অংশগ্রহণ করেন। মুখ্যমন্ত্রীকে কাছে পেয়ে ক্লাবের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে এলাকার মানুষজন দারুন খুশি।

প্রতিবেশী

● প্রথম পাতার পর

শিউলি বেগম জানিয়েছেন, তিনি গায়ে আগুনের তাপ অনুভব করে ঘুম থেকে ওঠেন সেই সময় তিনি তার ১২ বছরের ছেলেকে নিয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন বিছানায়। ঘুম থেকে উঠে তিনি দেখেন ঘরের ভেতরে আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। তৎক্ষণাৎ তিনি ঘরের দরজা খুলে ছেলেকে নিয়ে বাইরে বের হন এবং দেখতে পান বেশ কয়েকজন লোক ওখান থেকে পালিয়ে যাচ্ছে। সেই দৃশ্য দেখে তিনি ছেলেকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার শুরু করেন। উনার চিৎকারে

বাড়ির লোকজন ও স্থানীয়রা জড়ো হয় আগুন নেভানোর চেষ্টা করে।পরে খবর দেওয়া হয় ধর্মনগর দমকল অফিসে। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। এতে ঘরের আসবাব পত্র সহ নগদ পনেরো হাজার টাকা সহ স্বর্ণালংকার ও ছেলের বই খাতা ও জায়গার দলিলপত্র রেশন কার্ড পুড়ে ছাই হয়ে যায়।পরবর্তী সময়ে শিউলি বেগম অভিযুক্ত পাঁচ জনের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানায় লিখিত আকারে মামলা রুজু করেন। কিন্তু ঘটনার তিনদিন অতিক্রম হয়ে গেলেও অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করছে না পুলিশ।

পান্ডা গ্রেপ্তার

● প্রথম পাতার পর

অবৈধভাবে ড্রাগস পাচার চক্রের ২ পান্ডাকে আটক করে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ। তাদের কাছ থেকে একটি গাড়ি, দুটো মোবাইল ফোন, ব্রাউন সুগার উদ্ধার করতে সক্ষম হয় পূর্ব থানার পুলিশ।। পাশাপাশি এক বাইক সহ চোরকে আটক করে আগরতলা পূর্ব থানার পুলিশ।। এই বিষয় সম্পর্কে জানিয়েছেন সদর এস ডিপিও দেবপ্রসাদ রায়।।এদিকে, নেশা সেবনকারিদের বিরুদ্ধে অভিনব শাস্তি দিল বিশালগড়ের রঘুনাথপুর এলাকার জনগণ ! বিশালগড় রঘুনাথপুর এলাকার জনগণের হাতে ধরা পড়ে দুই ড্রাগস সেবনকারি। তাদের বাড়ি সোনামুড়া মহকুমায়। তাদের মধ্যে একজন পরে পালিয়ে যায়।

থানা ঘেরাও

● প্রথম পাতার পর

সেখানে গিয়ে রাকেশ দাসকে জিজ্ঞেস করে অনিমেষ পালের দোকানে কোন অবৈধ জিনিস আছে কিনা।তখন রাকেশ দাস সাফ জানিয়ে দেয় যদি কিছু পেয়ে থাকেন তাহলে নিয়ে নিন ,কোন সমস্যা নেই।

কিন্তু নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে অনিমেষ পাল অনেক লোকের সামনেই তাকে বিশ্রী বাসা ব্যবহার করতে থাকে। শুধু তাই নয়। তার দোকানে প্রবেশ করে সব কিছু ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। দোকানে বসেছিল দিনমজুর নান্টু বিশ্বাস নামে এক ব্যক্তি। রাকেশ দাসের সাথে কিছু বুঝে উঠতে না পেরে নান্টু বিশ্বাসকে দোকান থেকে উঠিয়ে থানায় নিয়ে আসে নিজের ক্ষমতা দেখিয়ে। আর এই খবর ছড়িয়ে পড়তেই উত্তেজিত হয়ে ওঠে এলাকার পুরুষ মহিলারা। সকলের একটাই বক্তব্য রাকেশ দাস কখনো মদ পান করেনি কিংবা মদের ব্যবসা করেনি। তাকে কেন হয়রানি করবে পুলিশ।

দোকানে কি ব্যবসা করতে পারবেনা পুলিশের যন্ত্রণায়। ক্ষিপ্ত হয়ে এলাকার জনগণ জড়ো হয়ে মধুপুর থানায় ঘেরাও করে রাত এগারোটা নাগাদ। দীর্ঘ কথার পর জনগণের কাছে মাথা নত করতে হলো সাব ইন্সপেক্টর অনিমেষ পালকে। পরবর্তী সময়ে নান্টু বিশ্বাসকে ছাড়তে বাধ্য হলো। ইদানিংকালে মধুপুর থানার একাংশ অফিসার কিংবা পুলিশ মধুপুর থানাটিকে নিজের ঘরের সম্পদ ভেবে লুটেপুটে খেয়ে নিচ্ছে। অথচ কেউ কিছু বলতে সাহস পাচ্ছে না। থানার বড়বাবু সহজ সরল প্রকৃতির পেয়ে যে পারে লুটে পুটে খাচ্ছে থানা থেকে। শনিবারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় পুলিশের প্রতি এলাকার জনগণের বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো। পুলিশ রক্ষকের ভূমিকা পালন না করে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে।

আহত যুবক

● প্রথম পাতার পর

সম্ভব হচ্ছে না পুলিশ এর ট্রাফিক পুলিশের তরফে। দুর্ঘটনা রোধে যানবাহনের গতি নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবী উঠেছে।

বেকারদের

● প্রথম পাতার পর

সরকার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ না করলে তারা বৃহত্তর আন্দোলনে শামিল হতে বাধ্য হবেন বলে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন।

ডেঙ্গু পরীক্ষা

● প্রথম পাতার পর

গ্রাম গুলিতে বাড়ি বাড়ি গিয়ে আশা ,অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের পাশাপাশি স্থানীয় গ্রামপঞ্চায়েতের প্রতিনিধিরা সচেতনতার বার্তা দিচ্ছেন। বাড়ির লোকদের অবহিত করা বাড়িঘরে তারা যেন আবর্জনা ও জমা জল না রাখেন। কারন এগুলি থেকেই ডেঙ্গুর বাহক এডিস মশার সৃষ্টি। এই এডিস মশা কামড়ালে ডেঙ্গুর সৃষ্টি হয়।

কমিশনের

● প্রথম পাতার পর

একইসঙ্গে রাজ্যের শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষের কাছে আহ্বান রাখা হয় প্রতিটি সভ্য সমাজে মহিলারা যাতে সুরক্ষিত থাকে তার জন্য প্রতিটি নাগরিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মহিলা কমিশনের চেয়ারম্যান বর্ণালী গোস্বামী সহ কমিশনের অন্যান্য সহকর্মীরা।

সড়ক অবরোধ

● প্রথম পাতার পর

ব্যবহার করা হয়। মধুপুর, বিশ্রামগঞ্জ এসপি অফিস থেকে পুলিশ কর্মীদের নাকার ডিউটিতে দেওয়া হয়। রাতে যাদেরই এই নাকা পয়েন্টে ডিউটি থাকে তাদের প্রত্যেকে মোটা অংকের টাকা নিয়ে সকালে বাড়িতে ফেরেন। তাই এই নাকা পয়েন্টে পুলিশ ডিউটি করতে খুব পছন্দ করে। অবৈধ পাচারের গাড়ি বাদ দিয়ে পুলিশ শুধুমাত্র স্থানীদের হেনস্থা করে বলে অভিযোগ করেন পথ অবরোধকারী যুবকরা। ঘটনার খবর পেয়ে বিশাল সংখ্যায় পুলিশ ও টিএসআর জওয়ানদের নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বিশালগড় থানার ওসি ইন্সপেক্টর তাপস দাস। তিনি অবরোধকারীদের সাথে কথা বলে সড়ক অবরোধ মুক্ত করেন। সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ইন্সপেক্টর তাপস দাস বলেন, দুই যুবক দ্রুতগতিতে বাইক বাইকে করে যাওয়ার পথে দূর্ঘটনার কবলে পরে। পরে এই দুর্ঘটনাকে অন্য ইস্যু বানিয়ে স্থানীয় কিছু উশৃংখল যুবক এসে নাকায় হামলা করে, রাস্তার উপর বসানো নাকার ট্রলি, পিচের ড্রাম সহ অন্যান্য সব কিছু রাস্তা থেকে উপড়ে ফেলে দেয়। কিছুক্ষন পথ অবরোধও করে তারা। পরে বিশাল সংখ্যায় পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছালে তারা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায় বলে জানান বিশালগড় থানার ওসি তাপস দাস। অভিযোগ পাল্টা অভিযোগে মধ্যরাত পর্যন্ত উত্তপ্ত ছিল নাকা পয়েন্ট সংলগ্ন এলাকাটি। তবে যারা এদিন পথ অবরোধ করেছিল তাদের অধিকাংশই অবৈধ পাচার বানিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বলে এলাকা সূত্রে খবর। অবৈধ বানিজ্যে ভাটা পরায় তারা দুর্ঘটনাকে অন্যরূপ দেওয়ার এই পন্থাকে অবলম্বন করেছে বলে ধারনা শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মহলের।

পিসিসি সভাপতি

● প্রথম পাতার পর

প্রদেশ কংগ্রেসের নবনিযুক্ত সভাপতি আশীষ কুমার সাহা। পাপিয়া ছড়া শো কর কালে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি বলেন, আগামী দিনে ত্রিপুরায় শক্তিশালী হবে কংগ্রেস। ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতির দায়িত্ব ভার গ্রহণের পর গোটা রাজ্যে কংগ্রেসের ভিত মজবুত করতে নেমে পড়েছেন সভাপতি আশীষ সাহা। রবিবার ঊনকোটি জেলার পাবিয়াছড়া বিধানসভার ব্লক কংগ্রেস ভবনে এসে সভাপতি দলীয় কর্মীদের আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পাহাড়ি আদিবাসীদের সঙ্গে নিয়ে ইতিমধ্যে যেন ময়দানে ঝাঁপিয়ে পরে কাজ শুরু করেন তার নির্দেশ দেন।

এইদিন আশীষ সাহার আগমনকে কেন্দ্র করে কংগ্রেস অফিসে স্থানীয় নেতৃত্ব সহ দলীয় কর্মীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এইদিন আশীষ সাহা বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্য প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রীর ভূমিকা নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন। এইদিন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতির আগমনকে কেন্দ্র পাবিয়াছড়া কংগ্রেস ভবনে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেস নেতৃত্ব দ্বিবচন্দ্র রাঙ্খল , প্রশান্ত সেন চৌধুরী ,পিসিসি সদস্য তরুণ সাহা ,পিসিসি সদস্য শ্যামল ভট্টাচার্যী , ব্লক প্রেসিডেন্ট অসিত দেব ,সহ অন্যান্যরা।

বিশালগড় থানা

● প্রথম পাতার পর

ঐদিন অভিযুক্ত লিটন মিয়া ধারালো অস্ত্র নিয়ে জাকির হোসেনকে মারার জন্য তার বাড়িতে গেলে জাকির হোসেনের স্ত্রী পারভিন আক্তার স্বামীকে বাঁচানোর জন্য সামনে এসে দাঁড়ালে লিটন মিয়া ধারালো বছর দিয়ে পারভিন আক্তারের মাথায় আঘাত করে। রক্তাক্ত হয়ে পারভিন আক্তার সঙ্গে সঙ্গেই মাটিতে লুটিয়ে পড়ে। পরে রক্তাক্ত অবস্থায় পারভিন আক্তারকে বিশালগড় মহাকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে উন্নত চিকিৎসার জন্য তাকে জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। ঘটনার পর জাকির হোসেন অভিযুক্ত লিটন মিয়ার বিরুদ্ধে বিশালগড় থানায় লিখিত আকারে মামলা দায়ের করে।

বর্তমানে পারভিন আক্তার জিবি হাসপাতালের মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। এদিকে ঘটনার পর থেকেই অভিযুক্ত লিটন মিয়া অর্থের বাহাদুরি দেখাতে শুরু করেছে। কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হল এত বড় একটি ঘটনা ঘটার পরেও থানায় মামলা দায়ের করার পরেও বিশালগড় থানার পুলিশ মামলা হাতে নেয়নি এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। গত দুইদিন সহ রবিবার পর্যন্ত ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে জাকির হোসেন বিশালগড় থানার দরজায় দরজায় ঘুরছেন। কিন্তু বিশালগড় থানার পুলিশ জাকির হোসেনকে মামলা নথিভূক্ত করার কোন প্রতিলিপি দেয়নি। সুবিচার পাওয়ার আশ্বাসও দেয়নি। পরে হতাশ হয়ে জাকির হোসেন বিশালগড় থানার সামনে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিশালগড় থানার পুলিশের ভূমিকা নিয়ে তীব্র খুব প্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন মামলা করার দুইদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরেও বিশালগড় থানার পুলিশ মামলা হাতে নেয়নি এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। তাই জাকির হোসেন এই ঘটনার সুষ্ঠু বিচারের দাবিতে রাজ্য প্রশাসন এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার কাছে আর্জি জানিয়েছে।

বিলোনীয়ার বহু মানুষ

● আটের পাতার পর হাতে এভাবে সর্বস্বান্ত হওয়া কয়েকজন ব্যক্তি। সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এতটাই উত্তপ্ত হয় যে,খবর দিতে হয় বিলোনিয়া থানার পুলিশকে, পুলিশের হস্তক্ষেপে মানিক-সাবিত্রী যুগলকে তুলে নেওয়া হয় বিলোনিয়া থানায়। স্বামী স্ত্রীর কাছ থেকে রবীন্দ্র বাবুর টাকা উদ্ধারের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা করেন থানার পুলিশ। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফিরে আসে রবীন্দ্র বাবুর স্ত্রী ও পুত্রের মনে। তবে ঘটনাস্থল থেকেই চুষে নেওয়া টাকা ফেরতের প্রতিবাদ জানায়- সর্বস্বান্ত হওয়া বিলোনিয়ার গ্রাহকগন , সবশেষে এই দম্পতি মানিক-সাবিত্রী সকলের টাকা ফেরৎ না দিয়ে রেহাই পাবে কিনা- এখন সেটাই দেখার বিষয়।

সমস্যায় স্থানীয়রা

● আটের পাতার পর নিয়ে যেতে পারছে না। বাধ্য হয়ে অসুস্থ রোগীদের বাঁশের চাঙ্গারি করে অনেকটা দূর পেরিয়ে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হচ্ছে। এলাকাবাসীরা আক্ষেপের সুরে আরো জানান শুধুমাত্র ভোট আসলে নেতা-নেত্রীরা তাদের গাল ভরা প্রতিশ্রুতি দেন। এরপর ভোট শেষে তাদের আর দেখা পাওয়া যায় না। এভাবে ভোট আসে ভোট যায় তবু তাদের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন ঘটে না।

প্রণামী বাক্সের টাকা পয়সা লুট

● আটের পাতার পর মন্দির কর্তৃপক্ষ এই বিষয়টি প্রত্যক্ষ করতে পেরে সঙ্গে সঙ্গে খবর দেয় তেলিয়ামুড়া থানায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে তেলিয়ামুড়া থানার পুলিশ এবং একটি চুরির মামলা হাতে নিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করে। উল্লেখ্য, বিগত কয়েক দিনের মধ্যে তেলিয়ামুড়ার বেশ কয়েকটি মন্দিরে এই ধরনের চুরির ঘটনা ঘটেছে। ফলে প্রশ্ন উঠছে তেলিয়ামুড়া থানা এলাকার রাত্রিকালীন পুলিশি ব্যবস্থার সক্রিয়তা নিয়ে।। অবিলম্বে রাত্রিকালীন পুলিশে টহল বৃদ্ধি করা এবং জননিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে।

াঙ্গন

দেওধর ট্রফি : পূর্বাঞ্চলের বিজয় রথ থামিয়ে ফাইনাল নিশ্চিত দক্ষিণাঞ্চলের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। পূর্বাঞ্চলের বিজয় রথ থামিয়ে দিল দক্ষিণাঞ্চল। দেওধর ট্রফির ফাইনাল নিশ্চিত করতে হলে মনিশঙ্করের টিম পূর্বাঞ্চলকে আগামী ১লা আগস্টের ম্যাচে জয় ছিনিয়ে নিশ্চিত করতে হবে। এদিকে দক্ষিণাঞ্চল টানা চতুর্থ ম্যাচে জয় ছিনিয়ে ফাইনালে খেলা নিশ্চিত করে নিয়েছে। দক্ষিণাঞ্চল আজ, রবিবার দুর্দান্তভাবে ৫ উইকেটের ব্যবধানে পূর্বাঞ্চলকে পরাজিত করেছে। অপর খেলায় মধ্যাঞ্চল আট উইকেটের ব্যবধানে উত্তর পূর্বাঞ্চলকে পরাজিত করে টুর্নামেন্টের প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে। পুদুচিরিতে ছয় দলীয় গ্রুপ লীগের খেলায় দক্ষিণাঞ্চল বনাম পূর্বাঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে আজ প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে পূর্বাঞ্চল ৪৬ ওভারে ২২৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। দলের পক্ষে বিরাট সিংয়ের ৪৯ রান, শুভ্রাংশু সেনাপতির ৪৪ রান, আকাশ দ্বীপের ৪৪ রান, মুক্তার হোসেন এর ৩৩ রান উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণাঞ্চলের কৌশিক ও কিশোর তিনটি করে উইকেট পেয়েছে। জবাবে ব্যাট করতে নেমে দক্ষিণাঞ্চল ৪৪.২ ওভার খেলে ৫ উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। অধিনায়ক মৈয়াঙ্ক আগরওয়ালের ৮৪ রান, সাই সুদর্শনের ৫৩ রান দলকে জয়ের লক্ষ্যে এগিয়ে দেয়। উইকেট রক্ষক জগদিশানের ৩২ রান এবং রোহিত রায়াডুর অপরাজিত ২৪ রান দলকে জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছায়। পূর্বাঞ্চলের অভিনব চৌধুরী দুইটি উইকেট পায়। অপর খেলায় উত্তর পূর্বাঞ্চল প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে ৪৯ ওভারে ১৬৪ রান সংগ্রহ করলে জবাবে মধ্যাঞ্চল ৩৩ ওভার খেলে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। দিনের অপর খেলায় উত্তরাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের ম্যাচ তখনও চলছে।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল টুর্নামেন্ট

দল	ম্যা:	জ:	ড্র:	প:	গোল	প:
নাইন বুলেটস	৬	৫	১	০	২৩-৪	১৬
ব্লাডমাউথ	৬	৫	১	০	১৬-৩	১৬
কল্যাণ সমিতি	৬	৪	০	২	১১-১১	১২
পুলিশ	৭	৩	১	৩	৮-৯	১০
ভারতরত্ন	৬	২	২	২	৮-৮	৮
মৌচাক	৭	২	০	৫	১১-১৭	৬
স্পোর্টস স্কুল	৬	১	১	৪	৭-১৪	৪
নবোদয়	৬	০	০	৬	৬-২৪	০

টিসিএ নিয়ে অভিমত ব্যক্ত করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। অবশেষে টিসিএ নিয়ে অভিমত ব্যক্ত করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে মুখ্যমন্ত্রী ডাক্তার প্রফেসর মানিক সাহা বললেন, টিসিএ-র বিষয় তো রাজ্য সরকারের বিষয় নয়। এটা তো ক্লাব, অ্যাসোসিয়েশন তথা স্বায়ত্তশাসিত সংগঠনের বিষয়। ক্লাব, এসোসিয়েশন তথা সংগঠন-ই দেখবে। আইন শৃঙ্খলার ব্যাপার হলে অবশ্যই দেখবে রাজ্য সরকার। তবে পুরো বিষয়টার উপর নজর রয়েছে রাজ্য সরকারের, অভিমত রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশনের সাম্প্রতিককালের অনভিপ্রেত পরিস্থিতির আখেরে ক্ষতি হচ্ছে রাজ্য ক্রিকেটের। সত্যিকার অর্থে তার আশু সমাধান প্রয়োজন।

বি-ডিভিশন লিগ ফুটবল শেষ পর্যায়ে পুলিশের রোশানলে স্পোর্টস স্কুল বিধ্বস্ত

ত্রিপুরা পুলিশ: ৩ ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল: ০

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। পুলিশের রোশানলে পরাজিত স্পোর্টস স্কুল। জয় অব্যাহত রেখে লিগ অভিযান শেষ করেছে ত্রিপুরা পুলিশ রিক্রিয়েশন ক্লাব। চ্যাম্পিয়ন, রানার্স অধরা হলেও ৮ দলীয় বি-ডিভিশন লিগ ফুটবলে এপর্যন্ত তিনটি জয়ের সুবাদে ত্রিপুরা পুলিশ দল চতুর্থ শীর্ষে উঠে এসেছে। বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে ত্রিপুরা পুলিশ দলের পক্ষে এটাও দারুন খবর। ত্রিপুরা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বি-ডিভিশন ফুটবলের আসর এখন শেষ পর্যায়ে। ৮ দলীয় আসরের ২৫ তম ম্যাচে আজ, রবিবার ত্রিপুরা পুলিশ দল ৩-০ গোলের ব্যবধানে স্পোর্টস স্কুলকে পরাজিত করে টানা জয় ধরে রেখেছে। তিন ম্যাচে জয় ও একটিতে ড্র রাখার সুবাদে ১০ পয়েন্ট পেয়ে ত্রিপুরা পুলিশ দল পয়েন্ট তালিকার চতুর্থ শীর্ষে উঠে এসেছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আজ, রবিবার বিকেলের খেলায় প্রথমার্ধে বিজয়ী দল ২-০ গোলে এগিয়েছিল। ১৪ মিনিটের মাথায় জগত দেববর্মা প্রথম গোলটি করে দলকে এক-শূন্যতে এগিয়ে দেয়। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে সন্তোষ শীল আরও একটি গোল করে ব্যবধান বাড়ায়। পক্ষান্তরে স্পোর্টস স্কুলের আক্রমণ ভাগের খেলোয়াররা একাধিকবার গোলমুখী আক্রমণ রচনা করলেও পুলিশের রক্ষণভাগে এসে মুখ থুবড়ে ফিরে আসে। প্রথমার্ধের মতো দ্বিতীয়ার্ধেও পুলিশ দলের আক্রমণ অব্যাহত থাকে। স্পোর্টস স্কুলের ছেলেরা গোল পরিশোধের সুযোগ খোঁজার ফাঁকে ত্রিপুরা পুলিশের অমিত দেববর্মা খেলার ৬৮ মিনিটের মাথায় আরও একটি গোল করলে ব্যবধান বেড়ে ৩-০ হয়। পরবর্তী সময়ে খেলায় পরস্পর বিরোধী আক্রমণ প্রতি আক্রমণ দেখা গেলেও চতুর্থ বারের মতো বল আর জালে গড়ায়নি। ৩-০ গোলের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে ত্রিপুরা পুলিশ এবারের মতো লীগ অভিযান শেষ করেছে। এদিকে খেলায় অসদাচরনের দায়ে খেলার দুই অর্ধে রেফারি দুই দলের তিনজন পুলিশের বাদল ও স্পোর্টস স্কুলের লিয়ান মুয়া ও বিপ্লবকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি কার্তিক দাস, সত্যজিৎ দেবরায়, অরিন্দম মজুমদার ও অলক সিনহা। দিনের খেলা: ভারতরত্ন সংঘ ও কল্যাণ সমিতি, বিকেল চারটায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

সুপারেও জয় দিয়ে শুরু স্পোর্টস স্কুলের ফুলো ঝানু-জম্পুইজলা মুখোমুখি আজ

ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল-৩ কিল্লা-০

(শ্রেয়া, বাসন্তি, ধনিতা)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। সুপারেও জয়ের ধারা অব্যাহত রাখলো ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল। বড় ম্যাচে জয় পেয়ে খেতাবের লক্ষ্যে এক কদম কাছে চলে আসলো কল্পনা দেববর্মা-র মেয়েরা। রাজ্য ফুটবল সংস্থা আয়োজিত বৈকুণ্ঠ নাথ স্মৃতি মহিলা ফুটবলের সুপার লিগে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে রবিবার সুপার লিগের প্রথম ম্যাচে ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুল কার্যত একতরফা খেলে জয় ছিনিয়ে নেয়। ফলাফল ৩-০। কলকাতা থেকে ৫ ফুটবলার আনা হলেও এদিন মাঠে নামায়নি কিল্লা। বিশ্বস্ত সূত্রে খবর, শনিবার সন্ধ্যায় ৫ ফুটবলার দলের সঙ্গে যোগ দিলেও এক সঙ্গে অনুশীলন করার সুযোগ পায়নি। ফলে বোঝাপড়ার অভাব দেখা দিতে পারে, তাই এদিন খেলানো হয়নি কলকাতা থেকে আনা ওই ৫ ফুটবলারকে। ফলে ম্যাচ শুরুর আগে থেকেই কিছুটা এগিয়ে থাকে খেতাবের অন্যতম দাবিদার দল স্পোর্টস স্কুল। এদিন ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমনাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে শ্রেয়া দেব-রা। বল দখলের লড়াইয়েও এগিয়ে ছিলো। তবে এদিন শুরু থেকে রক্ষণাত্মক ফুটবল খেলে প্রায় ৩৫ মিনিট আটকে রেখেছিলো স্পোর্টস স্কুলকে। স্পোর্টস স্কুলের ক্রমাগত আক্রমণে এর পর চিড় ধরে কিল্লা-র রক্ষণভাগে। ৩৬ মিনিটে কল্পনার 'তুরুপের তাস' শ্রেয়া দেব এগিয়ে দেয় ত্রিপুরা স্পোর্টস স্কুলকে। গোল পেতেই আক্রমণের গতি আরও বাড়ায় স্পোর্টস স্কুল। প্রথমার্ধের ইঞ্জুরি টাইমে বাসন্তি রিয়াং ব্যবধান বাড়ান। দ্বিতীয়ার্ধে ব্যবধান কমানোর জন্য কিল্লার ফুটবলাররা আপ্রাণ চেষ্টা করলেও স্পোর্টস স্কুলের রক্ষণভাগ ভাঙতে ব্যর্থ হয়। ৮৫ মিনিটে কিল্লা মর্ণিং ক্লাবের জাল শেষবার নাড়িয়ে দেয় ধনিতা রিয়াং। ম্যাচটি পরিচালনা করেন সুকান্ত দত্ত। গুরুত্বপূর্ণ ওই ম্যাচে সেরা ফুটবলারের সম্মান পায় বিজয়ী দলের উর্বিনা আড়েং। আগামীকাল জম্পুইজলা প্লে সেন্টার খেলবে ফুলো ঝানু অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের বিরুদ্ধে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে আগামীকাল সকাল ৮ টায় শুরু হবে ম্যাচটি।

রাজ্য অনূর্ধ-১৯ দাবায় চ্যাম্পিয়ন অভিজ্ঞান, আর্শিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। প্রত্যাশিতভাবেই সেরা হলো অভিজ্ঞান ঘোষ এবং আর্শিয়া দাস। রাজ্য অনূর্ধ-১৯ দাবা প্রতিযোগিতায়। রাজ্য দাবা সংস্থার উদ্যোগে দুদিনব্যাপী আসর শেষ হলো রবিবার সকালে। বালক বিভাগে অংশ নেওয়া ১৪ জন দাবাড়ুর মধ্যে ৪ রাউন্ড শেষে ৩ পয়েন্ট পেয়ে শীর্ষে ছিলো ৪ জন। পরে ভোকলস পয়েন্টে প্রথম থেকে চতুর্থ স্থান দখল করে যথাক্রমে অভিজ্ঞান ঘোষ, দেবাঙ্কুর ব্যানার্জি, দিব্যজ্যোতি সরকার এবং দিগন্ত রায়। আড়াই পয়েন্ট পেয়ে পঞ্চম স্থান দখল করে মেহেকদ্বীপ গোপ। বালিকা বিভাগে অংশ নেওয়া ১৩ জন দাবাড়ু-র মধ্যে ৪ রাউন্ড শেষে পুরো ৪ পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে বিষ্ময় বালিকা আর্শিয়া দাস। ৩ পয়েন্ট পেয়ে ভোকলসে দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থান দখল করে যথাক্রমে আরাধ্যা দাস এবং মুশকান দেবনাথ।

জাতীয় স্ট্রেন্থ লিফটিংয়ে ৩টি সোনা সহ ৮ পদক রাজ্যের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। তিন স্বর্ণ সহ ৮ পদক পেলো ত্রিপুরা। রাজস্থানের উদয়পুরে অনুষ্ঠিত ৩৩ তম জাতীয় স্ট্রেংথ লিফটিং এবং ইমপ্লাই বেঞ্চ প্রেস প্রতিযোগিতায়। ২৬-৩০ জুলাই অনুষ্ঠিত হয় আসর। তাতে ১৪ সদস্যের ত্রিপুরা দল অংশ নেয়। আসরে জুনিয়র বালিকাদের ৫২ কে জি বিভাগে রুপশ্রী দাস ইমপ্লাই বেঞ্চ প্রেস বিভাগে স্বর্ণ, স্ট্রেংথ লিফটিং বিভাগে ব্রোঞ্জ, ৮০ কে জি বিভাগে অতসী বিশ্বাস ইমপ্লাই বেঞ্চ প্রেসে স্বর্ণ, স্ট্রেথ লিফটিং -এ রৌপ্য, ৮০ কে জি উর্ধ বিভাগে রিয়া দত্ত স্ট্রেংথ লিফটিং-এ স্বর্ণ, ইমপ্লাই বেঞ্চ প্রেসে রৌপ্য, মাস্টার্সে গ্রুপ- বি বিভাগে নির্মল দাস স্ট্রেংথ লিফটিংয়ে রৌপ্য এবং ইমপ্লাই বেঞ্চ প্রেসে ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন। রাজ্যদলের কোচ রাণা দেব রাজস্থান থেকে এখবর জানিয়েছেন। তিনি ত্রিপুরা দলের পারফরম্যান্সে খুশি। ত্রিপুরা দলের ম্যানেজার দুলাল শুক্ল দাসও খুশি। ত্রিপুরা থেকে রেফারি হিসাবে গেছেন শম্ভু নাথ সাহা।

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভূবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

■Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

কংগ্রেস সভাপতির পরবর্তী চ্যালেঞ্জ হল পার্টির জন্য সম্মানজনক আসন ব্যাবস্থা করা 'ইন্ডিয়া' জোটে থেকে

অভিজিৎ রায়চৌধুরী।। নয়াদিল্লি, ৩০ জুলাই।। ২৬ টি বিরোধী দলের 'ইন্ডিয়া' গঠনের পর সামনের কাজটি হল আগামী বছরের লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্র থেকে নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন এনডিএ জোটকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য বিভিন্ন দলের মধ্যে আসন নিয়ে আলোচনা করা। সূত্রের খবর, কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে কংগ্রেস পার্টি থেকে দায়িত্ব নেবেন এবং বিভিন্ন বিরোধী দলের সঙ্গে আলোচনা করবেন। পার্টি বিশ্বাস করে যে মল্লিকার্জুন খাড়গে ছত্তিশগড় এবং রাজস্থানের মতো একটি ভারসাম্যপূর্ণ কাজ করতে সক্ষম হবেন। 'ইন্ডিয়া' জোটের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু হয়েছে এটি ব্যাপকভাবে বিশ্বাস করা হয় যে কংগ্রেস পার্টিকে জোটকে অক্ষত রাখতে চাইলে একটি ভারসাম্যমূলক কাজ করতে হবে।

বিরোধী দলগুলির শেষ ব্যাঙ্গালোর বৈঠকে খাড়গে ২৬ টি রাজনৈতিক দলকে এক মঞ্চে এনে বিস্মিত করেছেন এবং সমস্ত বিরোধী দল দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল। কংগ্রেস সভাপতির জন্য সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ উত্তরপ্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু এবং মহারাষ্ট্র থেকে আসবে। কারণ মোদীর জয়ের রথকে থামাতে তাদের অংশীদারদের উপর নির্ভর করতে হবে।

মজার বিষয় হল, আম আদমি পার্টির ঊর্ধগতির পরে, কংগ্রেস পার্টি কঠোর চাপে পড়েছে এবং পাঞ্জাব এবং দিল্লিতে কঠিন দর কষাকষিতে প্রবেশ করতে হয়েছে কারণ আম আদমি পার্টি শক্তিশালী পায়ে রয়েছে এবং আসনগুলির জন্য আলোচনা করা খুব কঠিন হবে। মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, গুজরাট, রাজস্থান, কর্ণাটক, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড সাতটি পূর্ববর্তী রাজ্য এবং কেরালা ছাড়া কংগ্রেস পার্টির জন্য সম্মানজনক লোকসভা আসনের জন্য আলোচনা করা খুব কঠিন হবে।এদিকে, নভেম্বরে অনুষ্ঠেয় পাঁচটি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচন কংগ্রেস পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণ করবে।

সিবিএসইর পরীক্ষায় হিন্দি ও ইংরেজি বাধ্যতামূলক করার প্রতিবাদ জানাল বাঙালি ছাত্র যুব সমাজ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। বাঙালী ছাত্র/যুব সমাজ আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে সিবিএসসির স্কুলের বোর্ডের পরীক্ষা হিন্দি এবং ইংরেজিতে বাধ্যতামূলক করার যে ঘোষণা করা হয়েছে তার তীব্র নিন্দা জানায়। গত ২৬শে জুলাই, বুধবার সিবিএসসি বোর্ডের ডিরেক্টর ড় যোশেফ মানুয়েল বিবেকনগর রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যালয়ে সিবিএসই"র সামিটে স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন যে, চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকে সিবিএসসি আওতাধীন সমস্ত স্কুলের বোর্ডের পরীক্ষা হিন্দি ও ইংরেজীতেই দিতে হবে। বর্তমানে রাজ্যে ১০০টি স্কুল রয়েছে সিবিএসসির আওতায়। সঙ্গে বিদ্যাজ্যোতির ১০০টি সরকারী স্কুলও সিবিএসসির অধীনে চলে গেছে। এমতাবস্থায় ড় যোশেফ ম্যানুয়েল এর ঘোষণার পর রাজ্যে সিবিএসসির অধীন ২০০টি স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে। কারণ, বিদ্যাজ্যোতির আওতাধীন অনেক স্কুলের ছাত্রছাত্রী আছে যারা প্রাকপ্রাথমিক স্তর থেকে বাংলা মাধ্যমে পড়াশোনা করেছে। ইংরেজী, বিশেষ করে হিন্দির সঙ্গে এদের কোন পরিচয়ই নেই। এমতাবস্থায় চলতি শিক্ষাবর্ষ থেকেই যদি বাংলাকে বাদ দিয়ে শুধু ইংরেজী ও হিন্দীতে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করা হয় তবে তাদের পরীক্ষা পাশ করা কোনভাবেই সম্ভব হবেনা। বিদ্যাজ্যোতি প্রকল্পে স্কুলগুলিকে অন্তর্ভুক্তির আগে ছাত্রছাত্রী ও অভিভাবকদের বলা হয়েছিল,বাংলা মাধ্যমের ছাত্রছাত্রীরা ভবিষ্যতে বাংলাতেই পরীক্ষা দিতে পারবে। একথা বলাতেই তখন কেউ আপত্তি তুলেনি। এখন সিবিএসসি কর্তৃপক্ষের বক্তব্য অনুযায়ী যারা হিন্দি, ইংরেজী মাধ্যমে পরীক্ষা বসতে সক্ষম নয় তারা বাংলা মাধ্যমে পরীক্ষা দিতে পারবে, তবে এরজন্যে তাদেরকে ত্রিপুরা বোর্ডে নাম রেজেস্ট্রী করে নিতে হবে। এতে করে ছাত্রছাত্রীদের পুরো বছর নষ্ট হবার উপক্রম হয়েছে। ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে এই ছেলেখেলা বাঙালী ছাত্র-যুব সমাজ ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি কোনভাবেই মেনে নেবেনা। ত্রিপুরার ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যৎ নিয়ে সিবিএসসির এই হটকারী সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ করছে তারা এবং ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের স্বার্থে সিবিএসসি কর্তৃপক্ষের কাছে নিম্নলিখিত দাবী সনদ পূরণের দাবি রাখছে।

আমজাদনগর বাজারে স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ জুলাই।। বিলোনিয়া যোগমায়া কালীবাড়ি শতাব্দী প্রাচীন কালীবাড়ি গুলির মধ্যে অন্যতম একটি, ছন বাঁশের ছোট্ট দোচালা থেকে ধীরে ধীরে পায়ে আজ একটি বট বৃক্ষে পরিণত। সেই কালীবাড়ির দুর্গাবাড়িটি এবং সাথে দুর্গোৎসব শতবর্ষ অতিক্রম করে একটি বড় মাইল স্টোনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আর যোগমায়া কালীবাড়ি কমিটি সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই শত বর্ষকে স্মরণীয় করে রাখতে বছর ব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের এবং ইতিমধ্যে শতবর্ষের কার্যক্রম শুরু হয়ে গেছে মহকুমার প্রত্যন্ত অঞ্চল গুলিতে স্বাস্থ্য পরিষেবা সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য,এই উদ্দেশ্যে গ্রামীণ এলাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা পৌঁছে দেবার লক্ষ্যে গত ২৯ জুলাই যোগমায়া কালীবাড়ীর শতবর্ষদুগো"ৎসব কমিটির উদ্যোগে ঋষ্যমুখ ব্লক এলাকায় সীমান্তবর্তী আমজাদনগর বাজারে এক স্বাস্থ্য শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরের চিকিৎসক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলার প্রাক্তন মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডা: জগদীশ চন্দ্র নম: সহ আরও অনেকে, স্বাস্থ্য পরিষেবায় সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিলো লক্ষ্যনীয়। স্বাস্থ্য শিবিরে অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যোগমায়া কালীবাড়ীর কমিটির সম্পাদক পরিতোষ ভট্টাচার্য সহ আরো অনেকে।শিবিরে মোট ১১৮ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয় বিনামূল্যে।স্বাস্থ্য শিবিরে সম্পাদক শ্রী পরিতোষ ভট্টাচার্য জানান আগামীদিনেও যোগমায়া কালীবাড়ির পক্ষ থেকে শত বর্ষকে কেন্দ্র করে এই ধরনের সেবা মূলক অনুষ্ঠান জারি থাকবে।

উইকেণ্ড ট্যুরিস্ট হাব ত্রিপুরার পর্যটনের একটি নতুন পালক : মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। উইকেণ্ড ট্যুরিস্ট হাব ত্রিপুরার পর্যটনের একটি নতুন পালক। দেশের উন্নত রাজ্যগুলিতে পর্যটন কেন্দ্রভিত্তিক এই ধরনের কর্মসূচি লক্ষ্য করা যায়। আজ থেকে রাজ্যবাসীও প্রত্যেক শনি ও রবিবার এই উইকেণ্ড ট্যুরিস্ট হাব অনুষ্ঠানের আনন্দ উপভোগ করতে পারবেন। আজ সন্ধ্যায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদের প্রধান ফটকের সামনে উইকেণ্ড ট্যুরিস্ট হাবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা একথা বলেন। অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, দৈনন্দিন কাজের বাইরেও মানুষের মনের জন্য বিনোদনের প্রয়োজন। এই ধরনের বিনোদনের প্রয়োজনে এরকম উইকেণ্ড ট্যুরিস্ট হাব অত্যন্ত উপযোগী হবে। বহির্রাজ্যের পর্যটকদেরও আকর্ষণ করতে সক্ষম হবে এই উইকেণ্ড ট্যুরিস্ট হাব। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, উইকেণ্ড ট্যুরিস্ট হাবে প্রতি শনি ও রবিবার ১৯টি জনজাতির চিরাচরিত ঐতিহ্য থেকে শুরু করে ত্রিপুরার রাজ পরিবার এবং রাজবাড়ির ঐতিহ্যকে প্রাধান্য দিয়ে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। এরফলে শিল্পীদের প্রতিভার বিকাশ হবে। উইকেণ্ড ট্যুরিস্ট হাবের মাধ্যমে বিনোদনের পাশাপাশি শিক্ষামূলক পর্যটনের উপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সক্রিয় ভূমিকায় রাজ্যের যোগাযোগ ব্যবস্থা আজ অনেকটাই উন্নত। তাই বর্তমানে ত্রিপুরার পর্যটনও অনেকটাই প্রচার ও প্রসার লাভ করেছে। প্রতিবছর রাজ্যের পর্যটক সংখ্যা বেড়ে চলছে। অনুষ্ঠানে পর্যটনমন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী বলেন, ত্রিপুরার জনগণ পর্যটনপ্রেমী। ত্রিপুরার মানুষের পর্যটনের প্রতি ভালোবাসাকে মান্যতা দিয়েই আজ থেকে এই উইকেণ্ড ট্যুরিস্ট হাবের সূচনা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকার রাজ পরিবার এবং রাজবাড়িকে সম্মান জানিয়েই এই স্থানকে নির্বাচন করেছে উইকেণ্ড ট্যুরিস্ট হাবের জন্য। এখানে রাজ্যের শিল্প, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য এবং রাজবাড়ির ইতিহাস সম্পর্কে জানার অনেক সুযোগ থাকবে। এই ট্যুরিস্ট হাবের মাধ্যমে বেকার যুবক যুবতীদের রোজগারের সুযোগও সৃষ্টি হবে। অনুষ্ঠানে আগরতলা পুরনিগমের মেয়র দীপক মজমদার বলেন, আগেও ত্রিপুরার পর্যটন কেন্দ্রগুলি ছিল। কিন্তু এতোটা প্রচার, প্রসার বা উন্নয়নের ছোঁয়া পায়নি। বর্তমান রাজ্য সরকার পর্যটনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে খুবই আন্তরিক। তিনি বলেন, যখন কোনও রাজ্যে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা থাকে সেখানকার জনগণ পর্যটনমুখী হয়। বর্তমান ত্রিপুরায় সেই চিত্রই পরিলক্ষিত হচ্ছে।অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন পর্যটন দপ্তরের সচিব ইউ কে চাকমা। বক্তব্য রাখেন মুখ্যসচিব জে কে সিনহা। ধন্যবাদসূচক বক্তব্য রাখেন পর্যটন দপ্তরের অধিকর্তা তপন দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরার জেলাশাসক ও সমাহর্তা ড. দেবপ্রিয় বর্ধন, পশ্চিম ত্রিপুরার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে প্রমুখ।

চন্ডীপুরের শ্রীরামপুরে বিজেপির যোগদান সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ভারতীয় জনতা পার্টি চন্ডীপুর মন্ডল সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে শ্রীরামপুর এলাকায় অবস্থিত স্বামী বিবেকানন্দ হলঘরে এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই যোগদান সভায় উপস্থিত ছিলেন ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের সমাজ কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায়। যোগদান সভায় মন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভার সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল সভাপতি জমির আলী, বিজেপি রাজ্য কমিটির সদস্য বিমল কর, বিজেপি চন্ডীপুর মন্ডলের সহ সভাপতি হিমাংশু দাশ বিজেপি নেতা সিদ্ধার্থ দও সহ আরও অন্যান্য নেতৃত্বরা। যোগদান সভায় ১৩১পরিবারের ৫৫৬জন সংখ্যালঘু ভোটার কংগ্রেস এবং সি.পি.আই.এম দল ত্যাগ করে বিজেপি দলে সামিল হোন। নবাগতদের হাতে দলীয় পতাকা তোলে দলে বরন করে নেন স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী টিংকু রায়। যোগদান সভায় স্বাগত বক্তব্য রাখতে গিয়ে ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল সভাপতি জমির আলী বলেন যে, মুলত ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে বিভিন্ন এলাকার সংখ্যালঘু ভোটারদের একত্রিত করে এই যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সংখ্যালঘু মোর্চার মন্ডল সভাপতি জমির আলী আরও জানান যে, ৫২-চন্ডীপুর সংখ্যালঘু মোর্চার উদ্যোগে চলতি বছরের বাইশ জুন গৌরনগর এলাকায় এক স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির হয়েছিল। সেই রক্তদান শিবিরেও মন্ত্রী টিংকু রায় সহ আরও অনেকে উপস্থিত ছিলেন। সেই রক্তদান শিবিরে একান্ন জন স্বেচ্ছায় রক্তদান করেছিলেন এবং এই একান্ন জনের মধ্যে পনেরো জন মহিলাও ছিলেন। ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ধারাবাহিক ভাবে সংখ্যালঘু মোর্চার পক্ষ থেকে বিভিন্ন সামাজিক কাজকর্ম সহ দলীয় বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ করা হচ্ছে বলে মন্ডল সভাপতি জমির আলী জানান। যোগদান সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মন্ত্রী টিংকু রায় নবাগতদের স্বাগত জানিয়ে বলেন যে, ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সংখ্যালঘু মোর্চা ধারাবাহিক ভাবে যেসব সামাজিক কাজকর্ম করছে তা গোটা ত্রিপুরা রাজ্যেই বিরল। তাছাড়া নবাগতদের উদ্দেশ্য করে মন্ত্রী বলেন যে, যেভাবে ৫২-চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সংখ্যালঘু ভোটাররা বিজেপি দলে সামিল হচ্ছে তাতে আসন্ন লোকসভা ভোটে কৈলাসহর এবং চন্ডীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ২০২৩সালের বিধানসভা ভোটের ভোট থেকে পাঁচ থেকে সাত হাজার বেশি ভোট বিজেপি দলের প্রার্থীকে দিয়ে জয়ের ব্যবধান গতবারের চাইতে বেশি করে লোকসভায় পাঠাতে হবে এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর হাত আরও বেশি শক্ত করতে হবে।

থ্যালাসেমিয়া আক্রান্ত নাবালকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। দুরারোগ্য থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত ১২ বছরের সন্তান। ছেলের চিকিৎসার খরচমেটাতে গাড়ি-ফ্যাক্টরি বিক্রি করে সর্বস্বান্ত পিতা। শেষ সময় অসহায় সেই পরিবারের কাছে সরকারি সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রীর সান্নিধ্যে এসে ছেলের চিকিৎসার সুযোগ পেয়ে মুখ্যমন্ত্রীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ অসহায় পিতা। চড়িলাম বাজার সংলগ্ন দিলীপ চৌধুরীর ১২ বছরের ছেলে দীপজিত দুরারোগ্য থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত। ১৬ মাস বয়স থেকেই ছেলের চিকিৎসায় নিজের গাড়ি ফ্যাক্টরি বিক্রি করে আজ প্রায় সর্বশান্ত দিলীপ চৌধুরী। এই এলাকা থেকে উপমুখ্যমন্ত্রী যীষ্ণু দেববর্মা বিধায়ক হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে স্থানীয় নেতাদের অনেক অনুরোধ করেছিলেন এই অসহায় পিতা, একটি বারের জন্য উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করিয়ে দেওয়ার জন্য। কিন্তু তা হয়নি। বর্তমানে নিজের সবকিছু বিক্রি করে সর্বস্বান্ত দিলীপ চৌধুরী আত্মীয় পরিজনদের সহযোগিতায় ছেলের চিকিৎসা এবং তৎসঙ্গে সংসার প্রতিপালন করছেন। এর মধ্যে রাজ্যের বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহার "মুখ্যমন্ত্রী সমীপেষু" সূচক সাধারণ মানুষের সাথে সাক্ষাৎকার প্রকল্পের কথা শুনেন চড়িলামের দিলীপ চৌধুরী। আর সে কথা শুনে তড়িঘড়ি ছুটে যান মুখ্যমন্ত্রীর দরবারে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা মনোযোগ সহকারে অসহায় এই পিতার করুন কাহিনীর কথা শুনেন।তারপর দীপজিতের চিকিৎসার সমস্ত দায়ভার নিজে গ্রহণ করেন। আমেরিকার এক প্রখ্যাত চিকিৎসকের পরামর্শ নেবার সুবন্দোবস্ত করে দেন।তার পাশাপাশি দীপজিতের বোন-মেরো ট্রান্সপ্লান্ট এর জন্য আর্থিক সহযোগিতা হেতু কেন্দ্র সরকারের থ্যালাসেমিয়া রোগীদের বিশেষ প্রকল্পের মাধ্যমে ১৫ লক্ষ টাকার সহযোগিতাও পৌঁছে দেন মুখ্যমন্ত্রী। আর মুখ্যমন্ত্রীর এই সহযোগিতায় যেন নিজ সন্তানের পুনর্জন্মের আশা খুঁজে পেলেন চড়িলামের দিলীপ চৌধুরী। মুখ্যমন্ত্রীকে প্রাণভরা আশীর্বাদ জানালেন দিলিপ বাবু।

প্রতারক দম্পতির ফাঁদে পড়ে ক্ষতিগ্রস্ত বিলোনীয়ার বহু মানুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ৩০ জুলাই।। নিজস্ব বাড়ি বানানোর আশা নিয়ে জায়গা ক্রয় করতে গিয়ে, দেখা হয় এই দম্পতির সাথে। মানিক পালের স্ত্রী সাবিত্রির পাতানো জালে আটকে পড়ে যায় বাইখোরার রবীন্দ্রবাবু। বিলোনিয়া সাতমুরা এলাকায় নিজস্ব জায়গা বিক্রির নাম করে রবীন্দ্র বাবুর কাছ থেকে হাতিয়ে নেয় ৬০ হাজার টাকা ,রবীন্দ্র বাবুকে না জানিয়ে জায়গা বিক্রি করে দেয় অন্যের কাছে এমনটাই অভিযোগ। এই খবর ভেসে আসে রবীন্দ্র বাবুর কানে। তড়িঘড়ি বায়নার টাকা ফেরত পাওয়ার জন্য দারস্ত হয় দম্পতির কাছে ,স্বামী মানিক- স্ত্রী সাবিত্রী মিলে টাকা ফেরত না দেওয়ার জন্য হুমকি দেয় রবীন্দ্রবাবুকে, এমনটাই অভিযোগ করেন রবীন্দ্রবাবুর স্ত্রী সহ পুত্র তুষার। দীর্ঘবছর যাবত টাকা ফেরত পাওয়ার আশায় ঘুরতে থাকে দম্পতির পেছনে হটাত শনিবার বিকেলে বিলোনিয়ার সাতমুড়া ব্রিজ চৌমুহনী এলাকায় রবীন্দ্র বাবুর পুত্র তুষারের সাথে দেখা হয় মানিক ও সাবিত্রীর। আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে, অসংগতিপূর্ণ কথার জালে আটক পড়ে যায় স্বামী - স্ত্রী। একসময় বিবাদে জড়িয়ে পড়েন ওনারা, জড়ো হয় এলাকাবাসী, ঘটনার মুল সত্যতা জানতে পেরে, আটক করে রাখা হয় দম্পতিকে। এলাকাবাসীর পক্ষ থেকে উঠে আসে দম্পতির পূর্বের ধান্দাবাজির ইতিহাস। করোনাকালীন সময়ে,মুখে মাক্স, হাতে স্যানিটাইজার লাগিয়ে পেতেছিল টাকার মায়াজাল। রক্ত বিক্রি ও জায়গা বিক্রি করে টাকা ফেরত দেওয়ার নাম করে, লোকের বাড়ি বাড়ি গিয়ে ফাসিয়েছিল অক্সিন নামে কোম্পানির জালে, আর্থিক সংকটের সময় লাভালাভের নাম করে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়ে সর্বস্বান্ত করে দিয়েছিল গৃহিণী, দিনমজুর,সহ অনেক গ্রাহকদের। ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় এই দম্পতির ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

উদয়পুরে চালু হচ্ছে মিশন ইন্দ্রধনুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ৩০ জুলাই।। আগামী ৭ই আগস্ট থেকে গোমতী জেলায় চালু হতে যাচ্ছে ইনটেনসিফায়েড মিশন ইন্দ্রধনুষের পঞ্চম পর্ব। গর্ভবতী মা এবং শূন্য থেকে পাঁচ বছর বয়সের শিশুদেরকে টিকা দেওয়ার জন্য চালু হতে যাচ্ছে মিশন ইন্দ্রধনুষ। বিশেষ করে যে সব গর্ভবতী মা এবং শিশুরা কোভিড বা যে কোন কারনে টিকা দিতে পারে নি তাদের প্রত্যেককে টিকা দেওয়া হবে।উদয়পুর সায়েন্স সেন্টারের প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত মিডিয়া প্রতিনিধিদের সঙ্গে এক মত বিনিময় সভায় গোমতী জেলার টিকাকরণ আধিকারিক ডাঃ চিরঞ্জিত নোয়াতিয়া জানান, কোন শিশু একটি টিকা থেকেও বাদ গিয়ে থাকে তাহলেও মিশন ইন্দ্রধনুষের আওতায় ওইসব শিশুকে টিকা দেওয়া হবে। গোমতী জেলার স্বাস্থ্য প্রশাসন মোট ২৭০ জন গর্ভবতী মা এবং ১৮৫৮ জন শিশুকে টিকাকরণের জন্য চিহ্নিত করেছে। এর মধ্যে ২ বছর পর্যন্ত শিশুর সংখ্যা ১৩০৭ জন এবং ২ থেকে ৫ বছর বয়সের শিশুর সংখ্যা হল ৫৫১ জন।এবারের আইএমআই-এর আরও একটি বিশেষত্ব হল ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের মধ্যে ভারত থেকে হাম এবং রুবেলা নির্মূল করার চলমান উদ্যোগ ও কাজগুলিকে আরও বেশী গতি দেওয়া। উৎসাহিত করা। যাতে করে প্রতিটি গ্রামে ৯৫ শতাংশের বেশি শিশুকে টিকাকরন করানো যায়। কিন্তু জেলা আধিকারিকরা প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন ৯৫ নয় গোমতী জেলায় ১০০ শতাংশ অর্থাৎ প্রতিটি শিশুকে টিকাদানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। গৃহীত উপজাতি টিকাকরন কৌশলকে আরও বেশী শক্তিশালি করার জন্য ১৫দশ অর্থ কমিশন থেকে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে। যাতে করে কোন উপজাতি এলাকায় টিকাদানের অসুবিধা না হয়। মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং জানান, মোট তিনটি দফায় গোমতী জেলায় মিশন ইন্দ্রধনুষের আওতাধীন টিকাকরণ করানো হবে। প্রথম দফা হবে ৭ থেকে ১২ই আগস্ট, দ্বিতীয় দফা ১১ থেকে ১৬ সেপ্টেম্বর এবং সর্বশেষটি হবে ৯ থেকে ১৪ই অক্টোবর।গোমতী জেলায় ১০০ শতাংশ টিকাকরণ করানোর জন্য স্বাস্থ্য প্রশাসন এবার বিভিন্ন ব্লকে উচ্চ ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা, দুর্গম এলাকাগুলিকেও চিহ্নিত করা হয়েছে বলে জানান।পর্যাপ্ত পরিমাণে সবগুলি ভ্যাকসিনই মজুদ রয়েছে বলে টিকা করণ আধিকারিক জানান।সব ভ্যাকসিনই একেবারে নিরাপদ। স্বাস্থ্য দপ্তর শীততাপ নিয়ন্ত্রিত সিস্টেমের মাধ্যমে ভ্যাকসিনকে কিভাবে সংরক্ষিত রাখেও তারও প্রদর্শন করা হয়।মিশন ইন্দ্রধনুষের পঞ্চম পর্ব এর জন্য প্রশাসনিক এবং স্বাস্থ্য কর্মী ও আশা কর্মীদের প্রশিক্ষন কর্মসূচীও শেষ করা হয়েছে। মিশন ইন্দ্রধনুষ সহ সব প্রোগ্রামেই গোমতী জেলা জুড়ে ব্যাপক সচেতনতা কর্মসূচী চলছে। ১০০ শতাংশ টিকাকরনের স্বার্থে পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রতি দফায় প্রয়োজনে কৌশলও পরিবর্তন করবে বলেও আধিকারিকরা জানান।

আজকের মত বিনিময় সভায় জেলার তিন মহকুমার মহকুমা চিকিৎসা আধিকারিক, গোমতী জেলার মেডিক্যাল সুপার কমল রিয়াং , শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ অভিজিৎ দত্ত, জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ অর্জুন সাহা,জেলা জনস্বাস্থ্য নজরদারী আধিকারিক ডাঃ শৌমিক চক্রবর্তী, ইউনিসেফের কনসালটেন্ট ডঃ গৌরভ বর্মা এবং জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার রনময় দেব প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শিশুকে নিশ্চিন্তে টিকা দেওয়ানোর জন্য মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কমল রিয়াং অভিভাবকদের কাছে আহ্বান জানান। তিনি বলেন রোগ প্রতিরোধে কোন যাদু-টোনা বা ঝাঁরপোক কাজ করে না। টিকা করণ ই হল রোগ প্রতিরোধের উপায়। আজকের এই ওয়ার্কসপে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তিন মহকুমার মহকুমা চিকিৎসা আধিকারিক, গোমতী জেলার মেডিক্যাল সুপার কমল রিয়াং , শিশু বিশেষজ্ঞ ডাঃ অভিজিৎ দত্ত, জেলা পরিবার কল্যাণ আধিকারিক ডাঃ অর্জুন সাহা,জেলা জনস্বাস্থ্য নজরদারী আধিকারিক ডাঃ শৌমিক চক্রবর্তী, ইউনিসেফের কনসালটেন্ট ডঃ গৌরভ বর্মা এবং জেলা প্রোগ্রাম ম্যানেজার রনময় দেব , গোমতী জেলার সিনিয়র সাংবাদিক প্রানময় সাহা ,জাগরন পত্রিকার গোমতী জেলা প্রতিনিধি তথা উদয়পুরের বরিষ্ঠ সাংবাদিক অপুরাম সরকার। ডাক্তারদের সাথে স্বাস্থ্য পরিষেবা বিষয়ে বিস্তারিত সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেন উদয়পুরের সিনিয়র সাংবাদিক অপুরাম সরকার।জেলায় সাংবাদিকদের নিয়ে এই ধরনের ওয়ার্কসপের উদ্যোগ গ্রহণ করায় গোমতী জেলা সি এম ও অফিসের মিডিয়া কো-অর্ডিনেটর জয়ন্ত চক্রবর্তীর ভূয়সী প্রশংসা করেন উদয়পুরের সিনিয়র সাংবাদিক অপুরাম সরকার।প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র গুলিতে ও আর এস,রক্ত সংরক্ষণের সিরিন, সুপার পরীক্ষার প্রয়োজনীয় পর্যাপ্ত পরিমাণে কিডস রাখার জন্য অনুরোধ করেন।

গন্ডাছড়ার রামনগর এডিসি ভিলেজে কালভাট ভেঙ্গে পড়েছে, সমস্যায় স্থানীয়রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।। ধলাই জেলার প্রত্যন্ত গন্ডাছড়া মহকুমার রামনগর এডিসি ভিলেজের সাধু চন্দ্র, ত্রিভাগ্য পাড়া। পাড়া দুটি গন্ডাছড়া মহকুমা সদর থেকে প্রায় ১২ কিলোমিটার দূরে। এলাকাবাসীরা জানান তাদের পাড়ায় যাওয়ার রাস্তায় একটি কালভার্ট গত প্রায় এক বছর ধরে ভেঙ্গে পড়ে আছে। এলাকাবাসীরা ভাঙ্গা কালভার্টটি সারাই করার জন্য পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে ব্লক আধিকারিককে জানিয়েছেন। তবুও কাজের কাজ কিছুই হচ্ছে না। যার ফলে পাড়ার সরকারি ঘর প্রাপকরা ইট,বালি, সিমেন্ট, রড কিছুই নিয়ে যাতে পারছে না। শুধু তাই নয়, অসুস্থ রোগীদের এম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে পর্যন্ত ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলে রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ৩০ জুলাই।। রবিবার এমার্ট ত্রিপুরার উদ্যোগে একদিনের এক মেগা রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয় বিশালগড় আনন্দ মার্গ স্কুলে। সকাল ১০ টায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে শিবিরের উদ্বোধন করেন মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন এমার্ট ত্রিপুরার বরিষ্ঠ সদস্য তথা বিশালগড় সাংস্কৃতিক সংস্থার সভাপতি দিলীপ কুমার দেবনাথ, বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাপস দেবরায়, বিশালগড় আনন্দমার্গ স্কুলের চেয়ারম্যান ননীগোপাল দেবনাথ, বিশালগড় প্রেস ক্লাবের সভাপতি ভবতোষ ঘোষ, ডঃ দেবদ্যুতি চৌধুরী, শ্যামাশ্রী চক্রবর্তী প্রমুখ। আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানে অনেক অসাধ্য সাধন ঘটলেও কৃত্রিম উপায়ে রক্ত আবিষ্কার এখনও হয়নি। ফলে যে সমস্ত রোগীর কোনো কারণে অতিরিক্ত রক্তের প্রয়োজন হয়, তখন সেই রক্ত সুস্থ মানুষের শরীর থেকেই সংগ্রহ করতে হয়। এইজন্য রক্তদান একটি মহৎ দান বলে বিবেচ্য।তাই এমার্ট ত্রিপুরা নামে এই চেরিটেবল সংগঠনটি অন্যান্য বছরের মতো এবারো এই মেগা রক্তদান শিবিরের আয়োজন করে। সংগঠনের সদস্য সদস্যা ছাড়াও আনন্দমার্গ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকা অভিভাবক অভিভাবিকারা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন। মোট চুয়াত্তর জন রক্ত দাতা শিবিরে রক্তদান করেন। শিবিরের উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি মহকুমা শাসক বিনয় ভূষণ দাস তার বক্তব্য দান কালে এমার্ট ত্রিপুরা সংগঠনটির ভূয়সী প্রশংসা করেন এবং রক্ত দানের পাশাপাশি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ দানেও সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। রক্তদান শিবিরের আহ্বায়ক দিপ্তনু দেবনাথ উৎসবের মেজাজে সবাই রক্ত দানে এগিয়ে আসায় সবাইকে অভিনন্দন জানান।

তেলিয়ামুড়ায় রামঠাকুর মন্দিরে চুরি, প্রণামী বাক্সের টাকা পয়সা লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ৩০ জুলাই।।বাড়িঘর দোকানপাটে চুরির ঘটনা সংঘটিত করার পাশাপাশি বিভিন্ন মন্দিরে চুরির ঘটনা দিনের পর দিন বৃদ্ধি পেয়ে চলেছে। ধর্মীয় স্থানে চুরির ঘটনা রীতিমত উদ্বেগ জনক। তাতে ধর্মপ্রাণ মানুষের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। ধর্মীয় স্থানগুলির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।।

রাতের অন্ধকারে মন্দিরে চুরির ঘটনা তেলিয়ামুড়ায়! খবর পেয়ে ছুটে যায় ঘটনাস্থলে পুলিশ। ঘটনা, তেলিয়ামুড়া শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে। গতকাল রাতের অন্ধকারে তেলিয়ামুড়া শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে চোরের দল চুরিকাণ্ড সংঘটিত করে।মন্দিরের দরজার লক ভেঙে মন্দিরের ভেতরে প্রবেশ করে, মন্দিরের ভেতরে থাকা দুইটি প্রণামী বাক্সের মধ্যে থাকা টাকা চুরি করে নিয়ে যায় এবং প্রণামী বাক্স গুলিকে মন্দিরের ভেতর ছড়িয়ে ছিটিয়ে ফেলে রাখে। রবিবার সকালে ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।